বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২২ ॥ ১২ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ১১ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়তে হবে: তথ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে বর্তমানে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে জানিয়ে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জানিয়েছেন, সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়তে হবে। 'গণ-অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধ শক্তি একটি ছদ্ম-যুদ্ধ চালাচ্ছে' শিরোনামে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) ভোরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

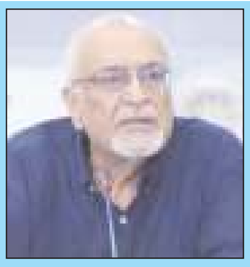

টেকসই অর্থনীতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে হবে : দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ও অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, নতুন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর টেকসই অর্থনীতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি ও রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিএসএমএমইউ'কে গ্লুকোমা চিকিৎসায় রোল মডেল হতে হবে: উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই গ্লুকোমাজনিত অন্ধত্ব ভয়াবহ আকারে বাড়ছে। বর্তমান সময়ে তা নীরব ঘাতকে রূপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম।

বাংলাদেশে গ্যাস অনুসন্ধান কাজের ধারাবাহিকতা চায় রাশিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : গ্যাস অনুসন্ধানে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি গ্যাজপ্রম ইন্টারন্যাশনালের কাজের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সহযোগিতা চেয়েছে রাশিয়া। বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন মঙ্গলবার (১১ মার্চ) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ অনুরোধ জানান। গ্যাজপ্রম ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে এবং গ্যাসের মজুত অনুসন্ধানে অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে। ২০২৩ সালে গ্যাজপ্রম ইন্টারন্যাশনাল ভোলায় আরও অনুসন্ধানের জন্য পাঁচটি নতুন কূপ চিহ্নিত করে। প্রধান উপদেষ্টা ভোলায় পাঁচটি কূপ খননের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য গ্যাজপ্রমকে ধন্যবাদ জানান এবং জানান যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে কাজ করছে এবং এ বিষয়ে আরও সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত সাধারণ ও বাণিজ্য সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ২০২৪ সালে, বাংলাদেশে রাশিয়ান গমের সরবরাহ সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা দেশটিকে মিশরের পরে রাশিয়ান শস্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভোক্তা করে তুলেছে। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত জিটুজি চুক্তির মাধ্যমে ৬ লাখ ২৩ হাজার টনসহ ২৩ লাখ টন রাশিয়ান গম বাংলাদেশে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রদূত জানান, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে রাশিয়া বাংলাদেশকে ৩০ হাজার টন এমওপি সার সরবরাহের প্রস্তুতিও নিচ্ছে। কৃষি ও জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে নতুন চাকরির গন্তব্য হিসেবে রাশিয়াকে চিহ্নিত করায় বাংলাদেশিদের ভিসা প্রদানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ২-এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ৭ জন, জিয়াউর রহমানের পুরস্কার পুনর্বহাল

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই বছর ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৫' প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। এছাড়া শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে (মরণোত্তর) ২০০৩ সালে দেওয়া স্বাধীনতা পুরস্কার পুনর্বহাল থাকছে। মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, 'শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ২০০৩ সালে দেওয়া স্বাধীনতা পুরস্কার (মরণোত্তর) সুপ্রিম কোর্টের যে রায়ের পটভূমিতে ২০১৬ সালে সরকার বাতিল করে, এই রায়ে তাকে প্রদত্ত স্বাধীনতা পুরস্কার বাতিলের কোনো নির্দেশনা না থাকায় মহান মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান বিবেচনায় তার স্বাধীনতা পুরস্কার বাতিলের এই সিদ্ধান্ত সরকার রহিত করেছে।'এদিকে ২০২৫ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত বিশিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছেনড় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ২-এর পাতায় দেখুন

পাচারকৃত কয়েকশ কোটি ডলার এ বছরের মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ থেকে পাচার হওয়া কয়েকশ কোটি ডলার এ বছরের মধ্যে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া বিশাল অঙ্কের টাকা ফেরত আনার চেষ্টা করছে সরকার। সব টাকা আনতে সময় লাগবে। তাদের আইডেন্টিফাই (শনাক্ত) করতে হবে। তিনি আরও বলেন, পাচারের সঙ্গে জড়িতরা বিভিন্ন দেশে আছেন, এখানে কতগুলো আইনের পদক্ষেপও রয়েছে। আবার সে আইনের পদক্ষেপগুলো বিদেশের সঙ্গেও জড়িত। অনেক বিষয় মাথায় রেখে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়া তদন্ত হচ্ছে শিক্ষার আড়ালে পাচার হওয়া অর্থের বিষয়টিও। অর্থ ফেরাতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এ বিষয়ে নেক্সট মাসে আর একটু ২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া ফতোয়া (১১)

স্টাফ রিপোর্টার : হায়েজ নিফাস অবস্থায় সিয়াম পালনের বিধান হায়েজ ও নিফাছ অবস্থায় মেয়েদের জন্য ওয়াজিব হল সিয়াম বর্জন করা। এ অবস্থায় সালাত ও সিয়াম কোনটাই আদায় করা জায়েয হবে না। সুস্থতার পর তাদের সিয়াম কাজা আদায় করতে হবে। সালাতের কাজা আদায় করতে হবে না। হাদীসে এসেছে : উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হল হায়েজ থেকে পবিত্রতার পর মহিলারা কি সালাত ও সাওমের কাজা আদায় করবে তিনি বললেন : "এ ২-এর পাতায় দেখুন

ভালো কোম্পানি টেনে তুলছে শেয়ারবাজার লেনদেন ছাড়ালো ৪০০ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার : আবার পতন থেকে বেরিয়ে আসার আভাস দিচ্ছে দেশের শেয়ারবাজার। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি লেনদেনের গতিও বাড়তে শুরু করেছে। শেয়ারবাজারের এই ঊর্ধ্বমুখী ধারা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভালো কোম্পানি বা 'এ' গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (১১ মার্চ) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে সবকয়টি মূল্যসূচক। একই সঙ্গে লেনদেন বেড়ে চারশ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে গেছে। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি সংখ্যাক প্রতিষ্ঠান। এতে বাজারটিতে মূল্যসূচকের ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে। একই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। এর মাধ্যমে টানা দুই কার্যদিবস ঊর্ধ্বমুখী থাকলো শেয়ারবাজার। এদিন শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা মেলে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত সূচকের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকে। ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া 'এ' গ্রুপের ২১৮ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ১১৫টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ৬১টির এবং ৪২টির ২-এর পাতায় দেখুন

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে শর্টকোড চালুর সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পুলিশের হটলাইন সেবার পাশাপাশি শর্টকোড চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুলিশের ডিজিটাইজেশনে সরকারের চার উদ্যোগের মধ্যে এটি অন্যতম। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে এই তথ্য জানানো হয়। প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানান, বাংলাদেশ পুলিশের সব প্রকার পুলিশি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুলিশ কমান্ড অ্যাপ তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে সরকার। অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ইন্সিডেন্টস ট্র্যাকিং সফটওয়্যার, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে শর্টকোড ও অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি (জিডি), অনলাইনে কিংবা ২-এর পাতায় দেখুন

এ বছর সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা সর্বোচ্চ ২ হাজার ৮০৫ টাকা

এ বছর বাংলাদেশে ফিতরার হার নির্ধারণ করা হয়েছে জনপ্রতি সর্বনিম্ন ১১০ টাকা ও সর্বোচ্চ ২ হাজার ৮০৫ টাকা। গত বছর ফিতরা ছিল সর্বনিম্ন ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯৭০ টাকা। মঙ্গলবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ কমিটির সভায় ১৪৪৬ হিজরি সনের ফিতরার হার নির্ধারণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মাওলানা আবদুল মালেক। ফিতরা নির্ধারণ কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট আলেমরা এতে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে কমিটির সভাপতি সাংবাদিকদের ফিতরার হার জানান। সভায় সর্বসম্মত ২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতিকে স্পিকারের শপথ পড়ানো কেন অবৈধ নয়, হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার : স্পিকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে শপথ পাঠ করানো কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক। আইন সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এর আগে গতকাল রাষ্ট্রপতিকে ২-এর পাতায় দেখুন

ব্যক্তি পর্যায়ে চড়া সুদে লেনদেন ও দাদন বন্ধে রুল

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ব্যক্তি পর্যায়ে চড়া সুদে লেনদেন ও দাদন বন্ধে কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আরেক আদেশে আগামী দুই মাসের মধ্যে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির চেয়ারম্যানকে এই রিটে চাওয়া সুদ ও দাদন ব্যবসা বন্ধ সংক্রান্ত আবেদনটি নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। অর্থ মন্ত্রণালয় সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে দায়েরকৃত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে ২-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার সকালে সাভারের আমিনবাজারের পাওয়ার গ্রিডে আগুন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নেভাতে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিটএ

অনেকেই পাচারের টাকা ফেরত দিতে অফার করেছেন: আনিসুজ্জামান

স্টাফ রিপোর্টার : পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা সম্ভব জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, অনেকেই পাচার হওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে অফার করেছেন। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রথম কর্মদিবসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। পাচার হওয়ার টাকা ফেরত আনা সম্ভব কি না- এমন প্রশ্নে আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা সম্ভব। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা। যেসব স্থানে টাকা গেছে এতে সেসব দেশ উপকারভোগী। আন্তর্জাতিক আইন আছে যেহেতু তারা উপকারভোগী তাই সহজে তারা এটা ছাড়বে না। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টাকে তারাই অফার করছেন এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য। ২-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের জন্য ২৩০ কোটি টাকায় কেনা হচ্ছে ৭২৮৯৭ এসপিসি পোল

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা বিভাগের বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্পের আওতায় ৭২ হাজার ৮৯৭টি এসপিসি পোল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ২২৯ কোটি ৯৪ লাখ ৭০ হাজার ১৯২ টাকা। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই পোল কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, 'বাপবিবো'র (বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ)' প্রকল্পের প্যাকেজ নং কেডি-জি-৩২, লটঃ-১: এর আওতায় ২৪ হাজার ৩০০টি এসপিসি পোল ক্রয়ের একটি প্রস্তাবে দেয় বিদ্যুৎ বিভাগ। উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৪ হাজার ৩০০টি এসপিসি পোল ক্রয়ের জন্য এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। সবগুলো প্রস্তাবই কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি'র সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড থেকে এই পোল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ৭৬ কোটি ৬৮ লাখ ১১ হাজার ৮৭৭ টাকা। বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগের আরেক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে 'বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ)' প্রকল্পের একই প্যাকে নং কেডি-জে ২-এর পাতায় দেখুন

রাখাল রাহা ও ৪০০ কোটি টাকার প্রোপাগান্ডা নিয়ে যা বললেন সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম রাখাল রাহা ও সোমবারের (১০ মার্চ) ৪০০ কোটি টাকার প্রোপাগান্ডা প্রসঙ্গে ২-এর পাতায় দেখুন

লবণবাহী ট্রাকে মহাসড়কের সর্বনাশ

স্টাফ রিপোর্টার : এশিয়ান করিডোরে যুক্ত চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাইকার অর্থায়নে এই মহাসড়কের পটিয়ার ইন্দ্রপুল অংশ ছয় লেনে উন্নীত করা হয়। সেতুটিও ছয় লেনের। লবণবাহী ট্রাকের অনিয়ন্ত্রিত চলাচলে সড়কটিতে বাড়ছে দুর্ঘটনাপ্রবণতা। লবণাক্ত পানি পড়ে কমছে সড়কের আয়ুষ্কাল। সড়ক বিভাগ বলছে, শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ করা হয়। শুধু লবণপানির কারণেই বিটুমিন সড়কের স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কাল কমে যায়। সড়ক পিচ্ছিল হয়ে ঘটে দুর্ঘটনা। গণপরিবহন চালক ও যাত্রীদের অভিযোগ, ইন্দ্রপুল লবণ কারখানাগুলোতে আসা ট্রাক থেকে পড়া লবণপানি মহাসড়কে দুর্ঘটনা বাড়াচ্ছে। দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটলেও লবণ কারখানা মালিকদের কোনো কর্ণপাত নেই। তারা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মহাসড়কেই লবণবাহী ট্রাকের স্ট্যান্ডে পরিণত করেছেন। সড়কে লবণপানি পড়া এড়াতে ভেজা লবণ পরিবহনে ট্রাকে সঠিকভাবে পলিথিন ব্যবহারের কথা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। জানা যায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পর দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক 'চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক'। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে বাংলাদেশের প্রধান আন্তর্জাতিক সড়ক নেটওয়ার্কে (এশিয়ান করিডোর) যুক্ত করার মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সহজতর করতে মহাসড়কটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হয়। বিশেষ করে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (জাইকা) অর্থায়নে ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের (সিবিআরএনআইপি) আওতায় মহাসড়কটিতে ইতোমধ্যে ৭৫১ কোটি টাকার চারটি ছয় লেনের সেতু নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম পটিয়ার ইন্দ্রপুল সেতু। গত কয়েক মাস আগে ব্যবহারের জন্য পুরোপুরি খুলে ২-এর পাতায় দেখুন

পল্লবী থানায় ঢুকে হামলা ওসিসহ আহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্লবী থানায় ঢুকে আব্দুর রাজ্জাক ফাহিম নামে এক যুবকের হামলায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলামসহ তিন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় হামলাকারী যুবকসহ চার জনকে আটক করা হয়েছে। গত সোমবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে পল্লবী থানা ডিউটি অফিসারের রুমে এই ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- পল্লবী থানার ওসি নজরুল ইসলাম, সেকেন্ড অফিসার শরিফুল ইসলাম ও এএসআই (সশস্ত্র) মো. নাসির। পল্লবী থানার ওসি নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত ২টার কিছু আগে আব্দুর রাজ্জাক ফাহিম নামে এক যুবক থানায় এসে এই এলাকায় একটি ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা পরিবারের ১২৪ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ভারতে পালিয়ে থাকা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাসহ পরিবারের চার সদস্যের ১২৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দিয়েছেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

বিমা খাতে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না: বিআইএ সভাপতি

বিমা খাতে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। নিজে দুর্নীতি করবো না, অন্যকে দুর্নীতি করতে দেবো না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) সভাপতি সাঈদ আহমদ। তিনি বলেন, বিমা আহরণের ক্ষেত্রে দেশের বিমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটা অসম প্রতিযোগিতা চলছে। এটা বন্ধের জন্য আমরা নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলবো। এ অসম প্রতিযোগিতা দেশের বিমা খাতকে আরও সমস্যায় ফেলবে। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) রাজধানীর পল্টনের ক্যাপিটালে মার্কেট জার্নালিস্টস ফোরাম ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ১২ মার্চ ২০২৫ ॥ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

দেশে কিডনি রোগে আক্রান্ত ৩ কোটি ৮০ লাখ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত। এরমধ্যে প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার কিডনি রোগী ডায়ালাইসিসের ওপর নির্ভরশীল হয়। বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (১১ মার্চ) সকালে রাজধানীতে এক গোলটেবিল বৈঠকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিডনি এওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাইটির (ক্যাম্পস) প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এ সামাদ এ তথ্য জানান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যের বরাতে তিনি বলেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কিডনি রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং স্থূলতার মতো অসংক্রামক রোগের কারণে। ডা. সামাদ বলেন, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮৫ কোটি মানুষ শুধু দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত। এই সংখ্যা ডায়াবেটিস রোগীদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ এবং ক্যানসার রোগীদের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ। তিনি বলেন, কিডনি রোগের সাধারণ কারণগুলো হলো অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, নেফ্রাইটিস, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধূমপান, ব্যথানাশক ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার, জন্মগত ও বংশগত কিডনি রোগ, মূত্রতন্ত্রের প্রদাহ ও পাথুরে রোগী। প্রায় সব কারণই আমাদের অস্বাস্থ্যকর জীবনধারার সাথে জড়িত। একটু সচেতন হলে এটি প্রতিরোধযোগ্য। বিশেষজ্ঞ এই চিকিৎসক বলেন, যারা ঝুঁকিতে আছেন (যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ওজন বেশি, বংশে কিডনি রোগ, ধূমপায়ী, তীব্র মাত্রার ব্যথার ওষুধ) তাদের বছরে অন্তত দুইবার প্রস্রাব ও রক্তের ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। প্রাথমিক অবস্থায় কিডনি রোগ শনাক্ত করতে পারলে চিকিৎসার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বৈঠকে কিডনি ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন-উর-রশিদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব শাহ সানাউল হক, বাংলাদেশ রেনাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলামসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ঝিমিয়ে পড়েছে বিদেশীদের বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুত অর্থছাড় প্রক্রিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিমিয়ে পড়েছে বিদেশীদের বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুত অর্থছাড় প্রক্রিয়া। ফলে বাজেট সহায়তার অর্থ পাচ্ছে না সরকার। যদিও বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও জাপান ব্যাংক ও আর্থিক খাতের সংস্কারের শর্তে বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম হাতেও নিয়েছে। যদিও এখনো সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ ও পরামর্শ বাস্তবায়ন শুরু হয়নি। সেজন্য প্রতিশ্রুতির পর ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও বিদেশী দাতারা বাজেট সহায়তার কোনো অর্থ ছাড় করেনি। অথচ গত ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ১ বিলিয়ন ডলার ছাড় হওয়ার কথা ছিলো এবং আগামী জুনের মধ্যে সরকার ২ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ অর্থ বাজেট সহায়তা হিসেবে পাওয়ার আশা করছে। তবে তা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গত ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পরপরই উন্নয়ন সহযোগীরা একাধিক বৈঠক করে জরুরি বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কিন্তু ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুত ওই অর্থ সরকার জোর তদবির করেও ছাড় করাতে পারেনি। অথচ গত নভেম্বরেই বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশের জন্য ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তার প্রস্তাব বোর্ডে জমা দেয়ার কথা জানিয়েছিল। তারপর চার মাস পেরিয়ে গেলেও সরকারকে ওই

৭-এর পাতায় দেখুন

বিহারিপল্লীতে ঐতিহ্যের জারদৌসি কারচুপি বুননে বর্ণিল ঈদপোশাক

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : আভিজাত্যের পাশাপাশি নিজেকে কিছুটা দৃষ্টিনন্দনভাবে উপস্থাপন করার জন্য অনেকেরই পছন্দের শীর্ষে থাকে জারদৌসি ও কারচুপি নকশার পোশাক। কাপড়ের ওপর কারচুপি ও জারদৌসি দুটো সম্পূর্ণই হাতের কাজ। নগরের ঝাউতলার বিহারিপল্লীর কারিগররা বেশ প্রসিদ্ধ এ কাজের জন্য। তাই ঈদকে ঘিরে তাদের বেড়েছে চিরচেনা ব্যস্ততা। কারিগরদের নজরকাড়া নকশায় তৈরি শাড়ি, লেহেঙ্গা, সেলোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবি, বোরকাসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক। ঝাউতলা বিহারী পল্লী ঘুরে দেখা যায়, চতুর্ভূজ আককৃতির একটি কাঠের ফ্রেম। তাতে টানটান করে আটকানো রয়েছে কাপড়। এ কাপড়ের ওপর সুঁই-সুতা, স্প্রিং, চুমকি, পুঁথি, কুন্দন ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ফুল, পাখি, লতাপাতা সহ বিভিন্ন ধরনের নকশা। তুলে আনছেন ঐতিহ্য। আর কাজে আছে বৈচিত্র্যের ছাপ। এখানকার বাহারি নকশার পোশাক চলে যায় চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শপিংমল ও শোরুমে।জারদৌসি কারচুপির কারিগর ওয়াহিদ জানান, ডিজাইনের ওপর নির্ভর করে মজুরি নেওয়া হয়। কম দামি কাজগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বেশি দামি কাজগুলো জটিল বলে ডেলিভারি দিতে সময় লাগে। প্রতিটি থ্রিপিসের জন্য মজুরি নেন তিন হাজার টাকা করে। এছাড়া শাড়ি ১০ হাজার টাকা, লেহেঙ্গা ২০ হাজার টাকা। সবচেয়ে কম মজুরিতে পাঞ্জাবির কাজ করেন ৫০০ টাকায়। ডিজাইন ভেদে এসব কাজ করতে ১-৭ দিন সময় লাগে। তিনি আরও জানান, ঈদের আগেই এ পল্লীতে বেড়ে যায় ব্যস্ততা। অর্ডার এসব কাজ গ্রাহকদের বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ভোর পর্যন্ত কাজ করেন কারিগররা। ঈদে মেয়েদের সেলোয়ার কামিজ আর লেহেঙ্গার অর্ডারই বেশি।তবে কারিগর জানান, বিহারিপল্লীতে হাতের কাজের মান ভালো হলেও এখন বিদেশি মেশিনে তৈরি পোশাকেই দিকে ঝুঁকছেন। তাই দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে এখানকার বাজার। ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন আরব দেশগুলোতে এ কাজের প্রচুর চাহিদা। বিশেষ করে বোরকা ও আবায়ার চাহিদা ব্যাপক। কিন্তু সবকিছুর দাম বাড়ছে, যার কারণে লাভের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তাই অনেকে আগ্রহ হারাচ্ছেন

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ বিষয়ে চীনের নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না : ইয়াও ওয়েন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ যত পরিবর্তনই হোক না কেন, বাংলাদেশ বিষয়ে চীনের নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় সব দলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার কথাও জানান তিনি। রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, যারাই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেবে চীন। প্রধান উপদেষ্টার আসন্ন চীন সফর পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার করবে। তিনি

৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদের পরেই আসছে এনসিপির ‘রাজনৈতিক এজেন্ডা’

- আওয়ামী লীগের বিচার ও জুলাই সনদ প্রকাশের দাবিতে অগ্রাধিকার
- গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিতে জনমত দেখানোর চেষ্টা, আন্দোলনে নামা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা
- প্রয়োজনে রাজনৈতিক এজেন্ডায় থাকবে সংবিধান সংস্কারের বিষয়
- ৩০০ আসনেই এমপি প্রার্থী, জেলা-উপজেলা কমিটি শিগগির

স্টাফ রিপোর্টার : কোটা আন্দোলন দিয়ে শুরু। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত। বড় সাফল্যের পর রাজপথই বেছে নিয়েছে তরুণ ছাত্ররা। সম্প্রতি তারা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। এবার শোনা যাচ্ছে ঈদের পরই আসছে তাদের ‘রাজনৈতিক এজেন্ডা’। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ ঘটে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির। দলটির হাল ধরেছেন জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম সংগঠক মো. নাহিদ ইসলাম। ঐদিন ১৭১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। দলটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে সংবিধান সংস্কার করে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিতে জোরালো বক্তব্য দেন দলের শীর্ষ দুই নেতা। দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা মনে করি জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থান আমাদের সেকেন্ড রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার লড়াই সূচনা করেছে। একটি গণতান্ত্রিক নতুন সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদের সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সব সম্ভাবনার অবসান ঘটাতে হবে। সেকেন্ড রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার জন্য গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন আমাদের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য। নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, আমাদের সেকেন্ড রিপাবলিকে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ভেঙে পড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় গড়ে তোলা ও তাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষা করা হবে আমাদের রাজনীতির অগ্রাধিকার। এর মধ্য দিয়েই কেবল আমরা একটি পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবো। আমরা এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ চাই যেখানে সমাজে ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বিভেদের বদলে ঐক্য, প্রতিশোধের বদলে ন্যায়বিচার এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

আমিনবাজারের পাওয়ার গ্রিডে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারের আমিনবাজার পাওয়ার গ্রিডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার পর প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে সকাল ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে সাভার ফায়ার সার্ভিসের কমান্ডার মো. আলাউদ্দিন বলেন, সকাল ৭ টার দিকে হঠাৎ পাওয়ার গ্রিডে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে সাভার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তবে আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় মির-পুর, মোহাম্মদপুরসহ আশপাশের আরও ৯টি ইউনিট তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানাতে পারেননি তিনি। এদিকে পাওয়ার গ্রিডে আগুন লাগার কারণে

৭-এর পাতায় দেখুন

চুক্তির ফাঁকফোকরে অধরা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের আয়কর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে ব্রাঞ্চ কিংবা লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করলেও আয়ের উপর কর দিচ্ছে না বিদেশি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেবল উৎসে কর নিয়ে খুশি থাকতে হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর)। চুক্তির ফাঁকফোকরে আয়কর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আয়কর আদায়ে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) এনবিআরের প্রধান কার্যালয়ে প্রাক-বাজেট আলোচনায় এ দাবি জানায় প্রতিষ্ঠানটি। এদিন বাজেট প্রস্তাবনা তুলে ধরে আইসিএসবি, আইসিএমএ, বাংলাদেশ ট্যাক্স ল’ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরাম।

আইসিএবির পক্ষ থেকে বাজেট প্রস্তাব তুলে ধরেন এসএমএসি অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের পরিচালক স্নেহাশীষ বড়ুয়া।

তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি বাংলাদেশে আয় করে তাহলে তাকে কর দিতে হয়। আমরা গুগল, আমাজনকে এখন ডিজিটাল সার্ভিসে আনতে পারবো না। তারা

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রদল কর্মী খুন: মা-বাবাকে তারেক রহমানের ফোন

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জে ছুরিকাঘাতে নিহত ছাত্রদল কর্মী অপূর্বর (২৫) পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় তিনি অপূর্বর পরিবারের সদস্যদের নানা বিষয়ে খোঁজখবর নেন ও সাধ্যমতো সহযোগিতার আশ্বাস দেন। গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের মাসদাইর এলাকায় নিহত অপূর্বর বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুম। এই ছাত্রদল নেতার মাধ্যমে ফোনে অপূর্বর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। সেই কথপোকথনের একটি ভিডিও প্রতিবেদকের কাছে এসেছে। ওই ভিডিও তে দেখা যায়, ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুমের মাধ্যমে ফোন করে তারেক রহমান নিহত অপূর্বর মা-বাবাকে বলেন, আপনাদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। আমিও

৭-এর পাতায় দেখুন

ধর্ষকের বিচার দাবিতে ঢাবির সাদা দলের শিক্ষকদের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ, নারীর প্রতি অবমাননা বন্ধ ও ধর্ষকদের বিচারের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন করেছেন বিএনপিপন্থি সাদা দলের শিক্ষকরা। আইইবি’র প্রফেসর মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান। এতে শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। আরও বক্তব্য রাখেন ঢাবির সাদা দলের সাবেক আহ্বায়ক ও পরিসংখ্যান বিভাগের ডিন অধ্যাপক লুৎফুর রহমান, সাদা দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুস সালাম, শামসুর রহমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. নাসরীন সুলতানা, সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাহবুবা নাসরিন, অধ্যাপক তাহমিনা খানম, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.

৭-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে দেশজুড়ে আশঙ্কাজনক হারে ধর্ষণ বেড়ে যাওয়া ও দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন রাজধানীর প্রায় ৩০ কলেজের শিক্ষার্থীরা।

বিজিবি সদর দফতরের আবাসিক কোয়ার্টারে আগুন শিশু-নারীসহ আহত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিজিবি সদর দফতরের একটি আবাসিক কোয়ার্টারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুনের ধোঁয়ায় নারী ও শিশুসহ চারজন আহত হয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে ১০ তলা ভবনের ৮ম তলায় আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে রাত ৭টা ৫৮ মিনিটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা জোন ১-এর উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ এনামুল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খবর পেয়ে প্রথমে পলাশী ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। পরে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের আরও তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের সদর দফতর

৭-এর পাতায় দেখুন

এনসিটিবি চেয়ারম্যান

রাখাল রাহার বিরুদ্ধে কাগজ কেনায় ৪০০ কোটি টাকা বাণিজ্যের তথ্য ভুয়া

স্টাফ রিপোর্টার : পাঠ্যবই ছাপার কাগজ কেনার সঙ্গে রাখাল রাহার কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান। একই সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতা গাজি সালাউদ্দিন আহমেদ তানভীর এখানকার কোনো কাজে জড়িত নন বলেও জানান তিনি। এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, রাখাল রাহার বিরুদ্ধে এনসিটিবির পাঠ্যবই ছাপার কাগজ ব্যবসায়ে ৪০০ কোটি টাকা কমিশন বাণিজ্য করার যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, তা নিছক অপপ্রচার। পাঠ্যবইয়ের কাগজই কেনা হয়েছে ১০২ কোটি টাকার মতো। সেখানে ৪০০ কোটি টাকার বাণিজ্য কীভাবে হবে, সেটা একেবারেই বোধগম্য নয়। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর মতিঝিলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। কাগজ কেনায় কমিশন বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে একটি গণমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা ভুয়া এবং প্রোপাগান্ডা বলেও দাবি করেন এনসিটিবি চেয়ারম্যান। তার ভাষ্যমতে, এ বছরের পাঠ্যবই পরিমার্জন কমিটিতে রাখাল রাহা দায়িত্ব পালন করেছেন। টেন্ডার, পাঠ্যবই ছাপা, কাগজ কেনার কাজগুলোতে

৭-এর পাতায় দেখুন

বগুড়ায় গ্রেপ্তারের ১৩ দিন পর আ. লীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়া জেলা কারাগারে এমদাদুল হক ভুট্টু (৫১) নামে আরও এক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ফজরের নামাজের পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি একটি মামলায় তদন্তে পাওয়া আসামি। এ নিয়ে গত ৫ আগস্টের পর বগুড়া কারাগারে গ্রেপ্তার পাঁচ আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হলো। জেলার সৈয়দ শাহ শরীফ এ তথ্য দিয়েছেন। বগুড়ার গাবতলী থানার ওসি আশিক ইকবাল জানান, এমদাদুল হক ভুট্টু গাবতলী উপজেলার দক্ষিণপাড়া ইউনিয়নের লাংলু গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে। তিনি গাবতলী উপজেলার দক্ষিণপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। বগুড়া জেলা মহিলা দলের

৭-এর পাতায় দেখুন

গোপালগঞ্জে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লিংকন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছাত্রলীগের এই নেতা গ্রেপ্তার হন। গত সোমবার রাতে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিমাডাঙ্গা পূর্বপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। টুঙ্গিপাড়া থানার এসআই মনির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন লিংকন মোল্লা। গত সোমবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গোপনে বাড়িতে যান তিনি। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তার

৭-এর পাতায় দেখুন

পেশা বদলেছেন হাতে ভাজা মুড়ির কারিগররা

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রাম কিংবা শহরে ঘরে ঘরে সারাবছরই মুড়ির কদর থাকে। আর রমজান মাস এলে মুড়ির চাহিদা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। ইফতারে ছোলা, মুড়ি বা পেঁয়াজু না হলে জমেই না। তাছাড়া লবণ-পানি আর রসুন দিয়ে হাতে ভাজা মুড়ির স্বাদই অন্যরকম। কিন্তু মেশিনে তৈরি মুড়ির দাপটে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে হাতে ভাজা মুড়ি। আধুনিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের ছোঁয়ায় বিলুপ্তির পথে ঐতিহ্যবাহী হাতে ভাজা মুড়ি। জানা যায়, ১৫০ থেকে ২০০ বছর ধরে পটুয়াখালীর গলাচিপা পৌরসভার শাহা বাড়ির প্রায় সবাই মুড়ি হাতে ভাজার কাজ করতেন। কিন্তু এখন মাত্র ২-৪টি পরিবার মুড়ি ভাজার কাজ করে। বাকি পরিবারগুলো মেশিনের মুড়ির দাপটে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে না পেরে পেশা বদলে নিয়েছেন। জীবিকার তাগিদে কেউ দিনমজুর, চটপটি, কেউ কৃষিকাজসহ বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়েছেন। ওই এলাকার একাধিক বাসিন্দা জানান, ছোটবেলা থেকেই তারা বাপ-দাদার সঙ্গে হাতে ভাজা মুড়ি তৈরি করে পাইকারদের কাছে বিক্রি করতেন। সে সময় এ মুড়ির চাহিদা ছিল অনেক। রাত-দিন ভেজেও চাহিদা শেষ করতে পারতেন না। কিন্তু বাজারে মেশিনে মুড়ি আসার পর থেকে আস্তে আস্তে হাতে ভাজা মুড়ির চাহিদা কমতে শুরু করেছে। আর এখন নেই বললেই চলে। বাধ্য হয়ে তাদের গ্রামের প্রায় সবাই মুড়ি ভাজা বাদ দিয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের ওপর হামলার বিচার ও বেতনের দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন ও শ্রমিকদের ওপর হামলা, নারী শ্রমিকদেরকে নির্যাতন এবং কারখানার মালিকসহ তার ক্যাডার বাহিনীর সদস্যদের গ্রেপ্তার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে লাকড়ি ও আবর্জনায় আগুন দিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। অবরোধে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে সড়কের উভয়পাশে দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে মহানগরীর বাসন থানার কড্ডা নান্দুন (কড্ডা বাজার) এলাকার কেমিও ইউএসএ নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এসব দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে তাদেরকে পূর্ববর্তী মাসের বেতনসহ অন্যান্য পাওনা

৭-এর পাতায় দেখুন

মানবপাচারে ১১২৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ

সাবেক অর্থমন্ত্রী কামালসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানিতে সরকার নির্ধারিত অর্থের চেয়ে ৫ গুণ বেশি অর্থ আদায় করে ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে ১২টি রিক্রুটিং এজেন্সির ৩২ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় আসামি হয়েছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ও সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম হাজারী। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মামলায় ১২ এজেন্সির ৩২ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৬৭ হাজার ৩৮০ জন শ্রমিকের ১ হাজার ১২৮ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে এজাহারে বলা হয়েছে। শ্রমিকপ্রতি এসব প্রতিষ্ঠান ১ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা বেশি নিয়েছে বলে অভিযোগে বলা হয়। আসামিরা হলেন-মেসার্স ওরবিটাল এন্টার প্রাইজের মালিক আ হ ম মোস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামাল ও তার স্ত্রী কাশমিরি কামাল। প্রতিষ্ঠানটি ৬ হাজার ২৯ কর্মীর কাছ থেকে অতিরিক্ত ১০০ কোটি ৯৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ টাকা নিয়েছে। আর আ হ ম মোস্তফা কামাল ও তার মেয়ে নাফিসা কামালের আরেক প্রতিষ্ঠান ওরবিটাল ইন্টারন্যাশনাল অর্থ আত্মসাৎ করেছে। তারাও পৃথক আসামি হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ২৯৯৫ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৫০ কোটি ১৬ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে। স্নিগ্ধা ওভারিসিজের মালিক ফেনী-২ আসনের সাবেক এমপি নিজাম উদ্দিন হাজারী, তার স্ত্রী নুরজাহান বেগমকেও আসামি করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ, জাহাঙ্গীর আলম, এম. আমিরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন ও

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ড: মৃত্যু বেড়ে ৪

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাস লাইন লিকেজ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত সোমবার দিবাগত রাত ১টা ৫ মিনিটে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা যান মো. সোহাগ (২৩)। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চার-এ দাঁড়িয়েছে। এর আগে তার স্ত্রী রূপালী (২০) ও ১৮ মাস বয়সী মেয়ে সুমাইয়া আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান। নিহত মো. সোহাগ নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার পানিয়ালপুকুর গ্রামের মাজেদুল ইসলামের ছেলে। আগুনে তার শরীরের ৪০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল বলে নিশ্চিত করেছেন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান। গত ৩ মার্চ গভীর রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

শিবগঞ্জে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে টাকার চেক বিতরণ

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি, স্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ছয়টি পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ করা হয়েছে। ১১ মার্চ (মঙ্গলবার) সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এই চেক বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে চেক বিতরণ করেন, শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আজাহার আলী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মো: মিজানুর রহমান, দুর্লভপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম আজমসহ অন্যান্যরা। আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর প্রত্যেককে পনেরো হাজার টাকা করে এবং পানিতে ডুবে অথবা সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির পরিবারগুলোর প্রতিটি পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

অবস্থায় আমাদের সিয়ামের কাজা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সালাতের নয়।" বুখারী ও মুসলিম সিয়াম কাজা করা আর সালাত কাজা না করা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) যা বলেছেন সমস্ত উলামায়ে কেরাম তার সাথে একমত পোষণ করেছেন অর্থাৎ ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিধানে আল্লাহর এক অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে। সিয়াম বছরের একবার আসে বলে তা কাজা করা কষ্টকর হয় না। কিন্তু সালাত কাজা করার হুকুম হলে তা কষ্টকর হয়ে যেত। যদি শরয়ী ওজর (সংগত কারণ) ব্যতীত কেহ এক রমজানের সিয়ামের কাজা অন্য আরেক রমজানের পর পর্যন্ত বিলম্বিত করে তাহলে সে এ কাজের জন্য তাওবা করবে। কাজা আদায় করবে এবং প্রত্যেকটি সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। এমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির যার উপর সিয়ামের কাজা আদায় করা সহ কাফ্ফারা দিতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে এবং তওবা করবে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এ বছর সর্বনিম্ন ফিতরা ১১০ টাকা

সিদ্ধান্ত হয়, ইসলামি শরিয়াহ মতে মুসলমানরা সামর্থ্য অনুযায়ী গম, আটা, যব, খেজুর, কিশমিশ ও পনিরড় যেকোনো একটি পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বা এর বাজারমূল্য ফিতরা হিসেবে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে পারবেন। সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইসলামী শরীয়াহ মতে, আটা, যব, কিশমিশ, খেজুর ও পনির ইত্যাদি পণ্যগুলোর যেকোনো একটি দ্বারা ফিতরা দেওয়া যায়। গম বা আটা দ্বারা ফিতরা আদায় করলে অর্ধ সা' বা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১১০ টাকা প্রদান করতে হবে। যব দ্বারা আদায় করলে এক সা' বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ৫৩০ টাকা, খেজুর দ্বারা আদায় করলে এক সা' বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার ৩১০ টাকা, কিশমিশ দ্বারা আদায় করলে এক সা' বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১,৯৮০ টাকা ও পনির দ্বারা আদায় করলে এক সা' বা ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার ৮০৫ টাকা ফিতরা দিতে হবে। উল্লেখ্য, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩১ মার্চ বা ১ এপ্রিল ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।

রাষ্ট্রপতিকে স্পিকারের শপথ পড়ানো

জাতীয় সংসদের স্পিকারের শপথ পাঠ করানোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের করা হয়। রিটে রাষ্ট্রপতিকে দেশের প্রধান বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করাবেন মর্মে নির্দেশনা চাওয়া হয়। গীতিকবি ও সংবিধান বিশ্লেষক শহীদুল্লাহ ফরায়েজী এ রিট দায়ের করেন। রিটের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক বলেন, বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতির শপথ পড়ানোর বিধান ছিল। পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিকে স্পিকারের শপথ পড়ানোর বিধান সংযুক্ত করা হয়। আমরা রিটে চেয়েছি রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতিকে যেমন শপথ পড়াবেন। তেমনি রাষ্ট্রপতিকে প্রধান বিচারপতিকে শপথ পড়াবেন।

অনেকেই পাচারের টাকা ফেরত দিতে

আমরা দ্রুত কাজ করছি। আশা করছি সফল হবো। কারা অফার করেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা বলা সম্ভব নয়। এগুলো বললে কাজে সমস্যা হবে। কিছু তো গোপনীয়তা মানতে হবে। যারা টাকা নিয়ে গেছেন তারা তো বসে নেই। এজন্যই একটা গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এরমধ্যে যতটুকু বলা সম্ভব সেটুকুই বলছি। এর বেশি বললে আমাদের কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে আইনের ইস্যু আছে, প্রপার আইন করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে মিল রেখে। আপনি ধরলেই তো টাকা ফেরত আনতে পারবেন না। এখানে কতগুলো মাধ্যম আছে। এসব বিষয়ে আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাচ্ছি বিশ্বব্যাংকসহ অনেকেই কাজ করছে।

রাখাল রাহা ও ৪০০ কোটি টাকার

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সোমবার (১০ মার্চ) দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে তিনি এই স্ট্যাটাস দেন। স্ট্যাটাসে সারজিস আলম লিখেছেন, হাসিনার ফ্যাসিবাদী আমলে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে নিঃসন্দেহে রাখাল রাহার ভূমিকা ছিল। এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। একইসঙ্গে তিনি লিখেছেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি আল্লাহ এবং নবী (সা.) প্রসঙ্গে যে লাইনগুলো লিখেছেন সেজন্য তার প্রতি তীব্র ঘৃণা। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের এই মুখ্য সংগঠক আরও লিখেছেন, আজকে ঢাকা পোস্ট এবং দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস তথ্য প্রমাণ ছাড়া মনগড়া তথ্য দিয়ে ৪০০ কোটি টাকা বাণিজ্যের যে অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে তা সংশ্লিষ্ট সব সোর্স থেকে যাচাইপূর্বক এখন পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই এ বিষয়কে কেন্দ্র করে রাখাল রাহাকে নিয়ে বলা কথাগুলো আমি এক্সপাঞ্জ করছি এবং দুঃখ প্রকাশ করছি।

তিনি লিখেছেন, তবে ঢাকা পোস্ট এবং দ্য ডেইলি ক্যাম্পাস নিউজ হাউজ হিসেবে রাখাল রাহা এবং গাজী সালাউদ্দিন তানভীরের নামে তথ্য প্রমাণ ছাড়া প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যে মানহানির ঘটনা ঘটিয়েছে, আমি উনাদের দুজনের জায়গায় হলে এই দুই নিউজ হাউজের শেষ দেখে ছাড়তাম। এদের মতো কিছু অপেশাদার নিউজ হাউজ মানুষের আত্মসম্মানের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক স্বার্থ সার্ভ করে। এদের উপযুক্ত শিক্ষা হওয়া সময়ের দাবি। না হয় একসময় ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধীরে ধীরে আত্মসম্মানের ভয়ে এদের কাছে জিম্মি হয়ে যেতে হবে। আর এরাও লাই পেয়ে মাথায় উঠে বসবে। এনসিপির এই নেতা আরও লিখেছেন, শুনতে তিতা হলেও একটা কথা বলি। টাকা দিয়েও এমন অনেক নিউজ করানো যায়। শব্দ আর বাক্যের খেলা, খেলানো যায়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সার্ভ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেও এমন অনেক প্রোপাগান্ডা ছড়ানো যায়। একটা নিউজ দিয়েই যদি আমাদের মধ্যে এতোটা হুজুগে পরিবেশ তৈরি করা যায়, তবে সাবধান! সবশেষে তিনি লিখেছেন, আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসরদের হাতে এখনও অধিকাংশ নিউজ ও মিডিয়ার পরোক্ষ কন্ট্রোল আছে।

বিমা খাতে কোনো ধরনের দুর্নীতি

(সিএমজেএফ) আয়োজিত সিএমজেএফ টক-এ তিনি এ কথা বলেন। সাঈদ আহমদ বলেন, দেশের অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিমা খাত বাড়ছে না। দেশের অর্থনীতির আকারের তুলনায় ৮০টি বিমা কোম্পানির সংখ্যা আমার মতে কম। তিনি বলেন, দেশে বিমা খাতের এক অসাধারণ পরিবর্তনের সাক্ষী আমরা। ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ, ১৯৭৩ সালে বিমা করপোরেশন আইন অনুযায়ী পুনর্গঠন, ১৯৮৪ সালে বেসরকারি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে অন্তর্ভুক্তকরণ। প্রতিটি ধাপ এই খাতকে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের দেশে ৮০টি বিমা কোম্পানি রয়েছে। ৩৫টি জীবন বিমা এবং ৪৫টি সাধারণ বিমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যারা সম্মিলিতভাবে প্রায় ১.৮৯ কোটি ব্যক্তিকে বিমার আওতায় এনেছে। কিন্তু এতো অগ্রগতির পরেও দেশে ইন্সুরেন্স'র অবদান জিডিপির ০.৫ শতাংশ। যা আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় অনেক কম। যেখানে প্রতিবেশী দেশ ভারতে ৪ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ১.২ শতাংশ, পাকিস্তানে ০.৮ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, আমাদের বিমা খাত বর্তমানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখে। যেমন কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা-ইসরাইল যুদ্ধ, ডলারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি বিশ্বব্যাপী, দেশের অর্থনীতির অস্থিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার নেতিবাচক রিজার্ভ ইত্যাদির কারণে বিমা খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। এ খাতের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা তুলে ধরে সাঈদ আহমদ বলেন, দেশের অর্থনীতি দ্রুত বাড়ছে। শিল্পায়ন, মাথাপিছু আয় বাড়া এবং গড় আয়ু বাড়ার পরেও আমাদের ইন্স্যুরেন্স শিল্প এখনো তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারেনি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে। এর মধ্যে বিমা সচেতনতা ও সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা এখনো বিমার গুরুত্ব ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এর ভূমিকা পুরোপুরি বোঝে না। নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক নীতিমালার সংস্কার চলমান থাকলেও, কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে আরও সমন্বয় প্রয়োজন। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে, গ্রাহকদের আরও সহজে বিমার আওতায় আনা প্রয়োজন। বিশ্বাসের অভাব ও দ্রুততম সময়ে দাবি নিষ্পত্তি, স্বচ্ছতা এবং উন্নত সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করতে হবে। বর্তমানে বিমা খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় তুলে ধরে তিনি বলেন, বিমার প্রতি জনগণের আস্থা বাড়া, সব প্রকার দাবি পরিশোধ, এনজিও কর্তৃক বিমা করার অধিকার রহিত করণ, ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের জীবনবিমা পলিসি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন। বিমা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন, ভ্যাট/ট্যাক্স সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান, মটর ইন্স্যুরেন্স বাধ্যতামূলককরণ, বেসরকারি খাতে পুনর্বিমা কোম্পানি গঠন, বিমা প্রতিষ্ঠানের সুশাসন নিশ্চিত করা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে ভ্যাট, ট্যাক্স ও করহার কমানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিমা করা বাধ্যতামূলক করা। তবে, প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মধ্যেই সম্ভাবনা থাকে। নতুন উদ্ভাবন, নীতিমালা সংস্কার এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের ইন্স্যুরেন্স শিল্পের প্রকৃত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে পারবো। সিএমজেএফ সভাপতি গোলাম সামদানি ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু আলী।

শেখ হাসিনা পরিবারের ১২৪ ব্যাংক

শেখ হাসিনা ও তার বোন ছাড়াও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদেরও ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্টরা তাদের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বা স্থানান্তর করার চেষ্টা করছেন বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে, অ্যাকাউন্টগুলো অবরুদ্ধ করা জরুরি বলে মনে করছে দুদক। এর আগে, শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের এই ১২৪টি অ্যাকাউন্টে থাকা ৬৩৫ কোটি ১৪ লাখ টাকা অবরুদ্ধ করেছিল বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক এ তথ্য দিয়েছে। এদিকে, শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বাসভবন সুধা সদনসহ তার পরিবারের সদস্যদের জমি ও ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত এসব সম্পদ ক্রোকের আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম এসব সম্পত্তি ক্রোক চেয়ে আবেদন করেন। ক্রোক আদেশ হওয়া এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে-ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ১৬ কাঠা জমির সুধা সদন, যা শেখ হাসিনার ছেলে জয় ও মেয়ে পুতুলের নামে। গুলশান আবাসিক এলাকায় টিউলিপ সিদ্দিকের নামে ২৪৩৬ স্কয়ার ফিটের একটি ফ্ল্যাট, শেখ রেহানার নামে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ১০ শতাংশ জমি, সেগুনবাগিচায় একটি ফ্ল্যাট। এ ছাড়া রাদওয়ান মুজিবের নামে গুলশানের ছয়টি ফ্ল্যাট ক্রোক করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয়, তার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, তার ছোট বোন রেহানা সিদ্দিক, রেহেনার সন্তান রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিকের স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগটির সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে অনুসন্ধান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন স্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন বা স্থানান্তর বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর করতে না পারেন এ মর্মে ক্রোক আদেশ হওয়া আবশ্যক।

পল্লবী থানায় ঢুকে হামলা ওসিসহ

মার্ডার হয়েছে বলে জানায়। এরকম ঘটনা আমার জানা নেই বললে ওই যুবক বলেন- আপনারা এটা নিয়ে লুকোচুরি করছেন কেন? আপনার ডিউটি অফিসার জানে। তখন ওই যুবককে নিয়ে ডিউটি অফিসারের রুমে যাই। সেখানে অন্য সেবা প্রত্যাশীরাও জানিয়েছেন একরকম ঘটনা তাদের জানা নেই। ওসি বলেন, তখন ওই যুবকের পরিচয় জানতে চাইলে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি অতর্কিতভাবে আমাকে কিল ঘুসি মারতে থাকেন। তখন এএসআই নাসির তা ঠেকাতে এগিয়ে এলে ওই যুবক তার একটি আঙুল ভেঙে দেন। এছাড়া সেকেন্ড অফিসারের কপালে ঘুসি মারেন। পরে আমরা তাকে আটক করি। তিনি বলেন, আটকের পর ওই যুবক জানায় বাইরে একটি গাড়িতে আরও তিন জন রয়েছেন। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা গাজীপুর থেকে এসেছেন বলে জানান। রাতে তারা ঘুরতে বেরিয়েছেন বলেও জানান। পরে আমরা ওই তিন জনকেও থানায় নিয়ে আসি। হামলাকারী আব্দুর রাজ্জাক ফাহিমের বাড়ি গাজীপুরে। এ ঘটনার পর আমরা তিন জন কুর্মিটোলা হাসপাতালে যাই। সেখানে এএসআই মো. নাসিরের হাত এক্সরে করে দেখা যায় তার আঙুলটি ভেঙে গেছে। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে, জানান ওসি।

লবণবাহী ট্রাকে মহাসড়কের সর্বনাশ

দেওয়া হয় ছয় লেনের সেতুটি। সরেজমিনে দেখা যায়, ইন্দ্রপুল অংশে বেশ কয়েকটি লবণবোঝাই ট্রাক মহাসড়কটির উভয়পাশে দাঁড় করানো। ট্রাকগুলো থেকে লবণপানি পড়ছে সড়কে সরাসরি। চলাচলকারী যানবাহনের চাকায় সেই পানি ছড়িয়ে পড়ছে পুরো সড়কে। স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। শুক্রবার (৭ মার্চ) ইন্দ্রপুলে সেই লবণপানি পড়া স্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখা যায়, রাস্তায় পড়া লবণপানি একসময় রোদে শুকিয়ে গেলে লবণের মতোই সাদা বর্ণ ধারণ করছে। দ্রুতগতির কোনো যানবাহন হঠাৎ ব্রেক কষলেই হারাতে পারে নিয়ন্ত্রণ। ইন্দ্রপুলে দাঁড়িয়ে কথা হয় বাইকচালক জিতু কান্তি দাসের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'এখানে সব সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। প্রতিদিন রাতে লবণভর্তি ট্রাক এসে রাস্তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। লবণপানিতে পুরো সড়ক সয়লাব হয়ে যায়। সকালে দেখা যায় পুরো সড়ক কর্দমাক্ত।' তিনি বলেন, 'এখানে বাইকারার দুর্ঘটনার শিকার হন। লবণপানির পিচ্ছিলতার কারণে এ জায়গায় ব্রেক কাজ করে না। লবণমিলে আসা ট্রাকগুলো যদি মহাসড়কের বাইরে অবস্থান করে তাহলে অন্তত অবর্ণনাকালীন যে লবণপানি সড়কে পড়ে, সেগুলো আর পড়বে না।' স্থানীয় বাসিন্দা মো. বেলাল বলেন, 'এখানে লবণের পানির কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। লবণবাহী ট্রাকগুলো সড়কের ওপর যত্রতত্র রাখছে। ট্রাক থেকে লবণপানি গলে পুরো সড়ক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর লবণপানিতে পুরো সড়ক পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে।' চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের নিয়মিত বাস চালক কামাল হোসেন। তিনি বলেন, 'কক্সবাজার থেকে বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায় ট্রাকগুলো আসার পথে সড়কে পানি পড়ে। ট্রাক থেকে সড়কে পানি পড়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় ট্রাক ছোট নদও সেট করা হয়েছে। কিন্তু মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশ থাকলেও লবণপানি পড়া রোধে তারা কোনো ব্যবস্থা নেয় না।' তিনি বলেন, 'সকাল ও সন্ধ্যায় পুরো সড়ক লবণপানিতে ভিজে থাকে। অনেক সময় চালক গাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। তখন দুর্ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে যেসব বাস দুর্ঘটনায় পড়ে তার বেশিরভাগই হচ্ছে লবণপানির কারণে।' ইন্দ্রপুলে স্থানীয় লবণ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন লবণের ভরা মৌসুম। কক্সবাজার জেলার বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় চকরিয়া, মগনামা, পেকুয়া এলাকায় উৎপাদিত লবণ ট্রাকে করে ইন্দ্রপুলের লবণ কারখানাগুলোতে আসে। প্রতিদিন গড়ে আসে ২০-৪০ টি ট্রাক লবণ। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ইন্দ্রপুল লবণশিল্প অনেক পুরোনো। আগে চাঁনখালী খাল দিয়ে নৌকাযোগে লবণ আসতো। তখন ইন্দ্রপুলে কোনো ট্রাকস্ট্যান্ড ছিল না। চাঁনখালী খাল দীর্ঘসময় ধরে ভরাট হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরে ট্রাকে করে কাঁচা লবণ পরিবহন করা হয়। ট্রাকে লবণ পরিবহন শুরু হলে ইন্দ্রপুলে ট্রাক টার্মিনাল করার পদক্ষেপ নেয় পটিয়া পৌর কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে ইন্দ্রপুল লবণ মিল মালিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ পটিয়া পৌরসভার মেয়র হওয়ার পর তিনি ইন্দ্রপুলে মহাসড়কের পাশে একটি ট্রাকস্ট্যান্ড তৈরির উদ্যোগ নেন। পরবর্তীসময়ে দুই লেনের পুরোনো সেতু ভেঙে ছয় লেনের সেতু ও সড়ক করার উদ্যোগ নেওয়া হলে ট্রাক টার্মিনালের জায়গাটি মহাসড়কের মধ্যে নিয়ে নেয় সড়ক ও জনপথ বিভাগ। এই সুযোগে গত বছর থেকে মহাসড়কের ওপরই লবণবাহী ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাখছেন এখানকার মিল মালিকরা। ইন্দ্রপুল লবণ মিল মালিক সমিতির সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ গত ৫ আগস্ট থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন। ফলে তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে কথা হলে ইন্দ্রপুল লবণ মিল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফজলুল কাদের বলেন, 'ইন্দ্রপুলে একটি ট্রাক টার্মিনাল ছিল, কিন্তু সেতু ও সড়ক সম্প্রসারণের সময় সেই ট্রাক টার্মিনালের জায়গা নিয়ে নেয় রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে। তারা ইন্দ্রপুলের সড়কটি করতে আমাদের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনাই করেনি।' সঠিকভাবে সড়কটি করা হয়নি জানিয়ে তিনি বলেন, 'এখন লবণের ভরা মৌসুম। বর্ষা আসার আগেই মাঠ থেকে লবণ সংগ্রহ করতে হয়। না হলে লবণ উৎপাদনকারী কৃষকরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা কাঁচা লবণ এখন গোডাউনে মজুত করি।' তিনি বলেন, 'আমাদের ট্রাক রাখার টার্মিনাল না থাকায় বিপত্তি তৈরি হয়েছে। রাতে কক্সবাজারের পেকুয়া, মগনামা, মহেশখালী থেকে লবণ নিয়ে ৩০-৪০টি ট্রাক আসে। ট্রাকগুলো আনলোড করা পর্যন্ত অবস্থানের জন্য জায়গা থাকে না। এ কারণে বিপত্তি তৈরি হয়েছে।' এদিকে ট্রাকে কাঁচা ও ভেজা লবণ পরিবহনের সময় সড়ক থেকেই লবণপানি ঝরে পড়ার বিষয়ে বলেন, 'কিছু ট্রাকে পর্যাপ্ত পলিথিন ব্যবহার না করার কারণে পানি পড়ছে। দুর্ঘটনা বাড়ছে।' এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। চট্টগ্রাম দক্ষিণ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা বলেন, 'মানুষ নিজে সচেতন না হলে তো আইন প্রয়োগ করে মানুষকে সচেতন করা যায় না। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মহাসড়কগুলো তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে জাইকার অর্থায়নে ছয় লেনের সেতু হয়েছে। ইন্দ্রপুলে সেতুটি এর মধ্যে অন্যতম।' তিনি বলেন, 'লবণপানি বিটুমিন সড়কের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে সড়কের যে বাইন্ডিং, সেটি নষ্ট হয়ে যায়। আয়ুষ্কাল কমে যায়। দ্রুত সড়কে গর্ত তৈরি করে। আবার লবণপানির কারণে সড়কটি খুবই পিচ্ছিল হয়। এতে দুর্ঘটনাপ্রবণতা বাড়ে। শুধু লবণপানির কারণে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে, প্রাণহানিও হয়।' সড়ক বিভাগের এ প্রকৌশলী বলেন, 'আগেও লবণের পানি যাতে সড়কে না পড়ে সে ধরনের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণ পরিবহন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু মিল মালিক কিংবা লবণ বিক্রেতারা বিষয়টিতে কর্ণপাত করেননি। আমরা এখন হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেবো।' পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম বলেন, 'লবণপানির কারণে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কটি ক্রমেই দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। লবণপানির পিচ্ছিলতার কারণে বেশিরভাগ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সম্প্রতি ইন্দ্রপুল অংশ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।' তিনি বলেন, 'আমরা যানবাহনের বিভিন্ন অনিয়মের জন্য নিয়মিত মামলা দেই। এখন থেকে লবণ পরিবহনের সময় সড়কে পানি পড়া ট্রাকগুলো মামলার আওতায় আনা হবে। ইন্দ্রপুলে যাতে ভেজা লবণভর্তি ট্রাক মহাসড়কের ওপর দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেবো।' পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানুর রহমান বলেন, 'ইন্দ্রপুল অংশে বাইপাস হওয়ার আগে পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি ট্রাক টার্মিনাল করা হচ্ছিল। কিন্তু পৌরসভার পক্ষ থেকে ওই টার্মিনাল পুরোপুরি সম্পন্ন করার আগেই বাইপাস সম্প্রসারণ হয়। পাশাপাশি ইন্দ্রপুলে লবণশিল্প রয়েছে। এখানে অনেক লবণ মিল। কক্সবাজার এলাকা থেকে আসা লবণবাহী ট্রাকগুলো থেকে পানি পড়ে মহাসড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার ইন্দ্রপুল অংশটিতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়েছে। ইতোমধ্যে আমরা লবণ মিল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় তাদেরও সমস্যা হচ্ছে। তারপরও এখানে আসা ট্রাকগুলো যাতে মহাসড়কে দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেবো।'

বিদ্যুতের জন্য ২৩০ কোটি টাকায়

-২৩, লট-২- এর আওতায় ২৪ হাজার ৩০০টি এসপিসি পোল ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। প্রকল্পের আওতায় ২৪ হাজার ৩০০টি এসপিসি পোল ক্রয়ের জন্য এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। সবগুলো প্রস্তাবই কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি'র সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে চরকা এসপিসি পোলস লিমিটেড, দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, টিএসসিও পাওয়ার লিমিটেড এবং পাশা পোলস লিমিটেড থেকে এই পোল কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ৭৬ কোটি ৬৫ লাখ ১ হাজার ৩৭২ টাকা। এছাড়া সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের আরেক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে একই প্রকল্পের লট-৩: এর আওতায় ২৪ হাজার ২৯৭টি এসপিসি পোল ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। প্রকল্পের আওতায় ২৪ হাজার ২৯৭টি এসপিসি পোল ক্রয়ের জন্য এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। সবগুলো প্রস্তাবই কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়। দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসি'র সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পোলস অ্যান্ড কংক্রিট লিমিটেড, কনটেক কন্সট্রাকশন লিমিটেড, রয়েল গ্রীণ প্রোডাক্টস লিমিটেড এবং শেলটেক টেকনোলজি থেকে এই পোলগুলো কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৭৬ কোটি ৬১ লাখ ৫৬ হাজার ৯৪৩ টাকা।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে শর্টকোড

শর্টকোডের মাধ্যমে মামলা বা এফআইআরসহ বহুবিধ আধুনিকায়নের কাজও শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে যে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ রয়েছে, তারসঙ্গে আরেকটি ৩ যোগ করে ৩৩৩৩ ডায়াল করে নারী নির্যাতন বিষয়ক যে কোনও অভিযোগ করা যাবে। অথবা ৩৩৩ নম্বরে ফোন করে সেবা অপশনে গিয়ে ৩ চাপলেও পুলিশের কল সেন্টারে ফরোয়ার্ড হয়ে যাবে। নারী-রা যাতে নিঃসংকোচে অভিযোগ জানাতে পারেন, সে লক্ষ্যে কল সেন্টারে শতভাগ নারী সদস্যদের রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলেও জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তবে যেহেতু ৯৯৯ জীবন রক্ষাকারী এসওএস সেবা এবং এর কল সেন্টার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ, তাই আপাতত এই ৩৩৩৩ সেবাকে ৯৯৯ এ অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। পাশাপাশি সরকার ৩৩৩৩ এর কল সেন্টারের রিসিভার হিসেবে শতভাগ নারী কর্মী রাখার চিন্তা ও বিবেচনায় রয়েছে। এছাড়া অনলাইনে সাধারণ ডায়েরি করার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসছে। যুক্ত হচ্ছে অনলাইন এফআইআর পদ্ধতি। এক্ষেত্রে কল সেন্টারে প্রোফাইল ডাউনলোড হওয়ার পর কলটি সরাসরি সংশ্লিষ্ট থানায় চলে যাবে। বর্তমানে থানার দায়িত্বরতদের ফোন নম্বরের ডাটাবেজ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সব ধরনের কারিগরি সহায়তা আইসিটি বিভাগ থেকে করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী। তিনি আরও জানান, পুলিশের কমান্ড অ্যাপের প্রটোটাইপ তৈরির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে অ্যাপ্লিকেশনটি আরও উন্নয়নের কাজ চলমান আছে। তিনি বলেন, বর্তমানে পুলিশ সদস্যরা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে থাকেন। এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া তথ্য পাচারের ঝুঁকিও খুব বেশি; যে কোনও সদস্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করে সমস্ত আলোচনা কপি করে নিয়ে যেতে পারেন। এ কারণে পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পক্ষ থেকে 'পুশ টু টক' অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে সেখানে তথ্য পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা থাকবে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী। বাহিনীর সদস্যদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুলিশ কমান্ড অ্যাপে কর্মকর্তাদের বেশ কয়েকটি স্তরে থাকবে। টিয়ার-১ এ থাকবেন পুলিশের আইজিসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা। পরের স্তরে থাকবেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার এবং রেঞ্জ ডিআইজি ও পুলিশ সুপারসহ জেলা পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারা। সবশেষে থাকবেন দেশের সকল থানার পুলিশ কর্মকর্তারা। তবে থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এখনই কমান্ড অ্যাপে সংযুক্ত করা হবে না বলে জানান ফয়েজ আহমেদ। তিনি বলেন, বর্তমানে যে কোনো অভিযোগ তদন্ত বা কোনও ঘটনা ঘটলে সব ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ ও প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পুলিশ কমান্ড সেন্টারের দায়িত্বে থাকা সদস্যরা সারা দিন এসব কাজেই ব্যস্ত থাকেন। এ ধরনের যোগাযোগের পুরো বিষয়টিকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে মোবাইল কোম্পানিগুলোর কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আদলে একটি ইন্সিডেন্টস ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে। এই ট্র্যাকিং সিস্টেমে সব ধরনের মেসেজ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ সংরক্ষণ করা হবে। ফলে যে কোনও অপরাধের ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সেটি একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমেই জানা যাবে। এর ফলে সেবা প্রদান সহজ ও সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের কাজের চাপও কমবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে চড়া সুদে লেনদেন ও

শুনানি করেন অ্যাডভোকেট ফরহাদ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া। এর আগে খুলনার সোনাডাঙ্গার বাসিন্দা সচিন্দ্র নাথ শীল এ বিষয়ে রিট দায়ের করেন।

ভালো কোম্পানি টেনে তুলছে

দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। 'বি' গ্রুপের ৩৬ কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। কমেছে ৩৫টি এবং ১১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ৩৬টি মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ১২টির দাম বেড়েছে। অন্যদিকে ৭টির কমেছে এবং ১৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। 'জেড' গ্রুপের ৯৭ কোম্পানির মধ্যে ৩১টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ৪২টির এবং ২৪টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ভালো ও মাঝারি মানের বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়ার দিনে লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলিয়ে ১৮২ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ১৩৮টির। এছাড়া ৭৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ১৯৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক আগের দিনের তুলনায় এক পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার ১৬৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। তবে বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৪ পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার ৮৯৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সবকয়টি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৪১২ কোটি ৫২ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৩৮ কোটি ৬ লাখ টাকা। সে হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ৭৪ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে সাত কার্যদিবসের মধ্যে ডিএসইতে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো। এ লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ওরিয়ন ইনফিউশনের শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ২৫ কোটি ৯০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিচ হ্যাচারির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ২২ কোটি ২০ লাখ টাকার। ১৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে লাভেলো আইসক্রিম। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, লিন্ডে বাংলাদেশ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, হাক্কানী পাল্প, রবি, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং শাইনপুকুর সিরামিক। অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৩৫ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২০৫ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০২টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৬৮টির এবং ৩৫টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ১১ কোটি ৯২ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৪ কোটি ৯ লাখ টাকা।

পাচারকৃত কয়েকশ কোটি ডলার এ

বেটার জানতে পারবেন। এর আগে, সোমবার (১০ মার্চ) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, দেশ থেকে পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে নতুন একটা আইন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আগামী সপ্তাহে নতুন আইনটি পাস হবে। পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনতে সরকার ৩০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ল ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করছে। তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ফোকাস ছিল, পাচার করা টাকা কীভাবে আনা যায়। সেজন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে ১১ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর। প্রেস সচিব বলেন, পাচারের অর্থ ফেরাতে টাস্কফোর্স এরইমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। এই তালিকায় প্রথমেই আছেন শেখ হাসিনা ও তার পরিবার। পাচারকারীরা নানাভাবে বিদেশে টাকা পাচার করেছে। একজনের ছেলের টিউশন ফি বাবদ এক সেমিস্টারেই ৫০০ কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পেয়েছে টাস্কফোর্স।

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন ৭ জন

(মরণোত্তর), সাহিত্যে মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ (মরণোত্তর), সংস্কৃতিতে নভেরা আহমেদ (মরণোত্তর), সমাজসেবায় স্যার ফজলে হাসান আবেদ (মরণোত্তর), মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ মাহবুবুল হক খান ওরফে আজম খান (মরণোত্তর), শিক্ষা ও গবেষণায় বদরুদ্দীন মোহাম্মদ উমর ও প্রতিবাদী তারুণ্য আবরার ফাহাদ (মরণোত্তর)।

বাংলাদেশে গ্যাস অনুসন্ধান কাজের

পেয়েছে বলেও তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে জানান। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসে ইস্যু করা ভিসার সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় চারগুণ বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সংকটময় সময়ে বাংলাদেশের পাশে থাকার জন্য রাশিয়াকে ধন্যবাদ জানান।

১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ ৭০ বছরের বৃদ্ধের বিরুদ্ধে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ইউসুফ (৭০) নামে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় লোকজন। গত সোমবার উপজেলার ভাটিয়ারি ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। ইউসুফ ওই এলাকার মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে সীতাকুণ্ড থানায় মামলা দায়ের করেছেন। ওই মামলায় ইউসুফকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, গত সোমবার দুপুরের দিকে ওই শিশুকে তার বাড়ির পাশের পুকুরপাড় থেকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ইউসুফ। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর রাতে বিক্ষুব্ধ লোকজন ইউসুফকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে পিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে, পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এ প্রসঙ্গে সীতাকুণ্ড থানার ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক সোহেল রানা বলেন, ইউসুফ তার প্রতিবেশী ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ইউসুফকে আটক করে। শিশুটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় ইউসুফকে আসামি করে শিশুটির বাবা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। এ মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

চট্টগ্রামে পানির দাবিতে ওয়াসা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন এলাকায় পানিসংকট নিরসনের দাবিতে চট্টগ্রাম ওয়াসার কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছেন কয়েকশ লোক। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে এ ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এ সময় তাদের ওয়াসার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে পানির দাবিতে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন সুরাহা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচি পালন করে যাবেন। নগরের ডবলমুরিং থানাধীন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা এ ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছেন। নগরের ২৩ নম্বর পাঠানটুলি ওয়ার্ডের বাসিন্দা আবু জাফর বলেন, আমরা অনেক দুর্ভোগের শিকার হয়ে ওয়াসা ভবন ঘেরাও করতে এসেছি। এ রমজানেও মসজিদে অজু করার পানি পাচ্ছি না। ঘরে রান্না কিংবা খাবারের পানিও নেই। যে কারণে বাধ্য হয়ে পানির সমস্যা সমাধানের দাবিতে ওয়াসা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে এসেছি। পানি সমস্যার সমাধানে কোনও সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এ কর্মসূচি পালন করে যাবো। এ বিষয়ে জানার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলমকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। এদিকে, চট্টগ্রাম ওয়াসার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. নুরুল আমিন বলেন, গত শনিবার রাতে সাগরিকা এলাকায় পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর সময় আমাদের ৪৪ ইঞ্চি ব্যাসের সরবরাহ লাইনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে হালিশহরে যে ট্যাংকে পানি রেখে আমরা পানি সরবরাহ করি, সেখানে পানি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য হালিশহর, আগ্রাবাদ, সিডিএ, দেওয়ানহাট ও আশেপাশের এলাকায় পানি সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। মেরামত কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমরা পানি সরবরাহ সচল করতে পারবো। এ বিষয়ে ওয়াসা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এই সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে হালিশহর এলিভেটেড ট্যাংক হয়ে আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, সিডিএ আবাসিক এলাকা, পশ্চিম মাদারবাড়ি, হালিশহর, বড়পোল, ছোটপোল, বেপারীপাড়া, গোসাইলডাঙ্গা, পানওয়ালাপাড়া, পোস্তার পাড়, ধনিওয়ালা পাড়া, কদমতলী, হাজীপাড়া, শান্তিবাগ, মুহুরীপাড়া, পাহাড়তলী, ঈদগাঁ, দেওয়ানহাটসহ সংলগ্ন এলাকায় পানি সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এর আগে, ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকালে অক্সিজেন-কুয়াইশ সড়কের অনন্যা আবাসিক-সংলগ্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলাকালে ওয়াসার ৪৮ ইঞ্চি ব্যাসের সরবরাহ পাইপলাইন ফেটে যায়। তখন নগরীর হালিশহর, আগ্রাবাদ, মাদারবাড়ী, দেওয়ানহাট, লালখান বাজার, ওয়াসার মোড়, জিইসি মোড়, ২ নম্বর গেট, বায়েজিদ বোস্তামি, নাসিরাবাদ, মুরাদপুর, কদমতলী, বহদ্দারহাট, কুয়াইশ, জামালখান, চকবাজার, আন্দরকিল্লা ও সংলগ্ন এলাকাসহ শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন প্রায় পাঁচ দিন পর পানি সরবরাহ শুরু হয়। সব এলাকায় পানি সরবরাহ স্বাভাবিক হতে প্রায় এক সপ্তাহ লেগে গিয়েছিল।

ধর্ষকের বিচার দাবিতে শাহবাগে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

স্টাফ রিপোর্টার : নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান নেন রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ছোট-ছোট মিছিল নিয়ে এসে জাদুঘরের সামনে অবস্থান নেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে বলে জানান তারা। পরে দুপুর সোয়া ১টার দিকে কিছু সময়ের জন্য আন্দোলনকারীরা জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে সরে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে আশপাশের সড়কে তীব্র যানজট দেখা দেয়। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই তারা আগের স্থানে ফিরে যান। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা অধিকাংশই রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। তারা সম্প্রতি সারা দেশে ঘটে যাওয়া নারীদের প্রতি বিভিন্ন সহিংসতায় ক্ষুব্ধ। এসব ঘটনায় দ্রুত বিচার চান। এসময় শিক্ষার্থীদের 'ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, ধর্ষকদের ফাঁসি চাই'; 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস'; 'আমার সোনার বাংলায়, ধর্ষকদের ঠাঁই নাই'; 'জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো' প্রভৃতি নারী নিপীড়নবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিতেও দেখা যায়। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, নারী নিপীড়নের প্রতিবাদে তারা প্রথমে 'শাহবাগ ব্লকেড' কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু রমজানে জনগণের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে এই কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে ব্লকেড কর্মসূচির পরিবর্তে শাহবাগ জাতীয় যাদুঘরের সামনে পাশের ফাঁকা রাস্তায় অবস্থান কর্মসূচি সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে। এদিকে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি ঘিরে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবিলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ঘিরে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

শ্যালিকাকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে দুলাভাইকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় শ্যালিকাকে (১৬) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে দুলাভাইকে পিটুনির পর পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা। শনিবার উপজেলার চরপাথরঘাটা ইছানগর গ্রামে রাত ১টার দিকে ঘটনাটি ঘটলেও গত সোমবার রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়। আটক মো. ওমর ফারুক (২৮) চরপাথরঘাটা সৈন্যারটেক এলাকার মো. নাছিরের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, গত শনিবার রাত ১টার দিকে শ্যালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে দুলাভাই ওমর ফারুক। ঘটনাটি পারিবারিকভাবে সমাধান হলেও গত সোমবার রাতে প্রতিবেশী এক নারী বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় অভিযুক্ত ওমর ফারুককে আটক করে পিটুনি দেয়। এতে বিপুলসংখ্যক লোক জড়ো হয়। এ সময় লোকজন তার শাস্তি দাবি করে স্লোগান দেয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ভিকটিমের বাবা বাদী হয়ে কর্ণফুলী থানায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা করছেন। কর্ণফুলী থানার ওসি মুহাম্মদ শরীফ বলেন, গত শনিবার ফারুক তার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যান। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ফারুক তার শ্যালিকার রুমে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এতে ওই কিশোরী চিৎকার করলে ফারুক তার রুমে চলে যান। গত সোমবার রাতে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন ফারুককে আটক করে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ওই কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে জামাতার বিরুদ্ধে কর্ণফুলী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

ইন্দুরকানীতে চোরাই মালসহ দুই চোর আটক

স্টাফ রিপোর্টার : পিরোজপুরের ইন্দুরকানী থেকে চোরাই মাল'সহ দুই চোরকে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হলেন, ইন্দুরকানী বাসিন্দা মোঃ মাহাবুব সরদারের ছেলে মোঃ রাহাত সরদার (২২) এবং কালাইয়া এলাকার মোঃ সোহরাব বয়াতীর ছেলে মোঃ কাওছার বয়াতী (৩৫)। ইন্দুরকানী থানা অফিসার ইনচার্জ মো. মারুফ হোসেন বলেন, গতকাল মঙ্গলবার সকালে একটি বিশেষ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় চুরি করা একটি পানির মোটর এবং একটি ইজিবাইক-এর ব্যাটারি। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দিঘলিয়ায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রস্তুতি, বাঁচায় প্রাণ ক্ষয় ক্ষতিচ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে দিঘলিয়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র ্যালী ও উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার সকাল ১১ টায় দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি দেবাংশু বিশ্বাস, দিঘলিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ এইচ এম শাহীন, দিঘলিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা মোঃ কাইয়ুমুজ্জামান, উপজেলা প্রকৌশলী আবু তারেক সাইফুল কামাল, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার আরিফ হোসেন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা সমবায় অফিসার খন্দকার জহিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ সোহাগ হোসেন।

ঈদের পরেই আসছে এনসিপির

পরিবারতন্ত্রের বদলে মেধা ও যোগ্যতার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কোনো স্থান হবে না। এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেন, আপনারা দোয়া করবেন বাংলাদেশের তরুণ সমাজ আজকে যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে মহান রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সেই দায়িত্ব পালনে তৌফিক দান করেন। তিনি বলেন, তরুণরা স্বপ্ন দেখে আগামী বাংলাদেশ নতুন এক সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। সেই স্বপ্ন নিয়ে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি জানান তিনি। এই দুই শীর্ষ নেতার বক্তব্য স্পষ্ট বার্তা দেয় যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান সংস্কারের জন্য গণপরিষদ নির্বাচন চায় তারা। তবে এনসিপির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কার্যক্রম, সরকারের কাছে দাবি, জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোসহ বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। শুরুর দিকে সংবিধান বাতিল করে গণপরিষদ নির্বাচনের জন্য জোরালো দাবি থাকলেও আপাতত জুলাই গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের বিচার এবং জুলাই প্রক্লেমেশন বা জুলাই সনদ প্রকাশের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে দলটি। এরপর গণপরিষদ নির্বাচনের বিষয়ে জোরালো দাবি তুলবে তারা। এনসিপির একটি পক্ষ মনে করছে, জুলাইয়ের স্পিরিটকে কাজে লাগিয়ে ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি তোলা এবং বাস্তবায়নের এখনি মোক্ষম সময়। সম্প্রতি এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, গণপরিষদ নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক সঙ্গে হতে পারে। এর মাধ্যমেই নতুন কাঠামো ও নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণে সহায়তা করবে। তার এমন বক্তব্যের পরই গত ৮ মার্চ এক সঙ্গে গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন ইস্যুতে কোনো ধরনের জাতীয় ঐক্য হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। এতে এনসিপির একটি পক্ষ মনে করছে, অভ্যুত্থান পরবর্তী এই সময়ে গণপরিষদ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির সঙ্গে কোন্দলে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং সরকার গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি না মানলে সেটি রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যেই প্রকাশ করা ভালো। তবে দলটি এই দাবিতে ঠিক কী করবে সে বিষয়টি এখনও সুরহা হয়নি। এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, ঈদের পরেই দলটির সাংগঠনিক গতিশীলতা বাড়ানো হবে। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠিত হবে। এর আগে দলটির সদস্য অন্তর্ভুক্তির কাজ শুরু হবে। অফলাইন ও অনলাইন দুইভাবে চলবে সদস্য সংগ্রহের কার্যক্রম। দলটি ঈদের পরেই 'রাজনৈতিক এজেন্ডা' প্রকাশ করবে। এতে ৩০ থেকে ৪০টি দফা থাকতে পারে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ থাকবে। যাতে এনসিপি ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে দেশের কী ধরনের পরিবর্তন আনবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। এরই মধ্যে রাজনৈতিক এজেন্ডা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এজেন্ডা তৈরিতে দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তদারকি করছেন। এনসিপির কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছে এনসিপি। দলটিতে তারুণ্যের অগ্রাধিকার থাকলেও মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্র সাংগঠনিক দক্ষতা, জনপ্রিয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। দলটিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনেকেই যোগাযোগ করছেন। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ঈদের পরে সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির আকার বাড়ানো হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, 'আওয়ামী লীগের বিচার এবং জুলাই সনদ প্রকাশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেই করতে হবে। জুলাই সনদ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সব দলের কাছে সংস্কার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু সুপারিশের সঙ্গে অনেকেই একমত।' নির্বাচনের বিষয়ে তিনি বলেন, 'শুধু নির্বাচনের জন্য অভ্যুত্থান হয়নি। কিছু বিষয়ে বিএনপির বিরোধীতা দেখতে পাচ্ছি। তবে আমরা বিশ্বাস করি সব রাজনৈতিক দলের ইচ্ছাতেই সংস্কার হবে।' গণপরিষদ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে এনসিপি কী করবে? এমন প্রশ্নের জবাবে মনিরা শারমিন বলেন, 'সংবিধান সংস্কার তো করতেই হবে। এখন সম্ভব না হলে আমাদের রাজনৈতিক এজেন্ডায় থাকবে। আমরা ঈদের পরই রাজনৈতিক এজেন্ডা প্রকাশ করবো।' নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে এনসিপির এই যুগ্ম আহ্বায়ক বলেন, 'আমরা ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেবো। আমরা বলেছি দলটা তরুণ নেতৃত্বে হবে। অনেক বড় বড় দলের অনেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তারা সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী, আবার আমাদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে মিল রয়েছে। আমরা তাদের মূল্যায়ন করবো।'

মনিরা শারমিন বলেন, দলের সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম শিগগির শুরু হবে। জাতীয় নাগরিক কমিটিতে যুক্ত হওয়ার সময় অনেকেই পলিটিক্যাল মোটিভেশন নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন তাদের অনেকেই এনসিপির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবেন। শিগগির জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন হবে। এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেন, 'গণপরিষদ নির্বাচন ছাড়া সংবিধান পরিবর্তন সম্ভব নয়। নতুন করে সংবিধান পুনঃলিখনের জন্য গণপরিষদ নির্বাচন দরকার। না হলে রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে না। যেহেতু সংবিধান পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দাবি, তাই আমরা এই দাবি জানিয়েছি।' অন্য রাজনৈতিক দল গণপরিষদ নির্বাচনের বিষয়ে একমত হবে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে সামান্তা শারমিন বলেন, 'নানামুখী কথাবার্তা আসছে। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমরা তুলে ধরেছি। অন্য কোনো পক্ষের যদি সাধারণ মানুষকে নিয়ে বোঝাপোড়া না থাকে তবু আমরা আমাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার থাকবো।' 'দাবি না মানলে রাজপথে আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়ে এই নেত্রী বলেন, 'আমরা দাবি-দাওয়া পদ্ধতিগতভাবে আদায় করতে চাইবো। সরকারের কাছে তুলে ধরবো। সেটা না হলে আমরা যেহেতু রাজনৈতিক দল, আমাদের রাজপথে নামতেই হবে।'

রাখাল রাহার বিরুদ্ধে কাগজ কেনায়

তার সম্পৃক্ততা নেই। এসব কাজ হয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে। এনসিটিবির স্ব স্ব দপ্তরের কর্মকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক রিয়াজুল হাসান বলেন, শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম নিয়ে রাখাল রাহার দখল আছে বলেই সদ্য সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা তাকে পাঠ্যবই পরিমার্জনের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ৪১ সদস্যের মধ্যে তিনি একজন। রাখাল রাহা স্বপ্রণোদিত হয়ে এসেছেন, কাজ করেছেন। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজমসহ পরিমার্জনের সঙ্গে অনেকেই ছিলেন, কোনো কিছুর জন্য একজনকে দায়ী করা যায় না। ফেসবুক তিনি তার নিজস্ব বক্তব্য লেখেন, শেয়ার করতে পারেন। আমরা মনে করি, ফেসবুক পোস্ট রাখাল রাহার ব্যক্তিগত বিষয়। এর সঙ্গে এনসিটিবির বিষয় জড়িত নয়। এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, প্রতি বছর শুধু নবম শ্রেণি পর্যন্ত বই ছাপা হয়। নবম ও দশম শ্রেণির বই একই থাকে। এবার দশম শ্রেণির জন্যও বই ছাপাতে হয়েছে। ফলে দশম শ্রেণির পাঁচ কোটি ৬৯ লাখ অতিরিক্ত বইয়ের জন্য ৫২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত লেগেছে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রিয়াদ চৌধুরী, সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী, সদস্য (অর্থ) মোহা. নায়েব আলী, সচিব শাহ মুহাম্মদ ফিরোজ আল ফেরদৌসসহ প্রমুখ।

পেশা বদলেছেন হাতে

অন্য পেশায় চলে গেছেন। গলাচিপা মহিলা ডিগ্রি কলেজের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক ও প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. হারুন অর রশিদ বলেন, 'হাতে ভাজা মুড়ি শুধু খাবার নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ। সঠিক বাজার ব্যবস্থা ও সরকারি সহায়তার অভাবে এটি হারিয়ে যেতে বসেছে। সরকার যদি এ শিল্প বাঁচাতে এগিয়ে আসে, তাহলে মুড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের জীবিকা রক্ষা পাবে। এ জন্য প্রয়োজন মুড়ি বিক্রির নিশ্চয়তা।'

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রদল কর্মী খুন: মা

আমার ভাইকে হারিয়েছি। সন্তান হারানোর বেদনা এরচেয়ে বেশি হবে, কম হবে না। আমরা চেষ্টা করবো আমাদের দলের অবস্থান থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বলার জন্য যে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের যেন শাস্তির আওতায় আনা হয়। কোনও রকমের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমাদের কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করলে দলের পক্ষ থেকে সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো। আমাদের দলের পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা আমরা করবো। তারেক রহমান আরও বলেন, 'বিগত ১৫ বছরে আমাদের দলের বহু নেতাকর্মী নির্যাতিত হয়ে নানা সমস্যায় রয়েছে। দলের নেতাকর্মীদের পাশে দেশের সাধারণ মানুষ আছে যারা বিগত সময়ে এবং এখনও বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।' এ সময় তারেক রহমানের ফোনে অপূর্বর বাবা খোকন মিয়াকে বলেন, স্যার, আমাদের তো সব শেষ হয়ে গেছে। স্যার আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নাই। বিএনপি করার কারণে পুলিশ আমাকে হয়রানি করেছে। বিগত ১৭ বছর ঘরে থাকতে পারিনি। আমি কাজ করে খেতে পারিনি (সংসার চালাতে পারিনি)। তখন আমার সংসার কীভাবে চলেছে একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন। আমি ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) ও আপনার জন্য দোয়া করি ও সুস্থতা কামনা করি। এ সময় অপূর্বর মা সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসম্পাদক আশিক রহমান, নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের সদস্যসচিব শাহেদ আহমেদ, মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম রাজীব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশ্রাফুল ইসলাম নীরব প্রমুখ। বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ মহানগর যুবদলের সদস্যসচিব শাহেদ আহমেদ বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান নিহত ছাত্রদল কর্মী অপূর্বর বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন ও সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। এ সময় অপূর্বর বাবা জানিয়েছেন, বিএনপি করার কারণে তিনি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া নানা ধরনের সমস্যা কথা জনাব তারেক রহমানের কাছে তুলে ধরেন তিনি। এর আগে, গত ৯ মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়া বালুর মাঠ এলাকায় তর্কের জের ধরে ছাত্রদল কর্মী অপূর্বকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। পরে এ ঘটনায় জড়িত সম্রাট (২৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধর্ষণের প্রতিবাদে মশাল মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক যুবকের হাতে খুন হন এই ছাত্রদল কর্মী।

গোপালগঞ্জে পরিবারের সঙ্গে দেখা

বাড়িতে গেলে টের পেয়ে বাড়ির দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন লিংকন। পরে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি আরও জানান, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের উপজেলা সাধারণ সম্পাদক লিংকন মোল্লা খান সাহেব স্কুলের সামনে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় টুঙ্গিপাড়া থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলার এজাহারনামীয় আসামি। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা রয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার লিংকন মোল্লাকে আদালতে পাঠানো হয়।

শ্রমিকদের ওপর হামলার বিচার ও

পরিশোধের কথা রয়েছে। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিমাসেই তাদের বেতন নিয়ে টালবাহানা করে। কোনও মাসেই সঠিক সময়ে বেতন দিতে পারে না। গত সোমবার ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা ছিল। ওই দিন সকাল ৭টায় কারখানায় প্রবেশ করে শান্তিপূর্ণভাবে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কাজ ডিউটি করেন। পরে তিনটার মধ্যে তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও না দিয়ে কারখানার সকল কর্মকর্তা পালিয়ে যায়। আন্দোলনরত শ্রমিকরা দাবি করেন, বিকাল সোয়া ৩টার দিকে বাইরে থেকে মালিকের পালিত ক্যাডার বাহিনীর ২০-২৫ জন সদস্য লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে এসে শ্রমিকদের মারধর করে। তাদের মারধরে ৫-৭ জন শ্রমিক আহত হয়। এ সময় হামলাকারীরা অনেক নারী শ্রমিককে নির্যাতন করেছে বলেও অভিযোগ করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টায় শ্রমিকরা কাজ করার জন্য কারখানায় প্রবেশ করে উৎপাদন ফ্লোরে গিয়ে নিজ নিজ মেশিনে শান্তিপূর্ণভাবে বসে থাকে। তবে তারা কাজ না করে ফেব্রুয়ারি মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শান্তিপূর্ণ কর্মবিরতি পালন করে। একপর্যায়ে মালিকের বহিরাগত ক্যাডার বাহিনীর সদস্যরা লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে কারখানায় প্রবেশ করে নারী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন এবং পুরুষ শ্রমিকদের মারধর শুরু করে। পরে শ্রমিকেরা উত্তেজিত হয়ে কারখানার বাইরে এসে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নেয়। এ সময় তারা মহাসড়কে লাকড়ি ও আবর্জনা রেখে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এতে সড়কের উভয়পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে চালক ও যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। শ্রমিকেরা দাবি করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মালিকসহ কারখানা কর্তৃপক্ষ এসে তাদের দাবি না মানবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মহাসড়ক থেকে সরবেন না। বহিরাগত যেসব ক্যাডার নারী শ্রমিকদের নির্যাতন করছে এবং পুরুষ শ্রমিকদেরকে মারধর করছে তাদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) বাসন থানার ওসি কায়সার আহমেদ বলেন, বেলা ১১ টা ৪০ মিনিটে জিএমপি, শিল্পপুলিশ এবং সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছে। তারা শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা করছে। এদিকে, জেলার কালিয়াকৈরে এক শ্রমিককে মারধরের প্রতিবাদ ও পোশাক কারখানা খোলার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছে শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টায় শ্রমিকরা মহাসড়কের মৌচাক এলাকায় অবস্থান নেন। তারা মিছিল নিয়ে বিভিন্ন কারখানার গেটে গেলে তাদের আন্দোলনে আশপাশের সাদমা, কোকোলা, মন্ট্রিমস, লিভাসসহ ১৫টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সকাল ১০টায় যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে শ্রমিকরা মহাসড়ক ছেড়ে দিয়ে পাশেই অবস্থান নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবদুল সেলিম জানান, শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন স্থানে থানা-পুলিশের পাশাপাশি শিল্পপুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গাজীপুরের জয়দেবপুর ফায়ার স্টেশন ইনচার্জ আব্দুস সামাদ জানান, গাজীপুর মহানগরীর ভোগড়া এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় আগুন দিয়েছে শ্রমিকরা। ভোগড়া ফায়ার সার্ভিসের দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে যাওয়ায় চেষ্টা করছে।

টঙ্গীতে সড়ক অবরোধ: এদিকে, গাজীপুরের টঙ্গীতে কারখানা গেটে অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিশ দেখে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকরা। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে টঙ্গীর দত্তপাড়া (হোসেন মার্কেট) এলাকার বিএসআইএস কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। গাজীপুর শিল্পপুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। শ্রমিকদের দাবি, ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন গত ৯ মার্চ দেওয়ার কথা ছিল। গত সোমবার সকালে কারখানায় প্রবেশ করে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে কারখানার অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেন। ওই দিন কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন না দিলে বিকালে শ্রমিকরা চলে যায়। গতকাল মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কারখানায় এসে গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পয়। পরে শ্রমিকরা সকাল ৮টা থেকে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া মার্চ মাসে পরিশোধের কথা থাকলে কর্তৃপক্ষ বেতন না দিয়েই কারখানায় বন্ধের নোটিশ টানিয়ে দিয়েছে। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হোসেন মার্কেট (ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের) সামনের অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এতে ওই মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সকাল থেকে দুপুরে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। খবর পেয়ে শিল্প ও থানা পুলিশ উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়কে থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করছিলেন। অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিশে কারখানা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন, গত সোমবার সকাল সোয়া ১০টায় কর্মী ও কর্মচারীগণ নিয়মবহির্ভূতভাবে কাজ বন্ধ করে কারখানার অভ্যন্তরে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। বারবার কর্মী ও কর্মচারীগণকে কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেও তারা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকে। তাদের এ ধরনের আচরণ অবৈধ ধর্মঘটের শামিল। কর্তৃপক্ষ মনে করছে উচ্ছৃঙ্খল কর্মী-কর্মচারীগণ কারখানাতে যেকোনও ধরনের নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ শ্রম-আইন ২০০৬-এর ১৩ (১) ধারা মোতাবেক গতকাল মঙ্গলবার হতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে। কারখানা খোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে পরবর্তীতে কারখানা খোলার তারিখ নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে। তবে নিরাপত্তা সেকশন ও অন্যান্য জরুরি সেবা প্রদানকারীগণ সেকশন উক্ত বন্ধের আওতাবহির্ভূত থাকবে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী কামালসহ

জিয়াউর রহমান ভুঁইয়া। প্রতিষ্ঠানটি ৬৬৫৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১১১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বেশি আদায় করেছে। বিনিময় ইন্টারন্যাশনালের মালিক আবদুস সোবহান ভুঁইয়া (চৌদ্দগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান) ও তার স্ত্রী তাসলিমা আক্তার। প্রতিষ্ঠানটি ৫৪৫৮ ব্যক্তির কাছ থেকে ৯১ কোটি ৪২ লাখ টাকার অর্থ বেশি আদায় করেছে। ফাইভ এম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী ও ফেনী ৩ আসনের এমপি লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী তার মেয়ে তাসনিয়া মাসুদও আসামি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত, মেহবুবা আফতাব সাথি আসামি হয়েছেন। তারা ৭১২৪ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১১৯ কোটি ৩২ লাখ টাকা বেশি অর্থ আদায় করেছেন। মেসার্স ইউনিক ইস্টার্ন (প্রাঃ) লি. এর স্বত্বাধিকারী নুর আলী ও তার স্ত্রী সেলিনা আলী ও মেয়ে নাবিলা আলী ছাড়াও আসামি হয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা নাছির উদ্দিন আহমেদ ও খোন্দকার শওকত হোসেন। প্রতিষ্ঠানটি ৩৭৮৮ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৬৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনাল লি. এর মালিক মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও তার স্ত্রী লুৎফুর নেছা শেলী মামলায় আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৭৭৮৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১৩০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। ঢাকা ২০ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেসার্স আহমদ ইন্টারন্যাশনালের মালিক বেনজীর আহমদ আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৮৫৯২ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১৪৩ কোটি ৯১ লাখ টাকা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছে। বি এম ট্রাভেলস লি. স্বত্বাধিকারী ও বাড্ডার সাবেক কাউন্সিলর শফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী মৌসুমি আক্তার আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৮০৯৩ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ১৩৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। বি এন এস ওভারসিজ লি. এর মালিক ও ইঞ্জি. ইশতিয়াক আহমেদ সৈকত যিনি সাবেক যুবলীগ নেতা আবুল বাশারের পুত্র আসামি হয়েছেন। সৈকতের স্ত্রী মিসেস নসরুন নেছা হয়েছেন আসামি। প্রতিষ্ঠানটি ৪২১৫ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৭০ কোটি ৬০ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। এছাড়া রুবেল বাংলাদেশে স্বত্বাধিকারী মুহাম্মাদ মজিবুল হক রুবেল তার স্ত্রী কামরুন নাহার হীরামনি আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ২৮৪৫ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৪৭ কোটি ৬৫ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। দি ইফতী ওভারসিজের স্বত্বাধিকারী রুবেল ও বোরহান উদ্দিন (পান্না) ও আসামি হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি ৩৭৯৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে ৬৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে। এজাহারে বলা হয়, পরস্পর যোগসাজশে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্যে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে/ সাবেক মন্ত্রী/এমপি/উপজেলার চেয়ারম্যান/কাউন্সিলার হিসাবে দায়িত্বপালনকালে/ বায়রার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে সিন্ডিকেট করে বিএমইটি ও বায়রার রেজিস্ট্রেশনের শর্ত ভঙ্গ করে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার চেয়ে ৫ গুণ অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেছে শ্রমিকদের কাছ থেকে। মালয়েশিয়া শ্রমিক রিক্রুটের জন্য এজেন্ট হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে রিক্রুটেড শ্রমিকদের অবৈধভাবে ক্ষতিসাধন করে বিভিন্ন ধাপে বাড়তি অর্থ গ্রহণের করেছে আসামিরা। প্রভাব খাটিয়ে চুক্তিবদ্ধ আইনসংগত পারিশ্রমিক ব্যতীত এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক কর্মকাণ্ড না করে পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে অবৈধ পারিতোষিক গ্রহণ করে মালয়েশিয়ায় প্রেরিত কর্মীর কাছ থেকে পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রতি কর্মীর কাছ থেকে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণপূর্বক আত্মসাৎ করেছেন।

বগুড়ায় গ্রেপ্তারের ১৩ দিন পর আ.

যুগ্ম সম্পাদক ও গাবতলী শাখার সভাপতি সুরাইয়া জেরিন রনি গত ৩০ সেপ্টেম্বর গাবতলী থানায় তার বাড়ি ভাঙচুর ও বিস্ফোরক আইনে মামলা করেন। এ মামলায় এমদাদুল হক ভুট্টু তদন্তে পাওয়া আসামি হিসেবে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হন। বগুড়া জেলা কারাগারের জেলার সৈয়দ শাহ শরীফ জানান, এমদাদুল হক ভুট্টু গাবতলী থানার একটি বিস্ফোরক ও ভাঙচুরের মামলায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তারের পর জেলে আসেন। সেদিন তিনি উচ্চ রক্তচাপ সংক্রান্ত জটিলতায় ছিলেন। তাকে কারাগারের হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা হয়। হাজতি ভুট্টুকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। গতকাল মঙ্গলবার সেহরি ও ফজর নামাজের পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে পাঠানো হলে সকাল ৭টা ১০ মিনিটে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এর আগে, গত বছরের ১১ নভেম্বর থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলা কারাগার ও হাসপাতালে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের চার নেতার মৃত্যু হয়। এরা হলেন- বগুড়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম রতন (গত বছরের ১১ নভেম্বর), শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আবদুল লতিফ (গত বছরের ২৫ নভেম্বর), জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহাদত আলম ঝুনু (গত বছরের ২৬ নভেম্বর) এবং গাবতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য, দুর্গাহাটা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৬ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি ও দুর্গাহাটা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মতিন মিঠু (গত বছরের ৯ ডিসেম্বর)। এদিকে বগুড়া জেলা কারাগারে এক মাসে চার আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা কারাগার কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করেন। এর প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তবে এ কমিটির কার্যক্রম নেই বললেই চলে। এর অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। বগুড়া জেলা কারাগারের জেলার সৈয়দ শাহ শরীফ জানান, এর আগে চার নেতার মৃত্যুতে গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিভিল সার্জন বদলি হওয়ায় এ কার্যক্রম কিছুটা থমকে গেছে। তিনি আরও জানান, কারাগারে সর্বশেষ এমদাদুল হক ভুট্টুসহ পাঁচ আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যুতে তাদের কোনও অবহেলা নেই। তারা (আওয়ামী লীগ নেতা) বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সুরতহাল, ময়নাতদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে ভুট্টুর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে গ্যাস লিকেজ থেকে

গোদনাইল চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুন লাগে। এতে একই পরিবারের নারী ও শিশুসহ ৮ জন দগ্ধ হন। দগ্ধদের মধ্যে এখন পর্যন্ত চার জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন, হান্নান (৪০), রূপালি (২০), সুমাইয়া (১ বছর ৬ মাস) ও সোহাগ (২৩)। এছাড়া দগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও চার জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তারা হলেন, সাব্বির (১২), সামিয়া (১০), জান্নাত (৪) ও নুরজাহান লাকি (৩০)। আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানিয়েছেন, বেঁচে থাকা দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এ দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্যাস লাইন লিকেজের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে এবং এলাকাবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজিবি সদর দফতরের আবাসিক

জানায়, ভবনের আগুনের ধোঁয়ায় দুইজন নারী ও দুইজন শিশু আহত হয়েছেন। পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। এছাড়াও বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলেও প্রাথমিক ধারণা ফায়ার সার্ভিসের।

ধর্ষকের বিচার দাবিতে ঢাবির সাদা

সিদ্দিকুর রহমান খান প্রমুখ। বক্তারা বলেন- সংকটকালীন সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কিছুটা খারাপ থাকে। কিন্তু সময় অনেক গড়িয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতা দিনদিন ফুটে উঠছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির খারাপ হচ্ছে। ধর্ষণ বাড়ছে। তারা বলেন- যারা নারীদের পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করছেন, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। রাষ্ট্রকে বলতে চাইড় এ সরকার আমাদের আবেগের সরকার। এই সরকার কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটাও আমরা চাই না। নারীরা দুইভাবে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। হিজাব পড়লে এক ধরনের মানুষ নারীদেরকে তিরস্কার করছে। আবার কেউ ইচ্ছে মতো পোশাক পরলেও বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে হয়। তারা এসব আচরণের নিন্দা জানান। জনসমক্ষে দ্রুত ধর্ষকদের বিচার না করলে আবারও রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সাদা দলের শিক্ষকরা।

চুক্তির ফাঁকফোকরে অধরা

হয়তো উল্টো ট্যারিফ বসাবে। যেসব বড় বড় প্রকল্প অতীতে হয়েছে, সেগুলোতো বাংলাদেশেই হয়েছে। তাদের কাছ থেকে কেবল উৎসে কর্তনের টাকা নিয়ে আমরা খুশি। আমাদের কী কেবল উৎসে কর্তনের টাকা নিয়ে খুশি থাকা উচিত নাকি তাদের আয়ের ওপর কর আদায় করা উচিৎ এটা আইনের সমস্যা নয়। এটা বাস্তবায়নের সমস্যা, যোগ করেন স্নেহাশীষ। তিনি বলেন, এমন কিছু ট্রানজেকশন আছে যেগুলো বাংলাদেশে ধরা যায় না। কারণ এগুলোতে সরকার-টু-সরকার চুক্তির মাধ্যমে টাকাটা আসে। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, এটা আমরা অ্যাড্রেস করছি। সরকারি প্রকল্পে নেওয়া বিষয়বস্তুর কাঠামো ঠিক করতে হবে। সেখানে আলাদা করে বলতে হবে। যখন প্রকল্পের চুক্তিগুলোর ভেটিং নেই তখন সেগুলো বলতে হবে। এখানে ব্যাপক কর ফাঁকির সুযোগ আছে। সমস্যাগুলো চুক্তির ভেতরে। যখন চুক্তির ভেতরেই বলে দেয় পেমেন্ট দেশের বাইরে হবে, করটা প্রকিউরমেন্ট এনটিটি দেবে কন্ট্র্যাক্টর দেবে না, তখনই সমস্যাটা তৈরি হয়। এ জায়গায় আমাদের বড় দিকনির্দেশনা লাগবে। তিনি আরও বলেন, বড় বড় প্রকল্প। ১ হাজার কোটি টাকা, দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। ব্যবসাটা তারা এখান থেকে করছে। কিন্তু করটা চাপিয়ে দিচ্ছে এ দেশের সরকারের ওপর। এখান থেকে বের হওয়া উচিত। আলোচনায় জমির মৌজা মূল্য হালনাগাদকরণ প্রসঙ্গে আইসিএবির পক্ষ থেকে স্নেহাশীষ বড়ুয়া বলেন, বর্তমানে ভূমির ও ফ্ল্যাটের বাজার মূল্যের তুলনায় মৌজা মূল্য কম হওয়ায় অপ্রদর্শিত অর্থের সৃষ্টি হচ্ছে। জমি বা ফ্ল্যাটের মৌজা মূল্য সময় সময় হালনাগাদ করে ডাটাবেজ তৈরি করা দরকার। এর মাধ্যমে এনবিআরের রাজস্ব হ্রাস এবং অপ্রতিষ্ঠানিক অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রস্তাবের বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, জমির প্রকৃত মূল্য মৌজায় নিয়ে আসার পক্ষে। তবে সমস্যা হচ্ছে জমি রেজিস্ট্রেশন খরচ অনেক বেড়ে যাবে। আমরা কর ব্যাপকহারে কমাতে চাই। ধীরে ধীরে এটা ন্যূনতম করতে চাই। সমস্যা হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কী করবে! আমাদের কাজ আমরা করবো। আইসিএমএবি'র বাজেট প্রস্তাবে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য আলাদা কর দিবস করা, সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে আয়কর উচ্চহার যৌক্তিক করা, কৃষিজাত পণ্যের উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতির দাবি জানায় প্রতিষ্ঠানগুলো। কর অব্যাহতি প্রসঙ্গে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, কর অব্যাহতির কথা বলবেন না। কর দিয়ে কেউ দেউলিয়া হয় না। সৈয়দ মুজতবা বলেছেন বই কিনে দেউলিয়া হয় না। আমি বলবো কর দিয়ে দেউলিয়া হয়েছে বলে শুনি নাই। করতো আয়ের ওপর, ব্যয়ের ওপর না। তাহলে দিতে সমস্যা কোথায়? নতুন করে কর অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলবেন না। আমরা চাই যতটুকু আছে তাও কমিয়ে আনা, ধীরে ধীরে কর অব্যাহতি তুলে দেওয়া।

বিহারিপল্লীতে ঐতিহ্যের জারদৌসি

এ কাজে। আগে এখানে প্রায় দু'শ কারখানা থাকলেও এখন ঠিকে মাত্র ১০ থেকে ১৫টি। সরকার এ শিল্পের প্রতি নজর দিলে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও সম্ভব বলে জানান তারা।

ঝিমিয়ে পড়েছে বিদেশীদের বাজেট

বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি জানানো হয়নি। বাজেট সহায়তা হিসেবে বাংলাদেশকে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) জুনের মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ দিতে রাজি হয়েছিলো। যদিও সেজন্য সরকারকে ব্যাংক খাত সংস্কারসহ বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যার মধ্যে অন্যতম হলো বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালক সংখ্যা ও তাদের কার্যকাল কমানো। সরকার ওই শর্ত পূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর তারই অংশ হিসেবে গঠন করা হয়েছে আর্থিক খাত সংস্কারে কমিশনও। শুধু তাই নয়, ব্যাংক খাত সংস্কার, ব্যাংক খাত শক্তিশালীকরণ, পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে তিনটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সূত্র জানায়, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে প্রথমদিকে উন্নয়ন সহযোগীরা যেভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলো, ছয় মাস পর তা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও ওসব বিষয়ে নেগুসিয়েশনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তাতে প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় প্রক্রিয়া কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আইএমএফের সংস্কার প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যাংকগুলোর পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে আনার একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যদিও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করতে বিশ্বব্যাংক ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এডিবি ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দুটি বাজেট সহায়তা অনুমোদন করেছিলো। কিন্তু তা এখনো পাওয়া যায়নি। বাজেট সহায়তার পাশাপাশি তখন বিশ্বব্যাংক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ৩৭৯ মিলিয়ন এবং চট্টগ্রামে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প সহায়তাও অনুমোদন করে। যা ওই সময় ছাড়ও করা হয়।

আমিনবাজারের পাওয়ার গ্রিডে আগুন

সাভারের আমিনবাজার এলাকা থেকে শিমুলতলা এলাকা পর্যন্ত গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন অ্যান্ড মেনটেনেন্স) সিজান আহমেদ বলেন, আগুনের কারণে সকাল ৭টা থেকে আমিনবাজার থেকে শুরু করে হেমায়েতপুর চামড়া শিল্পনগরীসহ সাভারের শিমুলতলা এলাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। তবে কখন নাগাদ বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে তা নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি তিনি।

বাংলাদেশ বিষয়ে চীনের নীতিতে

বলেন, কোনো নির্দিষ্ট সরকারের সাথে চীনের সম্পর্ক না; দুই দেশের জনগণের লাভ ও স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে আমাদের সম্পর্ক। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোই সংকটের একমাত্র সমাধান, আর এ কাজে মিয়ানমারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাবে চীন। তবে এক্ষেত্রে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত পদক্ষেপের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যা করা দরকার চীন তাই করবে; আমরা স্থিতিশীল ও উন্নত বাংলাদেশ চাই।

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করে চীনা রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা আর্মি ও রাখাইন মিলিটারির সঙ্গে কাজ করছি যাতে একটা রাজনৈতিক সমাধান হয়। তবে আসিয়ান, ইউএন'র মত আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তাও দরকার, না হলে সংকট তৈরি হতে পারে। এজন্য সব অংশীজনদের একসঙ্গে কাজ করার আহ্বানও জানান তিনি।

হিলিতে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম

স্টাফ রিপোর্টার : হিলি বাজারের একটি সবজির দোকান সাত দিনের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলি বাজারে বেড়েছে প্রতিটি সবজির দাম। এই বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ৩০ টাকার পরিবতে বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা কেজিতে, ১০ টাকার শিম বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা কেজিতে, টমেটোর কেজি ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। হঠাৎ সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্নআয়ের মানুষ। ব্যবসায়ীরা জানান, চাহিদার তুলনায় আমদানি কম হওয়ায় বাজারে প্রায় প্রতিটি সবজির দামেই বাড়ছে। হিলি বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রমজানের আগের দিন বেগুনের দাম ছিল প্রতি কেজি ১৫ টাকা। এখন সেই বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে। ১০ টাকার আলু বিক্রি হচ্ছে ১৫ টাকা কেজিতে। শসার কেজি ২০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা। একইভাবে বাজারে দাম বেড়েছে ফুলকপি ও বাঁধাকপিরও। এই সবজি দুইটির দাম পাঁচ টাকা বেড়ে ১৫ টাকা পিস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। ৩০ টাকার পেঁয়াজ ৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে নতুন পটল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে। ভারত থেকে আমদানিকৃত সজনে ডাঁটা বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা কেজিতে। সবজি কিনতে আসা মোসলেম আলী বলেন, "সুযোগের সবাই সৎ ব্যবহার করে। রোজার দুই দিন আগে যেসব সবজি যে দামে কিনলাম, আজ সেসব সবজির দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এভাবে দাম বাড়লে আমরা সাধারণ মানুষ চলব কি করে?"রিকশাচালক গোলাম রাব্বানী বলেন, "আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। দিনে যে সামান্য উপার্জন হয়, তা দিয়েই সংসার চলানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর বাজারে সব সবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকদিন আগেও দাম নাগালের মধ্যে ছিল। " হিলি বাজারের সবজি ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক মন্ডল বলেন, "রোজার আগেও আমরা কম দামে প্রতিটি সবজি বিক্রি করেছি। এখন সব সবজি বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। বিরামপুর-পাঁচবিবি থেকে পাইকারি সবজি কিনছি। সেখানকার বাজারেই দাম বেশি। আসলে পাইকারি বাজারে চাহিদা তুলনায় আমদানি কম। যার কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। "

জামালপুরে আইনজীবী ও শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরে পাল্টাপাল্টি মানববন্ধন করেছে আইনজীবী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গত সোমবার জেলা জজ আদালতে আইনজীবী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার জেলা আইনজীবী সমিতি ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা পাল্টাপাল্টি মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করে। সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে জেলা আইনজীবী সমিতির ভবনের সামনে জেলা আইনজীবী সমিতি এই মানববন্ধন কর্মসুচির আয়োজন করে। ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে জেলা আইনজীবী সমিতির সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল আওয়ালের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক রিশাদ রেজওয়ান বাবু, সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট জামিল হাসান তাপস, বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মঞ্জুর কাদের বাবুল খান, অ্যাডভোকেট দিদারুল ইসলাম, আইনজীবী সহকারী সমিতির সভাপতি আবু তাহের তারা, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বাবুল সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এ সময় বক্তারা বলেন, ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবীদের উপর হামলা করে। তাদের হামলায় কয়েকজন আইনজীবী ও আইনজীবী সহকারী আহত হয়। তারা আইনজীবীদের গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শণ করে বিচারাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা ও আদালতের স্বাভাবিক বিচার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাদের দাবী নিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য আহবান করা হলেও তারা আমাদের ডাকে সাড়া না নিয়ে উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। অপর দিকে, দুপুরে সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ প্রাঙ্গণে পাল্টা মানববন্ধন করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধন কর্মসুচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা শাখার আহবায়ক মীর ইসহাক হাসান ইখলাস, আমিমুল ইহসান, আফরিন জান্নাত আখি, রেদুয়ান খন্দকার মাহিনসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, একটি ধর্ষণ মামলায় জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতি করে আসামীকে নির্দোষ প্রমাণের অপচেষ্টা করে আইনজীবীরা। আদালতে আইনজীবীরা ধর্ষকের পক্ষে অবস্থান নেয়। আর সাধারণ শিক্ষার্থীরা ধর্ষকের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে জন্ম নিবন্ধন জালিয়াতি করে আসামীর বয়স কমানোর ব্যাপারে আইনজীবীদের কাছে এর জবাবদিহি চায়। এ সময় আইনজীবীরা মব জাস্টিস সৃষ্টি করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও মারধর করে। তাদের হামলায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। আমরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবী করছি। উল্লেখ্য, গতকাল একটি ধর্ষণ মামলার শুনানিকে কেন্দ্র করে আইনজীবী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় চার জন আইনজীবী, একজন আইনজীবী সহকারী ও ছয় জন শিক্ষার্থী আহত হয়।

মান্দায় অভয়াশ্রম থেকে মাছ লুট রিংজাল জাল জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর মান্দায় আত্রাই নদের বাগাতিপাড়া কবরতলাদহ অভয়াশ্রম ও আশপাশের এলাকা থেকে নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ লুটের অভিযোগ উঠেছে। নদের পানি কমে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি এলাকার কিছু অসাধু লোকজন গত কয়েকদিন ধরে অবাধে মাছ লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর। এসময় সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ রিংজাল জব্দ করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, নদের বাগাতিপাড়া অভয়াশ্রমসহ এর আশপাশের এলাকায় শতশত নিষিদ্ধ চায়না রিংজাল ফেলে মাছ শিকার করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে নিষিদ্ধ কচাল জালও। হঠাৎ করে নদের পানি কমে যাওয়ায় দেশিয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছ লুটের নেশায় মেতে উঠেন কিছু অসাধু লোকজন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাগাতিপাড়া এলাকার একজন বাসিন্দা বলেন, নদের পানি কমতে থাকায় গত ৩-৪ দিন ধরে অভয়াশ্রম এলাকায় রিংজাল ফেলার হিড়িক পড়ে গেছে। অনেকে আবার নতুন রিংজাল কিনেছেন মাছ শিকারের জন্য। এসব দেখে মনে হচ্ছে যেন অভয়াশ্রমে মাছ লুটের মহোৎসব চলছে। জানতে চাইলে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দিপংকর পাল বলেন, আত্রাই নদে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষনের জন্য বুড়িদহ ও বাগাতিপাড়া কবরতলাদহ এলাকায় অভয়াশ্রম করা হয়েছে। খরা মৌসুমে নদের পানি কমে গেলে অভয়াশ্রম দুটিতে মাছ সংরক্ষণ থাকবে। নতুন পানি এলে এখান থেকে মাছের পোনা সারা নদে ছড়িয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ আলম মিয়া বলেন, উপজেলা পরিষদ ও মৎস্য দপ্তরের অর্থায়নে আত্রাই নদের ভাটি এলাকায় দুটি অভয়াশ্রম করা হয়েছে। অভয়াশ্রম এলাকায় মাছ শিকার করার সংবাদে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ রিংজাল জব্দ করা হয়। অভয়াশ্রমে মাছ সুরক্ষার জন্য আজ বুধবার এলাকাবাসির সঙ্গে মতবিনিময় করা হবে।

দুর্গাপুরে হত্যা ও গরু লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোণার দুর্গাপুরে জয়নাল মিয়া (৬৫) নামের এক পাহারাদারকে হত্যা করে একটি ফার্মের সাত গরু ডাকাতির মামলায় ৩ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ। এর আগে গত সোমবার দুর্গাপুর উপজেলার রামবাড়ী এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো, উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের রামবাড়ীর দূর্গাশ্রম গ্রামের দোলন মিয়া দুলাল (২৮), রামবাড়ী গ্রামের আঃ আউয়াল ওরফে আবাল (৩২, শুকনাকুড়ি গ্রামের আঃ মান্নান ওরফে মান্নান (৪২)। প্রেস ব্রিফিং সূত্রে জানা গেছে, তথ্য-প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাত দোলন মিয়া দুলাল'কে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে দোলন মিয়া। পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য আব্দুল মান্নান ওরফে মান্নান ও আঃ আউয়াল ওরফে আবাল'কে গ্রেপ্তার করা হয়। হত্যা ও ডাকাতির ঘটনায় মোট ৭জন জড়িত ছিলো বলেও জানায় পুলিশ। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এর আগে ৬ মার্চ দিবাগত রাতে এ ঘটনাটি ঘটে। পরদিন ৭ মার্চ সকালে খড়ের ঘরের পালার সাথে, বাঁধা অবস্থায় জয়নাল মিয়ার মরদেহ দেখতে পায় তার সহকর্মী। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নিহতের ছেলে জালাল উদ্দিন বাদী হয়ে ৮/১০ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে মামলা দায়ের করেন মামলা নং-৪। নেত্রকোণা জেলা পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ আরও বলেন, ঘটনায় জড়িত অন্যান্য ডাকাতদের গ্রেফতার, লুণ্ঠিত গরু উদ্ধার এবং ঘটনায় ব্যবহৃত পিকআপ গাড়ীটি সনাক্ত করে আটকের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কাহারোলে ডাবোর ইউপি বিএনপির ইফতার মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ১ নং ডাবোর ইউনিয়ন বিএনপির ইফতার মাহফিল গত সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাবোর বিএনপির সভাপতি মোঃ ওবায়দুর রহমান। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপজেলা ছাত্র বিষয়ক মোঃ জুয়েল রানা। ইফতারের পূর্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, দিনাজপুর -১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশি জেলা বিএনপির সহসভাপতি এবং বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনজুরুল ইসলাম মনজু। বিষেশ অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন - সাধারণ সম্পাদক ও কাহারোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা বাদশা। কাহারোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মোঃ শামিম আলী। কাহারোল উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ মাইন উদ্দিন। কাহারোল উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক মোঃ সাঈদ হোসেন বাবু। আলোচনা শেষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয়

ঋণের সুদহার কমিয়ে আস্থা ফেরাতে হবে

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি উদ্বেগজনক হারে কমেছে। চলতি মাসের শুরুতে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) মুদ্রানীতিতে বেসরকারি ঋণ প্রবৃদ্ধি ও নীতি সুদ হার অপরিবর্তিত রাখা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বছরে দুইবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঋণ, মুদ্রা সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ, বৈদেশিক সম্পদ কতটুকু বাড়বে বা কমবে এর একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। অনেক সময় বিনিয়োগকে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ধরা হয়। বিনিয়োগ ব্যক্তি খাতে যেমন হতে পারে, তেমনি হয় রাষ্ট্রীয় খাতে। যেকোনো দেশে ব্যক্তি বা বেসরকারি বিনিয়োগ বড় একটা দিক। সাম্প্রতিক বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এলসি খোলার হার কমেছে ৭ শতাংশ আর উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। ঋণের সুদহার বাড়ানোতে চরম সংকটে পড়েছে বেসরকারি খাত। ফলে ব্যবসার প্রসারসহ থমকে রয়েছে বিনিয়োগ। সাম্প্রতিক বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরশীল ছোট, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এলসি খোলার হার কমেছে ৭ শতাংশ আর উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। ঋণের সুদহার বাড়ানোতে চরম সংকটে পড়েছে বেসরকারি খাত। ফলে ব্যবসার প্রসারসহ থমকে রয়েছে বিনিয়োগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের মুদ্রানীতিতে একদিকে যেমন উচ্চ নীতি সুদ হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনীতিতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা হয়নি। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ সেভাবে উৎসাহিত হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য নিশ্চয়ই এটা শুভ সংবাদ নয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে বিরাজমান অনিশ্চয়তার সময় বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। তবে বৃহৎ আকৃতির বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা না গেলেও ব্যবসার অগ্রগতি বজায় রাখার স্বার্থে স্বাভাবিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার কোনো বিকল্প নেই। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি স্বাভাবিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত না থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই স্থবিরতা নেমে আসবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে না, বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে, দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যেতে পারে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে। এমনকি দেশে মন্দা অবস্থাও দেখা দিতে পারে, যা দেশের সার্বিক অর্থনীতির জন্য মোটেই ভালো নয়। দেশের অর্থনীতি নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। ছোট-বড় সব ব্যবসার ক্ষেত্রেই নানা ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। শিল্প, ব্যবসা, বিনিয়োগ সব কিছুই যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে। এ অবস্থায় বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। উদ্যোক্তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ঋণের সুদহার হ্রাস একান্ত অপরিহার্য।

ঋণের সুদহার বাড়ানোতে চরম সংকটে পড়েছে বেসরকারি খাত। ফলে ব্যবসার প্রসারসহ থমকে রয়েছে বিনিয়োগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের মুদ্রানীতিতে একদিকে যেমন উচ্চ নীতি সুদ হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনীতিতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা হয়নি। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ সেভাবে উৎসাহিত হবে না। ব্যবসায়ীদের জন্য নিশ্চয়ই এটা শুভ সংবাদ নয়

নারী নির্যাতন: প্রতিরোধের পথ ও সকলের দায়িত্ব

সাম্প্রতিককালে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ১৮৯ জন নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৪৮ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই পরিসংখ্যান শুধুমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি, বাস্তবে এর সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। এই ভয়াবহ চিত্র আমাদের সমাজে নারী নির্যাতনের ভয়ংকর অবস্থা প্রকাশ করছে। ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের কারণে নির্যাতন ও হত্যা, গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতন–এসব ঘটনাগুলো আমাদের সামাজিক কাঠামোর দুর্বলতা ও আইন প্রয়োগের ব্যর্থতাকে প্রতিফলিত করে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হলে কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধীদের দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা ও মানসিক সহায়তা দিতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পরিবার পর্যন্ত নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর নীতি গ্রহণ করা জরুরি। একটি সভ্য ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের জন্য নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধ করা অপরিহার্য। এই সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র আইন ও প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই এটি সম্ভব। নারী নির্যাতন রোধে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে এবং একটি নিরাপদ ও সমানাধিকারের সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দেশপ্রেমে জাতীয় অগ্রগতি

স্বদেশ নিজের জন্মভূমি। জন্মভূমি ও জন্মভূমির মানুষকে ভালোবাসতে হয় ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে সহনশীল হতে হয়। সার্বভৌমম-িত জন্মস্থান ও দেশ মাতৃকা বাংলাদেশ। এদেশের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুগভীর ও সমৃদ্ধ। বাঙালি জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। ভাষার নামানুসারে আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রকৃতি পরিবেশ সবকিছুই এ দেশের মানুষের অর্থাৎ আমাদের সম্পদ। কথায় আছে- মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি, ভালোবাসি দেশের জনসমষ্টিকে। জনসমষ্টিই দেশের প্রাণ ও সব ক্ষমতার উৎস। এ দেশের জনসমষ্টির মধ্যে রয়েছেন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খিষ্টান ধর্মীয় অনুসারী। ধর্মীয় রীতিনীতি যার যার রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও সম্প্রীতি সব জনতার। প্রতিনিয়তই সব শ্রেণীর মানুষের মেলামেশা, উঠা-বসা হচ্ছে জীবন জীবিকার কর্মযজ্ঞ। কথায় আছে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। মানুষই সামাজিক কর্মকা- করে সভ্যতার চর্চা করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগায় নিজ হিত ও অপরাপর কল্যাণে। মানুষের কল্যাণেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও জাতীয়তার বন্ধন। এদেশে জাতীয়তার বন্ধনে সব জনগণই বাংলাদেশি। এদেশের মানুষ বিভিন্ন সময়ে বৃহৎ ঐক্যের সংগ্রাম করেছে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার লড়াই। এ লড়াইয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক জেলে তাঁতি কামার-কুমার, বিভিন্ন পেশাজীবী ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, শিল্পী, পুলিশ-আনসারসহ সব শ্রেণীর মানুষ ও সব ধর্মানুসারীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া অনেকেই নানা ভাবে মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। এটা তো কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙালির সম্মিলিত প্রয়াস ও বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় নেতৃত্বই মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতায় ও স্বাধীন দেশে পরিণত করে। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষকে সহযোগিতা করে ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল ভুটান। প্রতিবেশী ও সম্প্রীতি অন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে স্থানীয় ও জাতীয় অঙ্গনে। বাঙালির জাতীয় ঐক্যের প্রতীক লাল-সবুজের পতাকা ও ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মানচিত্র। এদেশের গুরুত্বপূর্ণ লিখিত দলিল হচ্ছে সংবিধান। আর সাংবিধানিক নাম হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ইহকাল-পরকালের সফলতায় রোজা

ইকতেদার আহমেদ

আল্লাহ তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। ইবাদত দু'ধরনের। এর একটি হলো 'হাক্কুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর হক। আর অন্যটি 'হাক্কুল ইবাদ' অর্থাৎ বান্দার হক। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অধিকার বা কর্তব্যকে হাক্কুল্লাহ বলে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অনেক ধরনের ইবাদত করি। সেগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন সালাত (নামাজ), সাওম (রোজা), হজ ইত্যাদি। আল্লাহর হক আদায়ের আগে প্রত্যেক মানুষকে অন্তর থেকে যা বিশ্বাস করতে হবে তা হলো আল্লাহ আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর আদেশে পৃথিবীর সবকিছু আবার ধ্বংস হবে। আমাদের জীবন-মৃত্যু সব তাঁর হাতে। পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। তাঁর হাতে সব সৃষ্ট জীবের রিজিক। আমরা তাঁর ইবাদতকারী। তিনি ব্যতীত উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। এ সবকিছু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা হলো বান্দার উপর আল্লাহর হক। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষকে বসবাস করতে হয়। আমরা পিতা-মাতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিয়ে সামাজিকভাবে একসাথে বসবাস করি। একজনের সুখে-দুঃখে অন্যজন সাড়া দিই। বিপদাপদে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি। পরস্পরের প্রতি এ সহানুভূতি দায়িত্ব হলো হাক্কুল ইবাদ, অর্থাৎ বান্দার হক বা অধিকার। মানুষের প্রতি মানুষের হক বা অধিকারকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন : ১. নিকটাত্মীয়ের হক; ২. দূরাত্মীয়ের হক; ৩. প্রতিবেশীর হক; ৪. দেশবাসীর হক; ৫. শাসক-শাসিতের হক; ৬. সাধারণ মানুষের হক; ৭. অভাবী লোকের হক এবং ৮. অমুসলিমদের হক। প্রতিটি মুসলমানের আল্লাহর হক পালন করার সাথে সাথে সমভাবে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। সাওম আরবি শব্দ। এর ফারসি প্রতিশব্দ রোজা, যা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে। সাওমের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় সাওম হলো– সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নারী-পুরুষের উপর রমজান মাসের এক মাস সাওম পালন ফরজ। রোজা ইসলাম ধর্মের পঞ্চম স্তম্ভের একটি। আল্লাহ মানুষের ধৈর্যের শিক্ষাদান ও বিভিন্ন রিপু দমনে রোজা ফরজ করেছেন। রোজা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সব উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহাল আল্লাহ বলেন 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করতে পারো।' (সূরা বাকারা-১৮৩) রোজা সম্পর্কে আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেন 'রমজান মাস এমন মাস, যার ভেতর কুরআন শরিফ নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের পথপ্রদর্শক এবং সত্য পথ প্রদর্শনের ও সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করার স্পষ্ট নিদর্শন। তোমাদের ভেতরে যে কেউ রমজান মাস প্রাপ্ত, সে যেন তাতে রোজা রাখে। যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিংবা প্রবাসে (সফরে) থাকে, সে ব্যক্তি যেন (ইফতারের দিবসগুলোর) পরিমাণ হিসাব করে পরবর্তী দিবসে রোজা রাখে।' (সূরা বাকারা-১৮৫) রোজা পালন করলে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। ধনীরা গরিবের অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ফলে তারা দানখয়রাতে উৎসাহিত হয়। রোজা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। রমজান মাসে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বমানবের মুক্তি সনদ সর্বাঙ্গীণ জীবনব্যবস্থা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। এর দ্বারা রমজান মাসের বিশেষ ফজিলতের কথা প্রমাণিত হয়। রমজান মাসে আল্লাহ দুনিয়ার সব প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য বিশেষ ইবাদত রোজা ফরজ করে অশেষ নেকি হাসিলের এবং আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। এ মাসে তারাবির নামাজ আদায় করে আল্লাহর বান্দারা তাঁর নৈকট্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে। এ মাসের অন্য অনন্য বৈশিষ্ট হলো এ মাসে যে ব্যক্তি একটি নফল ইবাদত আদায় করে সে অন্য মাসের একটি ফরজ আদায় করার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ আদায় করে, সে অন্যান্য মাসের ৭০টি ফরজ কাজ আদায় করার সওয়াব লাভ করবে। এ মাসে এমন একটি রাত আছে যাকে বলা হয় 'কদরের রাত'। এ রাতে যারা ইবাদত-বন্দেগি করবে তারা এক হাজার মাসের ইবাদত-বন্দেগি করার সওয়াবের তুল্য সওয়াব পাবে। এ মাসে ঈমানদারদের রিজিক আল্লাহ বাড়িয়ে দেন। এ মাসে রোজাদারকে ইফতার করালে অশেষ সওয়াবের ভাগীদার হওয়া যায়। শবেকদরের রাত কোনটি সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কুরআন মাজিদে কিছু বলা হয়নি। হুজুর পাক সাঃ-কে সাহাবিরা শবেকদর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'রমজানের শেষ ১০ দিনের বিজোড় তারিখে শবেকদরের তালাশ করো। শবেকদর যেন কোনোভাবে ছুটে না যায় সে জন্য অনেক মুমিন মুসলমান রমজানের শেষ ১০ দিন এতেকাফ পালন করেন। ইমাম আবু হানিফা রহঃ-এর মতে, ২৭ রমজান হলো শবেকদরের রাত। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সূরা কদরে 'লাইলাতুল কদর' বাক্যটি তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাক্যটি লিখতে ৯টি হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। ৯ কে তিন দিয়ে গুণ করলে ২৭ হয়। এ কারণে তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী রমজানের ২৭ তারিখের রাত হলো শবেকদর, অর্থাৎ কুরআন নাজিলের রাত। হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করায়, তার বরকতে সে ব্যক্তি সব পাপ থেকে নাজাত লাভ করে এবং দোজখ থেকেও তার মুক্তি লাভ ঘটবে। আর ওই রোজাদার ব্যক্তি রোজার বদলে যে সওয়াব লাভ করবে, সেও তার সমপরিমাণ সওয়াবের ভাগীদার হবে। এর দ্বারা রোজাদারের সওয়াব কম করা হবে না। হুজুর পাক সাঃ-এর পবিত্র জবান হতে এ কথা শ্রবণ করার পর উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রত্যেকের এমন খানাপিনা নেই, যার দ্বারা রোজাদারকে ইফতার করাতে পারি। তখন হুজুর পাক সাঃ বললেন, 'একটি খুরমা, একটু দুধ, একটু পানি দিয়ে যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে ব্যক্তি এ সওয়াব হাসিল করবে।' রমজান মাস এত বরকতপূর্ণ যে, এর কোনো তুলনা নেই। এ মাসটি উম্মতে মুহাম্মদির জন্য আল্লাহর খাস রহমত। হুজুর পাক সাঃ আরো বলেন, 'আমার উম্মতদের রমজান মাসে এমন পাঁচটি নিয়ামত দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোনো নবীর উম্মতদের দান করা হয়নি। এ নিয়ামতগুলো হলো ক. রোজাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশক বা কস্তুরির চাইতেও অধিক সুগন্ধি বলে বিবেচিত; খ. এ মাসে রোজাদারের পক্ষ হয়ে পানির মাছ আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে; গ. রোজার মাসে প্রতিদিন বেহেশতকে নতুন সাজে সাজানো হয় এবং আল্লাহ পাক বেহেশতদের উদ্দেশ্য করে বলেন 'আমার নেক বান্দারা পৃথিবীর দুঃখপূর্ণ জীবন শেষ করে তোমাদের বুকে স্থান নিতে শিগগির আসছে; ঘ. রমজান মাসে শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়। এ জন্য শয়তান অন্য মাসের মতো এ মাসে রোজাদারকে ধোঁকা ও বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে না এবং ঙ. এ মাসের শেষ রাতে রোজাদার বান্দাদের সব গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কথা ঘোষণা দেয়া হয়। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোজা। রোজা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয় ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। রোজাদার ব্যক্তি নিম্নের ছয়টি বিষয় যত্নসহকারে আমল করতে পারলে আল্লাহর রহমতে রোজার সওয়াব, বরকত লাভ করে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ এবং সাফল্য লাভ করতে পারবে ১. রোজাদার নিজের চোখের নজরকে হিফাজত করবে। শরিয়তে জায়েজ নেই এমন কিছুর প্রতি চোখের নজর যাতে না পড়ে এর প্রতি সতর্ক থাকা। এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে এমনভাবে তাকাবে না যাতে একের প্রতি অন্যের কামভাব জাগ্রত হয়। ২. রোজাদার নিজের জবানকে হিফাজত করবে। অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা, বাজে কথা বলা, অন্যের গিবত বা কুৎসা করা, কাউকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। রোজা রেখে জবান সংযত না করলে রোজার বরকত থাকে না। হুজুর পাক সাঃ বলেন, 'কোনো রোজাদারের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করতে চায়, তবে রোজাদার ব্যক্তি যেন তাকে বলে দেয়, আমি রোজা রেখেছি।' (অর্থাৎ অন্যের উসকানি সত্ত্বেও ঝগড়ায় জড়িত না হয়ে রোজার মর্যাদা রক্ষা করবে) আর কথা বলার পরও যদি ওই ব্যক্তি না শুনে, তবে নিজ মনকে এ বলে সান্ত্বনা দেবে যে, রোজা রেখে তার পক্ষে আত্মকলহে লিপ্ত না হওয়া উচিত। অন্যের কুৎসা (গিবত) বলা কবিরা গুনাহ। অনেকে এটিকে কবিরা গুনার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ৩. রোজাদার নিজ কানের হিফাজত করবে। যে সব বাক্য বলা পাপ তা শুনাও পাপ। হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে যে গিবত করে আর যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করে উভয়ে গুনাহগার। ৪. শরীরের অন্য সব অঙ্গকে সমস্ত অন্যায় কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যেমন হাত দিয়ে অন্যায়ভাবে কিছু স্পর্শ না করা, পা দিয়ে কোনো খারাপ পথে না যাওয়া ইত্যাদি। ৫. হালাল রোজগার দিয়ে হালাল বস্তু ক্রয় করে ইফতার করবে। হাদিস শরিফে আছে 'হারাম বস্তু যদি এক গ্লাস পরিমাণও খায়, তাতে ৪০ দিনের ইবাদত-বন্দেগি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, হারাম বস্তু দিয়ে যাতে ইফতার করতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ৬. ইফতার সাহরিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না। কেন না, রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সংযমী হওয়া এবং মানুষের অন্তরের পশুশক্তিকে নিস্তেজকরত আত্মার শক্তিকে সজীব করা। মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ দেহকে সবল করে পাশবিকশক্তি জোরদার করে এবং আত্মার শক্তিকে কমিয়ে দেয়। এ জন্য মুমিন মুসলমানরা সবসময় বিশেষত রোজার মাসে পরিমিত খাদ্য গ্রহণে তৃপ্ত হয়ে থাকেন। রমজানের এক মাস ইবাদত-বন্দেগি ও সংযমের মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের সব ধরনের অন্যায় ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখার যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা পরবর্তী ১১ মাস ধরে রাখতে পারলে তাদের পক্ষে সব ধরনের অন্যায় ও অনৈতিক কাজ পরিহারপূর্বক জীবনধারণ সম্ভব। এরূপ জীবনধারণ যারা করতে পারবেন তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় সফল।

শরিয়তে জায়েজ নেই এমন কিছুর প্রতি চোখের নজর যাতে না পড়ে এর প্রতি সতর্ক থাকা। এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে এমনভাবে তাকাবে না যাতে একের প্রতি অন্যের কামভাব জাগ্রত হয়। ২. রোজাদার নিজের জবানকে হিফাজত করবে। অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা, বাজে কথা বলা, অন্যের গিবত বা কুৎসা করা, কাউকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। রোজা রেখে জবান সংযত না করলে রোজার বরকত থাকে না। হুজুর পাক সাঃ বলেন, 'কোনো রোজাদারের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করতে চায়, তবে রোজাদার ব্যক্তি যেন তাকে বলে দেয়, আমি রোজা রেখেছি।' (অর্থাৎ অন্যের উসকানি সত্ত্বেও ঝগড়ায় জড়িত না হয়ে রোজার মর্যাদা রক্ষা করবে) আর কথা বলার পরও যদি ওই ব্যক্তি না শুনে, তবে নিজ মনকে এ বলে সান্ত্বনা দেবে যে, রোজা রেখে তার পক্ষে আত্মকলহে লিপ্ত না হওয়া উচিত। অন্যের কুৎসা (গিবত) বলা কবিরা গুনাহ। অনেকে এটিকে কবিরা গুনার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ৩. রোজাদার নিজ কানের হিফাজত করবে। যে সব বাক্য বলা পাপ তা শুনাও পাপ। হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে যে গিবত করে আর যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করে উভয়ে গুনাহগার। ৪. শরীরের অন্য সব অঙ্গকে সমস্ত অন্যায় কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যেমন হাত দিয়ে অন্যায়ভাবে কিছু স্পর্শ না করা, পা দিয়ে কোনো খারাপ পথে না যাওয়া ইত্যাদি। ৫. হালাল রোজগার দিয়ে হালাল বস্তু ক্রয় করে ইফতার করবে। হাদিস শরিফে আছে 'হারাম বস্তু যদি এক গ্লাস পরিমাণও খায়, তাতে ৪০ দিনের ইবাদত-বন্দেগি নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, হারাম বস্তু দিয়ে যাতে ইফতার করতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ৬. ইফতার সাহরিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না। কেন না, রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সংযমী হওয়া এবং মানুষের অন্তরের পশুশক্তিকে নিস্তেজকরত আত্মার শক্তিকে সজীব করা। মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ দেহকে সবল করে পাশবিকশক্তি জোরদার করে এবং আত্মার শক্তিকে কমিয়ে দেয়। এ জন্য মুমিন মুসলমানরা সবসময় বিশেষত রোজার মাসে পরিমিত খাদ্য গ্রহণে তৃপ্ত হয়ে থাকেন। রমজানের এক মাস ইবাদত-বন্দেগি ও সংযমের মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের সব ধরনের অন্যায় ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে রাখার যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা পরবর্তী ১১ মাস ধরে রাখতে পারলে তাদের পক্ষে সব ধরনের অন্যায় ও অনৈতিক কাজ পরিহারপূর্বক জীবনধারণ সম্ভব। এরূপ জীবনধারণ যারা করতে পারবেন তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় সফল

লেখক : ইকতেদার আহমেদ; সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

মব থামাবে কে?

গাজী তারেক আজিজ

দেখতে দেখতে ছয় মাস পার করল অন্তর্বর্তী সরকার। পার করছে চরম বৈরী সময়। এরই মধ্যে ঘটে গেল আরেক নির্মমতা। গুঁড়িয়ে দেয়া হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের তীর্থস্থান খ্যাত ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি। যে বাড়িতে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যাকা-ের শিকার হন বঙ্গবন্ধুসহ একই পরিবারের মোট ১৭ জন সদস্য শহীদ হন। এ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিকটআত্মীয় আরও ৯ জন শহীদ হন। সর্বমোট ২৬ জনকে খুনিরা নৃশংসভাবে সে রাতে খুন করে, যা ছিল নজিরবিহীন এক হত্যাযজ্ঞ। ভয়ংকর সেই হত্যাকা- ঘটানোর পর ওই সময় খুনিরা প্রকাশ্যে তাদের এ হত্যাকা-ের ঘটনা বিভিন্ন বিদেশি সংবাদমাধ্যমে স্বীকার করে। এ হত্যাকা- কোনোভাবেই বিচারের আওতায় যেন কোনদিন না আসে তাই দেশে নতুন আইন 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' চালু করা হয়, যা কালো আইন বলে খ্যাত। নির্মম এই হত্যাকা- যারা করেছে তাদের বিচারের আওতায় না এনে উল্টো বিচারের পথ আইনগতভাবে রূদ্ধ করার বেআইনি প্রক্রিয়া জাতিকে করেছিল কলুষিত। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকা-ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনি ব্যবস্থা থেকে অনাক্রম্যতা বা শাস্তি এড়াবার ব্যবস্থা প্রদানের জন্যই মূলত বাংলাদেশে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ এ ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। এতে করে তৎকালীন সময়ে বিচার পাওয়ার পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে বলে মনে করা হলেও আদতে তা হয়নি। ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায় থেকে বিচার ও শাস্তি নিশ্চিতের মাধ্যমে সেই কালো আইন কিংবা বিচারহীনতার যে আইনানুগ সংস্কৃতি তা থেকেও দেশ, দেশের বিচারব্যবস্থা ও বিচারালয় কলুষমুক্ত হতে পেরেছিল বলেও ধরে নেয়া হয়। তথাপিও আরেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রামে সার্কিট হাউসে হত্যা করে। তখন বুঝতে বাকি থাকে না, দেশের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা দেশবিরোধী চক্র থেমে ছিল না। আর সেটা যুগে যুগে চলমান ছিল, আছে এবং থাকবে। রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিকে ক্ষমতা থেকে হটানো কিংবা হটাতে চক্রান্ত করে দেশকে চরম অস্থিতিশীল করেও কেমন যেন এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে আরেক ধরনের লোক। এ অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে হয় কৌশলী হতে হবে অথবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকা চাই। যুগে যুগে এই ধরনের অবস্থা বা সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে শাসকদের কেউ কেউ এতটাই কঠোর ও কঠিন হয়েছে যে তা নির্মমতার মাত্রা অতিক্রান্ত করেছে। একটা পর্যায়ে তারা স্বৈরশাসক তকমা পেয়ে আরো বেশিমাত্রায় কঠোর হয়েছেন। সবার কেউ কেউ আরো বেপরোয়া হতেও দ্বিধা করেননি। এই পরিস্থিতি উতরিয়ে কেউ মহান হতে পেরেছেন তেমনটা দেখা যায় না খুব একটা। আবার শাসকের রোষানলে পড়ে নিজেদের জীবন-যৌবন কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এসব নেতারা গণমানুষের রাজনীতি করে জীবন-যৌবন উৎসর্গ করেছেন। তেমনই একজন ছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি মানুষকে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে আত্মবলিদান করেছেন সমহিমায়, সগৌরবে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে একটা স্বাধীন সার্বভৌম ভূখ- উপহার দিয়েছিলেন। আর এই সময়ে এসে তাকেও চরম দেশপ্রেমের পরীক্ষায় পড়তে হচ্ছে! তা না হলে কেন তার নিজের বাসভবন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও শেষে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। সভ্য সমাজ তো দূরে থাক, অতীতের সব সংকটেও কেউ যে বাড়ির দিকে আঙুল তুলে কথা বলার সাহস করেনি, তাই হলো। তারপর কী দেখলাম? মিডিয়ার অতি উৎসাহ যতটা না মানুষকে বিদ্বেষ ছড়িয়েছে ঠিক ততটাই নজিরবিহীন পাহারাদারের ভূমিকাও ছিল লক্ষণীয়। সেটা কেমন? প্রশ্ন থেকে যেতে পারে! তা হচ্ছে আরেক ধরনের গুজব রটিয়ে ফায়দা ওঠানো। যেমন ৩২ নাম্বারের সেই বাড়িটার পার্কিং বেজমেন্টে তথাকথিত আয়নাঘরের সন্ধান লাভের আশায় কথিত ভিউ ব্যবসায়ী অনলাইন মাল্টিমিডিয়ার ক্যামেরা। না হলে সুযোগ মতো সেখানটায়ও কোন না কোন হাড়গোড় রেখে আরেক গল্পের ফাঁদ পেতে মিডিয়ার খোরাক বানানো যেত, যা মিডিয়ার কল্যাণে আর হয়নি। দীর্ঘ কয়েকদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর হতাশ হয় তথাকথিত 'মবকারীরা'। কিছুই পাওয়া গেল তো না-ই! একটা যেনতেন ছোট কয়েক ইঞ্চি সাইজের হাড় নিয়েও গবেষণার কোন কমতি নেই! একেকজন যেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তা ভালো কথা! পাশাপাশি সারাদেশে শুরু হলো ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা। গাজীপুরে হলো ব্যতিক্রম। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের বাসায় অগ্নিসংযোগ আর লুটপাট করতে গেলে স্থানীয় জনতার দাবড়ানি খেয়ে পালাতে তো পারলোই না উল্টো হামলার শিকার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কতিপয় নেতাকর্মীর। এতে ক্ষেপে যায় কেন্দ্রীয় নেতারা। তারা ও স্থানীয় নেতাদের দাবি তারা সাবেক মন্ত্রী মোজাম্মেল হকের বাড়ি রক্ষা করতেই গিয়েছিল। আর হামলার শিকার হয়েছে। তারা ভাবতেই পারেনি এভাবে প্রবল বিরোধিতায় পড়তে হতে পারে! কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের কর্মসূচি চলে। এই কয়দিনে আরো দেখা হয় ৩২ নম্বরের ইট রডসহ খুলে নিয়ে যেতে। সারাদেশে সাঁড়াশি অভিযানের নামে সেনাবাহিনীসহ যৌথ বাহিনীর নেতৃত্বে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট'। ধরা হতে থাকে আওয়ামী লীগ, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী, সমর্থকদের। বলা হয়েছিল গায়েবি মামলা হচ্ছে। হয়েছেও তাই। সরকারে থেকেই আইন উপদেষ্টা বললেন, মামলায় নাম থাকলেই যেনতেন গ্রেপ্তার নয়। পুলিশপ্রধানও একই কথা বারবার বলেছেন। তারপরও অনেক নিরীহ লোককে ধরে উল্লেখিত গায়েবি মামলায় ফরওয়ার্ড করতে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি যাদের নাম এজাহারে উল্লেখ করেছে কিন্তু অভ্যুত্থান তথা আন্দোলনে কোন ভূমিকা ছিল না তেমন লোকদের ধরে চালান করা হচ্ছে। এতে কী হচ্ছে? একটা পরিবার আর্থিক ও মানবিক বিপর্যয়ে পড়ছে। উপরন্তু গ্রেপ্তার হলে জামিন পেতে ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। আর এক শ্রেণীর লোক মামলার তদ্বির বাণিজ্য করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এই পর্যন্ত ডেভিল হান্টে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় ২ হাজার লোক। জানা হয়নি সবাই আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থক কিনা? তাছাড়া সরকার থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের এবং অন্য যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তাদের 'ডেভিল' বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। এক শ্রেণির আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকরা তৎকালীন সময়েও যেমন বেনিফিশিয়ারি নয়। তেমনই এখনও মানবেতর জীবনযাপন করছে বলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েও কি রক্ষা হচ্ছে? বোধ করি অনেকটাই অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঝড় তৃণমূলের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকা কর্মীদের জন্য অশনিঝড়। এদিকে সরকার থেকেও ঘোষণা করা হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে। এতেও কেউ কেউ সন্দিহান। কারণও অনেকটা স্পষ্ট। রাজনীতিকদের দ্বিচারিতা। তাদের একেক সময় একেক ধরনের বয়ান। কখনো সংস্কারের কথা বলে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া। আবার কখনো প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি জোরালো করা; আবার যাদের ভোটের মাঠে অতিশয় দুর্বল বলে ভাবা হচ্ছে তারাই আবার প্রার্থী চূড়ান্ত করে ঘোষণা দিতেও শুরু করেছে। অন্যদিকে ভোটের রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত বড় দল বিএনপি ভোটের বিকল্প কিছুই ভাবছে না। তাদের দাবি প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচন। আবার নেতাদের একেক কথাও পরিষ্কার যথাসময়ে ভোট অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে।

এদিকে ভোটের মাঠে যোগ বিয়োগ গুন ভাগের যে সমীকরণ এতে করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আরেকটি কমিটি, জাতীয় নাগরিক কমিটিও রাজনৈতিক দল গঠন তথা আত্মপ্রকাশ নিয়ে ঘোষণা দিতেই যদিও বিএনপি স্বাগত জানিয়েছে তথাপিও সতর্ক উচ্চারণে বলেছে সরকারে থেকে কেউ রাজনৈতিক দল গঠন করলে জনগণ ভালোভাবে নিবে না। মূলত, জনগণের দোহাই দিয়ে নিজেদের অভিব্যক্তিই প্রকাশ করেছে দলটি। যদিও অভ্যুত্থান-পরবর্তী তারা যথেষ্ট চাঙ্গা থাকলেও এখন এই ঘোরচক্র সময়ে কিছুটা হলেও আতিশয্যে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। আবার জামায়াত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের জোট গঠন করে চমকে দিতে চাইলেও কতটুকু সক্ষমতা রয়েছে তা নিয়েও বোদ্ধামহল তথা অপরাপর রাজনৈতিক দলগুলোও যথেষ্ট সন্দিহান। আবার ছন্নছাড়া আওয়ামী লীগ থেকে বলা হচ্ছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক কমিটি, এবি পার্টিসহ আরো কিছু দল মূলত জামায়াতের বি টিম হয়েই মাঠে রয়েছে। আর যদি ছাত্রদের দল জামায়াতের সঙ্গে ভোটের জোট করে সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সে অভিযোগ নেহাতই উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই বলেও অনেকেই তেমনটা মনে করছেন। সর্বোপরি সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে মব থামাতে। চলছে অপারেশন ডেভিল হান্ট। চলছে গ্রেপ্তার। নির্বাচনী আয়োজন। তথাপিও রাষ্ট্রীয় যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকটাও দেখতে হবে। কথায় আছে ছোটবেলায় পুকুরে ব্যাঙ দেখে বাচ্চাদের ঢিল ছোড়ার আনন্দে যেন ব্যাঙের পরিবারে বিষাদের ছায়া না নেমে আসে! ডেভিল বলা হোক আর সন্ত্রাসী বলা হোক নিরীহ লোক গ্রেপ্তার করে বাহবা না কুড়িয়ে সংখ্যা কম হোক তবু যথাযথ হোক। সেটাই কাম্য। আরো উদ্বেগ ভর করেছে দেশের সাজাপ্রাপ্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন এবং খালাস ও খালাসের প্রক্রিয়ায়।

এক শ্রেণির আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকরা তৎকালীন সময়েও যেমন বেনিফিশিয়ারি নয়। তেমনই এখনও মানবেতর জীবনযাপন করছে বলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েও কি রক্ষা হচ্ছে? বোধ করি অনেকটাই অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঝড় তৃণমূলের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত থাকা কর্মীদের জন্য অশনিঝড়। এদিকে সরকার থেকেও ঘোষণা করা হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে। এতেও কেউ কেউ সন্দিহান। কারণও অনেকটা স্পষ্ট। রাজনীতিকদের দ্বিচারিতা। তাদের একেক সময় একেক ধরনের বয়ান। কখনো সংস্কারের কথা বলে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া। আবার কখনো প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবি জোরালো করা; আবার যাদের ভোটের মাঠে অতিশয় দুর্বল বলে ভাবা হচ্ছে তারাই আবার প্রার্থী চূড়ান্ত করে ঘোষণা দিতেও শুরু করেছে। অন্যদিকে ভোটের রাজনীতিতে অপেক্ষাকৃত বড় দল বিএনপি ভোটের বিকল্প কিছুই ভাবছে না। তাদের দাবি প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচন। আবার নেতাদের একেক কথাও পরিষ্কার যথাসময়ে ভোট অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে।
এদিকে ভোটের মাঠে যোগ বিয়োগ গুন ভাগের যে সমীকরণ এতে করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের আরেকটি কমিটি, জাতীয় নাগরিক কমিটিও রাজনৈতিক দল গঠন তথা আত্মপ্রকাশ নিয়ে ঘোষণা দিতেই যদিও বিএনপি স্বাগত জানিয়েছে তথাপিও সতর্ক উচ্চারণে বলেছে সরকারে থেকে কেউ রাজনৈতিক দল গঠন করলে জনগণ ভালোভাবে নিবে না। মূলত, জনগণের দোহাই দিয়ে নিজেদের অভিব্যক্তিই প্রকাশ করেছে দলটি

সিরিয়ায় সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আসাদপন্থিদের ব্যাপক সংঘর্ষ, নিহত ৭০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সিরিয়ার নতুন সরকারের বাহিনীর সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত বাশার আল আসাদ অনুগতদের তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাশিয়া-নিয়ন্ত্রিত বিমানঘাঁটির কাছে লাতাকিয়া প্রদেশের এ সংঘর্ষে ৭০ জনেরও বেশি নিহত হয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে গতকাল শুক্রবার এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন বলছে, ওই এলাকায় কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ডিসেম্বরে আসাদের পতনের পর থেকে সিরিয়ার ইসলামপন্থি সরকারের সঙ্গে যুক্ত বাহিনীর ওপর এটি সবচেয়ে সহিংস হামলার কয়েকটি। এর বাইরে আলাউইত সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র ও আসাদ পরিবারের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সানা জানিয়েছে, বিশাল সামরিক শক্তি জাবলেহ শহরের দিকে যাচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সিরিয়ার বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, সরকার-সমর্থিত বাহিনী জাবলেহ ও এর আশেপাশের এলাকায় আসাদের প্রায় ৭০ যোদ্ধাকে হত্যা করেছে। তাছাড়া ২৫ জনেরও বেশি আসাদ সমর্থককে আটক করা হয়েছে।

হোমস ও আলেপ্পো শহরেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাচাই না করা ভিডিওতে হোমসের আবাসিক রাস্তায় প্রচণ্ড গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কর্নেল হাসান আব্দুল গনি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে লাতাকিয়ায় লড়াইরত আসাদের অনুগতদের প্রতি একটি সতর্কবার্তা জারি করেছেন। তিনি বলেন, হাজার হাজার মানুষ তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আবার কেউ কেউ খুনি এবং অপরাধীদের রক্ষায় পালিয়ে যাওয়ার ও মৃত্যুর জন্য জোর দিচ্ছে। পছন্দটি স্পষ্ট; আপনার অস্ত্র জমা দিন অথবা অনিবার্য পরিণতির মুখোমুখি হোন।

এ অবস্থায় অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার জন্য এই অঞ্চলটি একটি বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলাউইত সম্প্রদায়ের কর্মীরা জানিয়েছেন, আসাদের পতনের পর থেকে তাদের সম্প্রদায় সহিংসতা ও আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিশেষ করে, হোমস ও লাতাকিয়ার গ্রামীণ এলাকাগুলো। এই সপ্তাহের শুরুতে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্র পর্যবেক্ষণ সংস্থাকে বলেছিলেন, নতুন সরকার আসাদের অধীনে উৎপাদিত অবশিষ্ট যেকোনো মজুত ধ্বংস করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সূত্র: গার্ডিয়ান

প্যারিস : রেললাইনের মাঝে ২য় বিশ্বযুদ্ধের অবিস্ফোরিত বোমা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্যারিসের উত্তরে ট্রেনলাইনের মাঝখানে পাওয়া গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমা। ফলে রেল চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। গতকাল শুক্রবার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি অবিস্ফোরিত বোমা প্যারিসের ব্যস্ততম গ্যারে ডু নর্ড ট্রেন স্টেশনে পাওয়া গেছে। ফ্রান্সের জাতীয় রেল কম্পানি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সেন্ট ডেনিস এলাকায় রেললাইনের মাঝখানে বোমাটি পাওয়া গেছে। বিস্ফোরকটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার। এর ফলে প্যারিসের ব্যস্ততম গ্যারে ডু নর্ড ট্রেন স্টেশনে সকালের যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এ ঘটনায় মেট্রো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেন উভয়ই প্রভাবিত হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বিস্ফোরকটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য স্টেশনে সকল ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। ইউরোস্টারের ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, গতকাল শুক্রকাল সকালে গ্যারে ডু নর্ড থেকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত কমপক্ষে তিনটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। গ্যারে ডু নর্ড স্টেশনটি প্যারিসের উত্তরে অবস্থিত এবং এটি দেশের ব্যস্ততম ট্রেন টার্মিনাল। সেখানে ইউরোস্টার ট্রেনের পাশাপাশি উচ্চগতির এবং স্থানীয় ট্রেনও চলাচল করে। রেলওয়ে কম্পানির মতে, প্রতিদিন আনুমানিক সাত লাখ মানুষ স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে।

ইউক্রেনের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি অব্যাহত রাখবে ফ্রান্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্স। যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ বন্ধ করার পর ফ্রান্সের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অপরদিকে, ইউক্রেনের জ্বালানি ও গ্যাস অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গতকাল শুক্রবার এ হামলা চালানো হয় বলে দাবি করেছেন ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রী জার্মান গালুশচেঙ্কো। জার্মান গালুশচেঙ্কো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, 'ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলের জ্বালানি ও গ্যাস অবকাঠামো আবারও ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে।' গালুশচেঙ্কো আরও বলেন, রাশিয়া বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। তারা জ্বালানি ও গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রগুলো লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। তাদের লক্ষ্য ইউক্রেনীয়দের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করা। ইউক্রেনের খারকিভ ও ওডেসা অঞ্চলে এসব হামলা চালানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার খারকিভ শহরের মেয়র ইগর তেরেখভ টেলিগ্রামে পোস্টে বলেন, বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলায় চারজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন নারীকে ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ৬৫ বছর বয়সী ওই নারী এবং ৬১ বছর বয়সী এক পুরুষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওডেসা অঞ্চলের হামলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে সাহায্যের জন্য ব্যয় ও অঙ্গীকার জোরালো করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এক শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত হন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও। বৈঠকের পর কিয়েভের সঙ্গে সামরিক গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ফ্রান্স। ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেবাস্তিয়েন লেকর্নু এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। এর ফলে রুশ বাহিনীর হামলা প্রতিরোধ ও আক্রমণের সক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে দেশটির।

ইকুয়েডরে বন্দুকযুদ্ধে ১২ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইকুয়েডরের গোলযোগপূর্ণ বন্দর নগরী গুয়াকুইলে গত বৃহস্পতিবার মাদক পাচারকারী চক্রের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ১২ জন নিহত হয়েছে। দেশটির কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে গুয়াকুইল থেকে এএফপি আজ এ খবর জানায়। স্থানীয় পুলিশ প্রধান হার্বি গুয়ামানি নিহতের এই সংখ্যা জানান। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, লস টাইগারোনেস নামক একটি শক্তিশালী মাদক পাচারকারি দলের সংগে অপর প্রতিদ্বন্দ্বি দলের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়। কলম্বিয়া ও পেরুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বিশ্বের শীর্ষ কোকেন উৎপাদনকারী দেশ ইকুয়েডরে আনুমানিক ২০টি অপরাধী দল মাদক পাচার, অপহরণ এবং চাঁদাবাজির সাথে জড়িত। ১ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে দলগুলো ভয়াবহ সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইকুয়েডর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে কোকেন পাঠানোর জন্য গুয়াকুইলের এই বন্দরটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলো দ্রুত বিস্তার লাভ করার ফলে দেশটি সহিংসতায় নিমজ্জিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ,২০১৮ সালে প্রতি এক লাখ বাসিন্দার মধ্যে ছয়টি হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন নিউজিল্যান্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে সতর্ক করেছেন নিউজিল্যান্ডের শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা। গত বৃহস্পতিবার এক সম্মেলনে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক অ্যান্ড্রু হ্যাম্পটন বলেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধের কারণে তাদের সঙ্গে কৌশলগত চুক্তি সই করার সুযোগ পেয়েছে চীন। এতে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা এক সুতায় গাঁথা পড়ে গেছে। তিনি আরও বলেছেন, নিউজিল্যান্ডের গোয়েন্দাদের জন্য চীনের কার্যক্রম ক্রমেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশীদারদেরও এই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে চীন। গত মাসে কুক আইল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক ব্রাউন বেইজিংয়ের সঙ্গে শিক্ষা, অর্থনীতি, অবকাঠামো, মৎস্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমুদ্রতল খনন সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিগুলো নিউজিল্যান্ডের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ কুক দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের সাংবিধানিক সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা বাধ্যতামূলক। হ্যাম্পটন জানান, এই চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই তিনি কুক আইল্যান্ডস সফর করে প্রধানমন্ত্রী ব্রাউনকে বিদেশি হস্তক্ষেপ ও গুপ্তচরবৃত্তির ঝুঁকি নিয়ে গোপন গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। তবে এখন থেকে কুক আইল্যান্ডস ও চীনের মধ্যকার সম্পর্কের ওপর আরও সতর্ক নজরদারি করা হবে। হ্যাম্পটন আরও জানিয়েছেন, ফাইভ আইস জোটের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবেন তারা। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে থাকা এই জোটকে তিনি নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সহযোগিতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, ফাইভ আইসের গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের ফলে নিউজিল্যান্ডের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিলিস্তিন থেকে ১০ ভারতীয়কে উদ্ধার করলো ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনে ওয়েস্ট ব্যাংকের গ্রাম থেকে ১০ জন ভারতীয় নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেছে ইসরায়েল। গতকাল শুক্রবার জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের অনলাইন প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ইসরায়েলের জনসংখ্যা ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এসব ভারতীয়কে গত একমাস ধরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। গত রাতে পশ্চিম তীরের গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের মুক্ত করা হয়। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ভারতীয়দের পাসপোর্ট নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আডিএফ) ও ন্যায় মন্ত্রণালয়ের যৌথ অভিযানের ফলে তারা মুক্তি পায়। তাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের পাসপোর্টও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে তাদের বাকি কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। টাইমস অফ ইসরায়েল জানিয়েছে, এসব শ্রমিক ইসরায়েলে কাজের জন্য যান। তাদের বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের পাসপোর্ট ব্যবহার করে ইসরায়েলে ঢোকার চেষ্টা করেছিল অন্যরা। ভারতীয় পাসপোর্ট দেখিয়ে ফিলিস্তিনিরা সহজেই ইসরায়েলে ঢুকতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তেল আবিবে ভারতীয় দূতাবাসও ১০ জন ভারতীয়র মুক্তির বিষয়টি জানিয়েছে। এক্সে পোস্ট করে ভারতীয় দূতাবাস বলেছে, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। দূতাবাসের তরফ থেকে ইসরায়েলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধও জানানো হয়েছে। ডয়চে ভেলে জানিয়েছে, ইসরায়েলে এখন ১৬ হাজার ভারতীয় কর্মী আছেন। তারা মূলত নির্মাণ শিল্পে কাজ করার জন্য সেখানে গেছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে আক্রমণ করার পর থেকে ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের ইসরায়েলে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হামসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলসহ অনেক দেশ।

বিনোদন

মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন আজম খান

বিনোদন ডেস্ক : জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য চলতি বছর আট বিশিষ্টজনকে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে সরকার। এ তালিকায় রয়েছেন 'পপসম্রাট' আজম খান। সংগীতে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। বাংলা পপ গান গেয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের মন জয় করেন আজম খান। শুধু তাই নয়, এ ঘরানার গান গেয়ে 'পপ সম্রাট' উপাধি লাভ করেন। সবাই তাকে গুরু বলেও সম্বোধন করতেন। আজম খান ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আজম খান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আজম খান ক্লাস নাইনে পড়াকালীন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি শাসকরা বিভিন্নভাবে দেশের মানুষকে অনেক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এমন অনুভব শক্তি আজম খানকে বিপ্লবী চিন্তার মানুষে পরিণত করে। সেই সময় তিনি জানতে পারেন ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর কথা। গণসংগীতের চর্চা করতেন এই শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যরা। বন্ধুদের সঙ্গে এই শিল্পীগোষ্ঠী সংগীত পরিবেশন করতে থাকেন আজম খান। ধীরে ধীরে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার পর এই শিল্পীগোষ্ঠী ঢাকার বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়া শুরু করেন। তাদের সাধারণ মানুষের জীবনের অভাব ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরা হতো গানে গানে। প্রতিবাদী গান গাওয়ার জন্য পুলিশের লাঠির বাড়িও খেয়েছেন আজম খান। গণ-আন্দোলনের সময়গুলোতেও গান করে গেছেন বরেণ্য এই শিল্পী। আজম খানের গাওয়া অনেক জনপ্রিয় গান এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তার গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'এত সুন্দর দুনিয়ায়', 'অভিমানী', 'অনামিকা', 'পাপড়ি', 'আলাল ও দুলাল', 'আসি আসি বলে তুমি আর এলে না', 'আমি যারে চাইরে', 'রেললাইনের ওই বস্তিতে', 'হাইকোর্টের মাজারে', 'জ্বালা জ্বালা', 'ও চাঁদ সুন্দর', 'বাধা দিয়ো না', 'ও রে সালেকা ও রে মালেকা' ও 'জীবনে কিছু পাব না রে'। ২০১১ সালের ৫ জুন অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে অনন্তের পথে পাড়ি জমান পপ সম্রাট। স্বাধীনতা পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার।

বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন আনিসুর রহমান মিলন

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন। তিনি ১২ বছর বয়সে অভিনয় জীবন শুরু করেন 'আর্তনাদ থিয়েটারে' যুক্ত হয়ে। এরপর নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। আবারও বিয়ে করলেন অভিনেতা আনিসুর রহমান মিলন। গেল ৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে একটি হোটেলে দুই পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। মিলনের স্ত্রীর নাম শিপা। অভিনেতার বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী। তিনি বলেন, গেল ৮ ফেব্রুয়ারি চট্টগামে মিলন ও শিপার বিয়ে হয়েছে। আজ মিলনের দাওয়াতে তার বৌ দেখতে এসেছি। দুজনকে খুব ভালো মানিয়েছে। দোয়া করি ওরা যেন সুখী হয়। এছাড়া মিলন-শিপা দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিকমাধ্যমে চয়নিকা চৌধুরী লেখেন, অনেকে অনেক শুভেচ্ছা মিলন ও শিপা ভাবি। অনেক ভালো লাগলো। সুখী হও, আনন্দে ভাসো, তোমাদের জন্য ভালোবাসা। বলা প্রয়োজন, দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আনিসুর রহমান মিলনের দ্বিতীয় স্ত্রী পলি আহমেদ।

অভিনেতার প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল লুসি গোমেজ। ১৯৯৯ সালে তাদের বিয়ে হয়। ২০১৩ সালে তাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এরপর দ্বিতীয় স্ত্রী পলির সঙ্গে মিলনের বিয়ে ও চার বছরের সংসার জীবনের গুঞ্জন শোনা গেলেও তা অস্বীকার করে আসছিলেন অভিনেতা। তবে ২০১৩ সালের অক্টোবরে শ্রীলঙ্কায় স্ত্রী-পুত্রসহ সামাজিকমাধ্যম ফেসবুকে ছবি প্রকাশ করেন আনিসুর রহমান মিলন। সেই ছবি থেকে জানা যায়, তার স্ত্রীর নাম পলি আহমেদ এবং সন্তানের নাম মিহ্রান।

ভিন্ন রূপে পর্দায় আসছেন পলাশ

বিনোদন ডেস্ক : আসছে ঈদে একেবারেই ভিন্ন রূপে হাজির হতে যাচ্ছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশ। যেখানে তাকে দেখা যাবে একজন বোহেমিয়ান বক্সারের চরিত্রে। পলাশকে এমন চরিত্রে ফুটিয়ে তুলবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা তানিম রহমান অংশু। জানা গেছে, এই নির্মাতার নতুন নাটক 'খালিদ'-এ বোহেমিয়ান বক্সারের চরিত্রে পর্দায় আসবেন পলাশকে। গত বৃহস্পতিবার নির্মাতা অংশু ও পলাশ 'খালিদ'র পোস্টার সামাজিকমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে পলাশের। হাত দুটো বক্সারের আদলে। যার মাধ্যমে নতুন এক পলাশকে দেখতে পেলো ভক্তরা। পলাশ জানান, নতুন ল্যাংগুয়েজের ফাইট দেখা যাবে এতে। যেখানে হ্যান্ড টু হ্যান্ড, পিঠ ফাইটিং এবং বক্সিং রয়েছে। যেগুলো বাংলাদেশের ফিকশনের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন। পলাশ বলেন, এটি একজন বোহেমিয়ান বক্সারের গল্প। যিনি ঘটনাক্রমে জীবনের বিভিন্ন জটিলতায় আটকে যান। এটি পুরোপুরি কাল্পনিক গল্প। কিন্তু অংশু ভাই যেভাবে এই গল্পটি বুনেছেন, সেটা অবশ্যই ব্যতিক্রম। আমি সবসময় ব্যতিক্রমী গল্প ও চরিত্রে আগ্রহী। ঈদে দশটি কাজ করার চেয়ে দু-একটি ব্যতিক্রমী কাজই যথেষ্ট। এটি তেমনই একটি কাজ। 'খালিদ'-এ পলাশ ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন আরফান মৃধা শিবলু, তানিয়া আহমেদ, সাফা কবির, শতাব্দী ওয়াদুদ প্রমুখ। ইউটিউবের জন্য নির্মিত হয়েছে নাটকটি। এটি আসন্ন ঈদে ক্লাব ইলেভেনের ইউটিউবে মুক্তি পাবে।

দ্বিতীয় সন্তানের পরিকল্পনা আলিয়া ভাটের

বিনোদন ডেস্ক : যেন চোখের নিমেষে বড় হয়ে যাচ্ছে আলিয়া ভাট-রণবীর কাপুরের মেয়ে রাহা। মিনি আলিয়া খ্যাত এই স্টারকিডকে একঝলক দেখার জন্য প্রতি মুহূর্তে মুখিয়ে থাকেন সকলে। তবে এবার নিশ্চয়ই দ্বিতীয় সন্তানের পরিকল্পনা করছেন তারকা এই দম্পতি! যদিও তা অনুমান করা যাচ্ছে তাদের দ্বিতীয় সন্তানের নাম ঠিক করাকে কেন্দ্র করে। বলে রাখা ভালো, রণবীর কাপুরের মা নীতু কাপুর রণবীর-আলিয়া কন্যার নাম রেখেছিলেন রাহা। তবে রাহার পাশাপাশি আলিয়া দ্বিতীয় একটি নামও ভেবে রেখেছিলেন। যদি তাদের দ্বিতীয় সন্তান ছেলে হয়, তা হলে সেই নাম রাখবেন। আলিয়ার মুখে এই কথা শোনার পর থেকেই শুরু চর্চা। তবে কি দ্বিতীয় সন্তানের পরিকল্পনা রয়েছে দম্পতির? সম্প্রতি একটি পডকাস্টে আলিয়া বলেন, 'প্রেগন্যান্সির সময় রণবীর আর আমি দু'জনেই বাচ্চার কী নাম দেওয়া যায়, তা নিয়ে ভীষণই ভাবনাচিন্তা করতাম। আমাদের পরিবারের সবাইকে ছেলে ও মেয়ে সবরকম নাম সাজেস্ট করতে বলেছিলাম। যাতে আমরা প্রস্তুত থাকতে পারি। মেয়ে হোক বা ছেলে, নাম ঠিক করে রাখতে চেয়েছিলাম। তাই, একাধিক ছেলের নাম আর একাধিক মেয়ের নামের অপশনও ছিল। আর আমরা সেখান থেকে সত্যিই একটা ছেলের নাম পছন্দ করে রেখেছিলাম।' রাহা নামের পাশাপাশি ছেলের নামটাও বেশ মনে ধরেছিল আলিয়ার। তবে কোনোভাবেই সেই নাম তিনি প্রকাশ্যে আনতে চাননি। আলিয়ার কথায়, 'আমার শাশুড়ি অর্থাৎ রণবীরের মা পরামর্শ দিয়েছিলেন, যদি কখনও ছেলে হয়, তাহলে এটা খুব ভালো নাম হবে। এমনকী, রাহার সঙ্গে দারুণ মিল ছিল নামের। তবে মেয়েদের নামের মধ্যে রণবীর আর আমি রাহা নামটাকেই বেশি পছন্দ করেছিলাম।' কন্যার নাম রাহা রাখার অন্যতম কারণ ছিল এর অর্থ। যা মনে ধরেছিল দম্পতির। একগাল হেসে আলিয়া বলেন, 'রাহা মানে শান্তি। এর আক্ষরিক অর্থ আনন্দ। আমাদের জীবনে ও সব কিছু।'

সালমান-রাশমিকা জুটির ওপর খুশি ফারহা খান

বিনোদন ডেস্ক : ভাইজান সালমান খান ও পুস্পার নায়িকা রাশমিকা মান্দানা অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত 'সিকান্দর' ছবির সবথেকে আকর্ষণীয় গান 'জোহরা জবিন'। সম্প্রতি গানটি রিলিজ করেছেন নির্মাতারা। আর সেখানে সালমান-রাশমিকাকে জুটি বাঁধিয়ে গানটির কোরিওগ্রাফি করেছেন বি-টাউনের জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান। বলা বাহুল্য, এই জুটির কাজের ওপর প্রচণ্ড খুশি এই শিল্পী। সম্প্রতি সালমান ও রাশমিকার সঙ্গে কাজের আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন ফারহা খান। জানালেন, তাদের নিয়ে দারুণ সময় কেটেছে তার। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই দারুণ গানটি ভাগ করে নিয়ে ফারাহ খান লিখেছেন, 'সিকান্দর-এর জন্য সালমান ও রাশমিকাকে কোরিওগ্রাফি করে আমি দারুণ মজা পেয়েছি।' 'জোহরা জবিন' গানটি কানে গেলে শরীরে যেন দোলা লাগতে বাধ্য! সেই সঙ্গে দুর্ধর্ষ প্রাণবন্ত কোরিওগ্রাফি তো আছেই। এ গান বেজে উঠলেই যেন জ্বলে ওঠে ডান্স ফ্লোর, সেই সঙ্গে সকলের মনেই যেন দোলা লাগে! আর সালমান খান আর রাশমিকা মান্দানা যেন পুরো বিষয়টার মধ্যে একটা আলোর ফুলকি জ্বেলে দেয়। গানটির শুটও হয়েছে দুর্ধষভাবে।

সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার প্রোডাকশন এবং এ আর মুরুগাডসের পরিচালনা যেন এই গানটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। নৃত্যশিল্পীদের এনার্জি, ঝলমলে জমকালো পোশাক এবং রাজকীয় সেট - সব মিলিয়ে এই গানটি সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এর পাশাপাশি সালমান আর রাশমিকার অনবদ্য অন-স্ক্রিন রসায়নও আলাদা করে নজর কেড়েছে।

আইনি বিপাকে পড়লেন হানি সিং

বিনোদন ডেস্ক : ভারতের জনপ্রিয় র?্যাপার হানি সিং। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে তার নতুন গান 'ম্যানিয়্যাক'। কিন্তু সেই গান নিয়ে শিল্পীর বিরুদ্ধে এলো এক গুরুতর অভিযোগ! বলা হচ্ছে, এই গানের মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচার করছেন হানি সিং! শুধু তাই নয়, সেখানে নাকি নারীদেরকে পণ্যের সঙ্গেও তুলে ধরেছেন হানি সিং। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, বিষয়টি এখন আইনি দিকেও গড়িয়েছে। ইতোমধ্যে হানি সিং, এই গানের গীতিকার লিয়ো গ্রেওয়াল এবং ভোজপুরি সংগীতশিল্পী রাগিনী বিশ্বকর্মা ও অর্জুন আজনবির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। 'ম্যানিয়্যাক' নামে এই গানের কথা নিয়ে মূলত আপত্তি জানিয়েছেন অভিনেত্রী নিতু পাটনা। তার দাবি, গানের কথা সরাসরি যৌনতার ইঙ্গিত দেয় এবং নারীদের যৌন পণ্য হিসেবে দেখায় বলে তার দাবি। গানে বেশ কিছু ভোজপুরি পঙ্?ক্তি রয়েছে। বিশেষ করে সেই পঙ্?ক্তিগুলিই নাকি আপত্তিজনক। এর জন্য পাটনার সংস্কৃতিকে ভুল ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে বলে তার দাবি। নিতুর কথায়, 'নারীদের উন্নয়নকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এই গান।' সমাজের উপরেও এই গানের খারাপ প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন নীতু। তবে এই অভিযোগের পালটা কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি হানি সিংহের পক্ষ থেকে। চলতি মাসের শেষের দিকেই এ নিয়ে মামলার শুনানি হবে।

বেলা বেড়ে গেলেও কাজের দেখা নেই। তাই ডালি ও কোদাল নিয়ে বসে আছেন কয়েকজন দিনমজুর। বেতপট্টি, রংপুর।

কালীগঞ্জে ব্যাগ তৈরি করে স্বাবলম্বী হেলাই গ্রামের ৫০০ নারী

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহ কালীগঞ্জ শহরের হেলাই গ্রামের ৫ শতাধিক নারী ব্যাগ তৈরির কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন অনেকেই। ঘর গৃহস্থলীর কাজ শেষে অবসর সময়ে বস্তা থেকে শপিং ও টিস্যু ব্যাগ তৈরি করে গৃহিণীরা প্রতিদিন যা আয় করছেন তা তাদের সংসারের কাজে লাগছে। এতে করে স্বচ্ছতা ফিরছে ওইসব নারীর সংসারে। একসাথে একই গ্রামের ৫ শতাধিক নারীর স্বাবলম্বী হওয়া গল্প কেবল উপজেলার হেলাই গ্রামেই। যে কারণে আশপাশে সকলের নিকট গ্রামটি ব্যাগের গ্রাম হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও আগ্রহ থেকে কঠোর পরিশ্রম করে গ্রামের এ সকল নারী নিজেদেরকে করেছেন আত্মনির্ভরশীল এবং স্বাবলম্বী। খোঁজ নিয়ে জানা যায় যায়, হেলাই গ্রামে বস্তা, টিস্যু এবং নন ওভেনের শপিং ব্যাগ তৈরি করা হয়ে থাকে। বর্তমানে নন ওভেন শপিং ব্যাগ তৈরিতে প্রায় ৫০ জন নারী শ্রমিক কাজ করলেও অধিকাংশ নারী কাজ করছেন বস্তার ব্যাগ তৈরিতে। লবণ, সার এবং বিভিন্ন ঔষধ এর বস্তা কেটে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ। মূলত ছোট মাঝারি এবং বড় এই তিন ধরনের ব্যাগ নারীরা তৈরি করে থাকেন। সেলাই মেশিন, মোটর লাগানো মেশিন এবং হাতের সাহায্যে তৈরি করা হয় এসব ব্যাগ। ধরন অনুযায়ি ৩ থেকে ৪ টাকা মূল্যে প্রতিটি বস্তা কিনে তা থেকে দুইটি করে প্যাকেট বা ব্যাগ তৈরি করা সম্ভব হয়। এসব নারীদের তৈরিকৃত ছোটো ব্যাগ ৩ টাকা, মাঝারি ব্যাগ ৫ টাকা এবং বড় ব্যাগ ১০ টাকা মূল্যে খুচরা বাজারে বিক্রি হয়। এই গ্রামেই ছোটো বড় মিলে ব্যাগ বব্যবসায়ি আছে প্রায় শতাধিক। তারা বাইরে থেকে ট্রাক ভর্তি বস্তা কিনে তা পানিতে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে এরপর ব্যাগ তৈরির নারী শ্রমিকদের নিকট প্রদান করেন নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে। এরকম একজন নারী ব্যাগ ব্যবসায়ি হলেন আক্তার হোসেনের স্ত্রী রোকসানা বেগম।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চাঁদপুরে সভা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চাঁদপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা জেলা উদীচী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড জাকির হোসেন মিয়াজী। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড জাহাঙ্গীর হোসেন। অন্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, শিক্ষক শাখার সদস্য দুলাল গোস্বামী, জেলা উদীচীর সহসাধারণ সম্পাদক জাফর আহম্মেদ, শহর যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম নূর। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কমরেড অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র দাস, জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, শ্রমিক নেতা চন্দ্র শেখর মজুমদার, কমরেড জহির উদ্দিন বাবর, জেলা উদীচীর সহসাধারণ সম্পাদক বিনোদ চৌধুরী নরেশ, জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সহ-সভাপতি মো: হেলাল উদ্দিন, ছাত্র ইউনিয়ন জেলা সংসদের নেত্রী আসমা আক্তার। সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিয়োজিত। এ পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদী। দুনিয়ার সকল কমিউনিস্টরা সকল মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে সংগ্রাম করছেন। একটি মানবিক দুনিয়া প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম অব্যাহত আছে। বিশ্বের যে সকল দেশে কমিউনিস্ট বামপন্থী শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সে সকল দেশের মানুষের অধিকার বাস্তবয়ন করার চেষ্টা করেছে। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনই ছিলো আরাধ্য। মানব মুক্তির লড়াই এবং মেহনতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই মূলনীতি এ পার্টির। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো লুটেরা পুঁজিবাদী শাসন, সাম্রাজ্যবাদী তোষণ-পোষণ আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সাম্প্রদায়িক শক্তি মূলত: পুঁজিপতিদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে মানুষকে তার অধিকার আদায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ওভাগ্যে নাই-কপালে নাই এ তকমায় সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের মূলধারা থেকে আড়াল করে রাখছে। এতে করে মানুষ তার মুক্তির সাধ পায়নি। যদিও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছে। যে চেতনার জন্য মুক্তির আন্দোলন তা বাস্তবায়ন আদৌ হয়নি। এরপর থেকে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান এবং ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রতারিত হচ্ছে বারংবার। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, যতবারই গণঅভ্যুত্থান হোক না কেন সাধারণ মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন হবেনা যদি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিপ্লব না হয়। তাই সাধারণ মানুষকে কমিউনিস্টদের পতাকা তলে আন্দোলন করতে হবে। দ্রব্যমূল্য মানুষের হাতের নাগালের বাইরে। তাই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাঙ্গতে এবং মব জাস্টিস থেকে জাতিকে মুক্ত করতে সিপিবির পতাকাতলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

পাবনায় পদ্মার চরাঞ্চলে নানা ধরনের ফসলের চাষ হয়। চরের জমিতে কাজ শেষে মসুর ডাল মাথায় নিয়ে বাড়িতে ফিরছেন এক কৃষক। চর ঘোষপুর, হিমাইতপুর, পাবনা

ফুলবাড়ীতে ব্যর্থতা নিয়েই শেষ হচ্ছে ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : আপৎকালীন মজুত মড়তে সারা দেশের মতো দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতেও আমন মৌসুমের ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান চলছে। তবে বাজারের চেয়ে সরকার নির্ধারিত দাম কম হওয়ায় এতে কৃষক ও চালকল মালিকেরা তেমন সাড়া দিচ্ছেন না। এতে করে সেদ্ধ ও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হলেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ধান সংগ্রহে। আর ধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার ব্যর্থতা নিয়েই গতকাল শুক্রবার শেষ হতে যাচ্ছে এই সংগ্রহ অভিযান। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে গত ১৭ নভেম্বর থেকে ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। অভিযানে উপজেলা থেকে ১ হাজার ২৫৮ মেট্রিক টন ধান এবং ৩ হাজার ২৫৮ দশমিক ৩৩০ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল ও ৭৯৫ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। চাল সংগ্রহের জন্য ৮৯ টি হাসকিং ও ১০ টি অটো রাইস মিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরমধ্যে ৪৯টি হাসকিং মিল ও ১০ টি অটো রাইস মিল খাদ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে গত বছরের তুলনায় প্রতি কিলোগ্রাম (কেজি) আমন ধানের দর ১ টাকা বাড়িয়ে ৩৩ টাকা, কেজিতে ৩ টাকা বাড়িয়ে ৪৭ টাকায় সেদ্ধ চাল আর কেজিতে ১ টাকা বাড়িয়ে আতপ চালের দাম ধরা হয়েছে ৪৬ টাকা। উপজেলা খাদ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৭ নভেম্বর এক মেট্রিক ধান ও এক মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল ক্রয়ের মধ্য দিয়ে ধান-চাল অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। অভিযান উদ্বোধনী দিনে ১ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা গেলেও এরপর থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এক কেজি ধানও সংগ্রহ যায়নি। তবে চুক্তি থাকায় চালকল মালিকেরা ৩ হাজার ২৪৫ দশমিক ০১০ মেট্রিক সেদ্ধ চাল এবং ৭৯৫ মেট্রিক টন আতপ চাল সরবরাহ করেছেন। সে অনুযায়ী ধান সংগ্রহরে লক্ষ্যমাত্রা ০.০১ শতাংশ এবং চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সেদ্ধ ৯৯ দশমিক ৬০ শতাংশ ও আতপ ১০০ শতাংশ। এ অবস্থাতেই সংগ্রহ অভিযান শেষ হতে যাচ্ছে। ফুলবাড়ী উপজেলার দক্ষিণ বাসুদেবপুর চককড়েয়া এলাকার মেসার্স তিনভাই হাসকিং মিলের স্বত্বাধিকারী মো. আলেফ উদ্দিন মন্ডল বলেন, বাজারে ধানের দাম বেশি থাকায় প্রতি কেজি চাল উৎপাদনে ৫০ টাকার বেশি খরচ হয়েছে। এরপরও প্রথম দিকে তিনি লোকসান দিয়ে কিছু চাল খাদ্য বিভাগে সরবরাহ করেছেন। এতে আর্থিকভাবে তার লোকসান হয়েছে। উপজেলার বেতদীঘি ইউনিয়নের উত্তর রঘুনাথপুর গ্রামের কৃষক মহিদুল ইসলাম বলেন, সরকারি খাদ্য গুদামে ধান দিলে তাদের প্রতি মণ ধানে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত লোকসান যেত। তাই অধিকাংশই ধান পাইকারি বাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাছাড়া সরকারি খাদ্য গুদামে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুষ্কতা ছাড়া কর্মকর্তারা ধান কেনেন না। তাই অনেকে সেখানে ধান দিতে আগ্রহ দেখান না।

দিঘলিয়ায় মোটরসাইক ও ইজিবাইক সংঘর্ষ, আহত ৫

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার ফরমাইশখানা গ্রামের কাজীর পুকুর সংলগ্ন রোডে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে উল্লেখিত দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং দুর্ঘটনার খবর শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে তাদের প্রথমে দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আহতরা হলো মোটরসাইকেল ড্রাইভার হাসানুর রহমান (২২), মোটর সাইকেল আরোহী হামজা (১৭), ইজিবাইক চালক আঃ হান্নান (৫৩), ইজিবাইক আরোহী মহিউদ্দিন (৪২) ও ফারহানা (৪২)। পরে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাদেরকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এ তিনজন হলো মোটর সাইকেল চালক হাসানুর রহমান, মোটরসাইকেল আরোহী হামজা এবং ইজিবাইক চালক আঃ হান্নান। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান, ঘটনাস্থলে রাস্তাসহ ফুটপাত বেদখল ও চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও অসাবধানতা ক্রসিংই এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

চিরিরবন্দরে মাদকাসক্ত দেবরের আঘাতে ভাবি আহত

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিবাদের জের ধরে দেবরের মারধরের শিকার হয়ে বড়ভাবি বিলকিস বেগম আহত হয়ে চিরিরবন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনায় বড় ভাই স্কুল শিক্ষক মোমিনুল ইসলাম বাদি হয়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে থানায় মামলা দায়ের করেছে। এ ঘটনাটি উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর (দীঘিপাড়া) গ্রামে ঘটেছে। মামলার এজাহারের বিষয়ে জানতে চাইলে বাদি বড়ভাই স্কুল শিক্ষক মোমিনুল ইসলাম জানান, পিতা শাহান উদ্দিনের মৃত্যুর পর হতেই পারিবারিক জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে ছোটভাই মোশারফ হোসেন আমাকে ও আমার পরিবারকে সবসময় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এনিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। প্রায়ই আমার পরিবারের সদস্যদের মারপিট করে। এ নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার সালিশ মিমাংসায় বসেও কোন লাভ হয়নি। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে ৯ টার সময় আমার বাড়ির সামনে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করলে আমার স্ত্রী বিলকিস বেগম এর প্রতিবাদ করলে ছোটভাই মোশারফ হোসেন ও তার স্ত্রী মোছাঃ জেসমিন বেগম (৪০), ছোট ভাইয়ের বিবাহিতা মেয়ে মোবারকা বেগম আমার স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। এসময় আমার ছেলে তার মাকে রক্ষা করতে গেলে ছোটভাই ও তার পরিবারের লোকজন আমার ছেলে মিনহাজুল ইসলাম (২০) কেও মারধর করে আহত করে। প্রতিবেশিগণ আমি আহত স্ত্রী ও ছেলেকে চিরিরবন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করি। এরপর গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার সময় তারাবির নামাজের পুর্ব মুহূর্তে মাদকাসক্ত ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন (৪৫) সঙ্গীয় কয়েকজনকে সাথে করে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে হামলার চেষ্টা করলে বাধ্য হয়ে থানায় মামলা দায়ের করি। এ ব্যাপারে জানতে ছোটভাই মোশাররফ হোসেনের বক্তব্য নেয়ার চেষ্টা করেও তাকে বাড়িতে ও বাজারে পাওয়া যায়নি।

আবু সাঈদের পরিবারের জন্য ইফতার সামগ্রী পাঠালেন তারেক রহমান

রংপুর প্রতিনিধি : জুলাই বিপ্লবের মহানায়ক শহীদ আবু সাঈদ এর পরিবারের সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পাঠানো ইফতার সামগ্রী পৌছে দেন রংপুর জেলা বিএনপ্বির আহবায়ক মোঃ সাইফুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা বিএনপ্বির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও পীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপ্বির আহবায়ক মাহামুদুন নবী চৌধুরী পলাশ, সদস্য সচিব অধ্যাপক জাকির হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক শাহিনুজ্জামান শাহিন, পীরগঞ্জ পৌর বিএনপ্বির সভাপতি কমিশনার সাইফুল আজাদ মন্ডল, সদস্য সচিব ইয়াতিমুল হক লিটন, মদনখালী ইউনিয়ন বিএনপ্বির সভাপতি সাজু, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সহ স্থানীয় নেতাকর্মীবৃন্দ।

সুজানগরে ১ কেজি করলার দামে ২ কেজি চাল

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : চলতি রমজান মাসে পাবনার সুজানগরের হাট-বাজারে মাত্রাতিরিক্ত দামে করলা বিক্রি করা হচ্ছে। রমজান মাস শুরুর একদিন আগেও উপজেলার হাট-বাজারে প্রতিকেজি করলা ৭০ থেকে ৮০টাকা দরে বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু রমজান মাস উপলক্ষে অধিক মুনাফার আশায় এক শ্রেণির অসাধু সবজি ব্যবসায়ী সুজানগর পৌর বাজারসহ উপজেলার অধিকাংশ হাট-বাজারে প্রতি কজি করলা ১০০ থেকে ১১০ টাকা দরে বিক্রি করছে। অথচ উপজেলার হাট-বাজারে প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৬০০টাকা দরে। এ হিসাবে ১কেজি করলার দামে ২কেজি মোটা চাল পাওয়া যাচ্ছে। সুজানগর পৌর বাজারের চাল ব্যবসায়ী বিশু সাহা বলেন বর্তমানে হাট-বাজারে চালের বাজার বেশ চড়া। কিন্তু তার পরও হাট-বাজারে চালের চেয়ে করলার দাম আরও চড়া। বর্তমান বাজার মূল্যে ২কেজি চালের দামে ১কেজি করলা পাওয়া যাচ্ছে। উপজেলার মানিকদীর গ্রামের আব্দুল বাতেন বলেন বর্তমানে চালের বাজার চড়া হলেও নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু প্রতি কেজি করলার দাম ১০০ থেকে ১১০টাকা হওয়ায় নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে কেনা সম্ভব হচ্ছেনা। এমনকি করলার বর্তমান বাজারে সচ্ছল পরিবারের লোকজনও কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে ভুক্তভোগী ক্রেতারা জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ বলেন কোন ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় মাত্রাতিরিক্ত দামে করলা বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেলান্দহে বিদেশ পাঠানোর নামে প্রতারণার অভিযোগ

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্রদের দক্ষিণ কোরিয়া পাঠানোর নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগটি অবশেষে থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে। প্রতারক চক্রটি আত্মগোপনে থাকায় তার বাড়িতেই সংবাদ সম্মেলনও করেছেন ভূক্তভোগিরা। উপজেলার আদ্রা বড় বাড়ির জালাল উদ্দিনের ছেলে আ: জলিল বাদলের পুরো পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অভিযুক্ত বাদলের ভাগিনা ভূক্তভোগি হাবিবুর রহমান (২৭), সুলতান মাহমুদ (২৪), ভাতিজা রবিন মিয়া (২৪), রাজু মিয়া (২৫), মমিনুর (৪৫) জানান-বাদলের ছেলে রাগিব ইয়াসির সিনজন (২৫) দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকেন। দুই বছর আগে আমাদেরসহ অন্যান্যদেরও দক্ষিণ কোরিয়া পাঠানোর কথা বলে বাদলের ভাই রোবেল মিয়া (৩৫), স্ত্রী করোনা বেগম কনা (৪৫) পরস্পর যোগসাজসে নগদ, ব্যাংক একাউন্ট এবং মোবাইলের মাধ্যমে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা নিয়েছেন। যার মানি রিসিভসহ ডকুমেন্ট আছে। কোরিয়া যাবার জন্য আমাদের হাতে কাগজপত্র দিয়ে দূতাবাসে পাঠানো হয়। সেই কাগজপত্র নিয়ে ঢাকাস্থ কোরিয়ান দূতাবাসে গিয়ে জানতে পারি, কাগজপত্রগুলো জাল।

চাকরির পেছনে না ছুটে কৃষিতে সফল রেদুয়ান

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : উচ্চ শিক্ষিত যুবক মো. রেদুয়ান মোল্লা। মাদরাসা থেকে ফাজিল শেষ করেছেন। পড়ালেখা শেষ করে তার বন্ধু-বান্ধব যখন চাকরির খোঁজে ব্যস্ত, তিনি তখন কৃষিতে মনোনিবেশ করে সফলতার মুখ দেখেছেন। বাড়ির পাশের পতিত জমিতে শসা আবাদ করে সফল হয়েছেন তিনি। এবার বাজারে শসার ভালো দাম থাকায় লাভবান হচ্ছেন তিনি। কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের মোল্লাবাড়ি এলাকার যুবক মো. রেদুয়ান মোল্লা এবার ২৬ শতক জমিতে শসার আবাদ করেছেন। এদিকে কৃষি জমিতে শাক-সবজি চাষে সফল হওয়ায় এলাকার বেকার যুবকরাও তাকে দেখে আত্মনির্ভর সফল উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। জানা গেছে, রেদুয়ান মোল্লা পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে তার পিতাকে কৃষিতে সহযোগিতা করতেন। সে থেকেই তিনি কৃষিতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এবার তিনি বাড়ির পাশের ২৬ শতক জমিতে এয়ার মালিক সিডের হাইব্রিড জাতের শসা আবাদ করেছেন। বর্তমানে বাজারে শসা ৫০-৬০ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে। পাইকারী দরে মন প্রতি বিক্রি হচ্ছে ১৬০০-১৮০০ টাকায়। তিনি এবার দেড় থেকে দুই লক্ষাধিক শসা বিক্রি করতে পারবেন বলে আশাবাদী। রেদুয়ান মোল্লা বলেন,ওকয়েক বছর আগে কৃষি বিষয়ে দুইটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। এরপর থেকে সিডলেস লেবু, বেগুন চাষ করেছি। বর্তমানে শসার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। দুই-তিন দিন পর পর ৭ থেকে ৮ মন করে শসা সংগ্রহ করা যায়। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ মনের মতো শসা বিক্রি করা হয়েছে। ভবিষতে বড় পরিসরে কৃষি নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে বলেও জানান তিনি ও রেদুয়ানের বাবা জালাল উদ্দিন মোল্লা বলেন, ওলেখাপড়া করে ছেলে ভালো একটা চাকরি করবে এটা সব বাবা মা'র ইচ্ছা। ছেলে যখন চাকরির পেছনে না ছুটে কৃষি কাজ শুরু করে প্রথমে মন খারাপ হলেও এখন ভালো লাগে- আমার ছেলে একজন সফল উদ্যোক্তা। শুধু চাকরি করেই যে টাকা উপার্জন করতে হবে-সেই ধারণা আমার ছেলে বদলে দিয়েছে।ও স্থানীয় কৃষক মরজত আলী বলেনওতিনি দুইবছর ধরে শসা চাষ করছেন। আমরা প্রায় সময়ই তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসি। তাকে দেখে আমরাও কৃষিতে মনোনিবেশ করেছি। উচ্চ শিক্ষিত যুবক তিনি। চাকুরী না করে তার কৃষিতে কাজ আমাদের উৎসাহ দেয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা একেএম শাহজাহান কবির বলেন, মাঠ পর্যায়ে কৃষি অফিস সার্বক্ষণিক কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন। বর্তমানে সাধারণ কৃষকদের পাশাপাশি রেদুয়ান মোল্লাদের মতো উচ্চ শিক্ষিত যুবকরা কৃষিতে মনোনিবেশ করছেন যা দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

ফরিদপুর থেকে খুলনার আড়তে রসুন নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতি কেজি রসুন ৭০ থেকে ৭৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। কদমতলা, খুলনা।

পাতকুয়ার সুফল পাচ্ছে না কৃষক

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী ও নকলা উপজেলায় প্রান্তিক কৃষকদের সেচ সুবিধার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল সৌরচালিত ডাগওয়েল বা পাতকুয়া। প্রায় দুই কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা ২৩টি পাতকুয়ার কোনো সুফলই পাচ্ছেন না স্থানীয় কৃষকরা। এই পাতকুয়াগুলো এখন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে অধিক টাকা ব্যয় করে বোরো ক্ষেতে সেচের পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে কৃষকদের। জানা গেছে, শেরপুর-২ এর সংসদ সদস্য প্রয়াত বেগম মতিয়া চৌধুরী তার নির্বাচনী এলাকা শেরপুরের নকলা ও নালিতাবাড়ী উপজেলায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) প্রকল্পে প্রায় ২ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেন ২৩টি ডাগওয়েল বা পাতকুয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল বিনা খরচে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সবজি ও বোরো ক্ষেতে সেচ দেওয়া। সৌর বিদ্যুৎ চালিত এসব পাতকুয়ার নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প। আর কৃষি বিভাগ সেচকাজের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে আসছিল। কিন্তু এসব পাতকুয়ায় শুরুর দিকে কিছু দিন পানি উঠলেও বছর না যেতেই পানি ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিটি পাতকুয়ার পানি সুবিধা পাওয়ার জন্য ৪১ সদস্যের কৃষক গ্রুপ করা হয়। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্য মাসিক স্বল্প টাকা জমা করেন। যা দিয়ে কুয়ার সমস্যা দেখা দিলে মেরামত করা যায়। কিন্তু পাতকুয়ার পানিতে ৪০ জন তো দূরে থাক দু'জন কৃষকের চাহিদাও মেটানো যাচ্ছে না। টাকা খরচ করে বিকল্প মাধ্যমে সেচের পানি দিয়ে আবাদ করতে হচ্ছে তাদের। মাঠে অবকাঠামো থাকলেও সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাতকুয়া কেন অকেজো হয়ে আছে এমন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। চাষিদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তদারকি না করায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করায় সরকারের বিপুল পরিমাণ টাকা গচ্চা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কৃষকরাও বিনা খরচে সেচ সুবিধা পাচ্ছেন না। নালিতাবাড়ী উপজেলার মানিককুড়া গ্রামের কৃষক নবী হোসেন বলেন, 'এই পাতকুয়া দিয়ে আমাদের দুই কৃষকের জমিতেই পুরোপুরি পানি দেওয়া সম্ভব হয় না। অন্যদের পানি কীভাবে দিব ? এই পাতকুয়া পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন পাতকুয়া থেকে ঠিকমতো পানি বের হয় না। তাই কেউ সেচের জন্য আসেও না। ক্ষেতে পানি দিতে না পারলে তো আর মাসিক চাঁদাটা কেউ দিতে চায় না। ' একই উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া এলাকার কৃষক হাবিবুল্লাহ, শহিদুল ইসলাম ও বুলবুল আহমেদ জানান, ওই পাতকুয়া দিয়ে এক বছর বেশ ভালোই পানি উঠছে। কিন্তু কিছু দিন থেকে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তারা টাকা দিয়ে অন্য সেচপাম্প থেকে পানি নিয়ে চাষাবাদ করছেন। পাতকুয়ার খোঁজ নিতে কেউ আসে না। এতে বিপুল পরিমাণ টাকা লাভের পরিবর্তে লোকসানই হচ্ছে। তবে প্রকল্পটি চালু করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি স্থানীয় চাষিদের।

বাজিতপুরে ৬৩ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ৩

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযানে গত বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে উপজেলা বলিয়াদি ইউনিয়নের ঘোড়াধাড়া নদী ঘাট এলাকা হতে ৬৩ কেজি গাঁজা সহ ৩ জন কারবারিকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন কেরানিগঞ্জ থানার মানধাইল এলাকার আরিফ হোসেনের স্ত্রী মনি বেগম (৩৫), মৃত বাবুল মিয়ার স্ত্রী আলীয়া খাতুন (৪০) ও বাজিতপুর উপজেলার কৈলাগ ইউনিয়নের পিতা মৃত হাজী কামাল উদ্দিনের ছেলে হৃদয় মিয়া (২৫)। তাদের বিরোদ্ধে বাজিতপুর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্র আইন ২০১৮ সালের ৩৬(১) সারনির ১৯(গ)/৩৮/৪১ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে বলে বাজিতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মুরাদ হোসেন স্বীকার করেন।

চাঁদপুরে কাজের মেয়ে নির্যাতন: আটক স্বামী-স্ত্রীকে কারাগারে প্রেরণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরে মধ্যযুগীয় কায়দায় কাজের মেয়েকে অমানবিক নির্যাতনের ঘটনায় স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ অভিযুক্ত গৃহকর্তা ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করেছে। আপন মামাত বোন শিশু রাজিয়া ও মামাত ভাই প্রতিবন্ধী রিফাতকে দেখাশুনা করার জন্য গত ৬ মাস পূর্বে রুজিনাকে (২০) আনা হয় বিষ্ণুদী মাদ্রাসা রোডে মামা রুবেল মোল্লার বাসায়। কারণে অকারণে ভুল ধরে রুজিনার ওপর অমানবিক ও পৈশাচিক নির্যাতন চালায় মামি রোকেয়া বেগম। নির্যাতন সইতে না পেরে বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে রুজিনা। ঘটনা জানাজনি হওয়ার পর পুলিশ মামা ও মামিকে আটক করে। গত বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা রোডের জনৈক মহিউদ্দিনের বাড়ী থেকে ভুক্তভোগী রুজিনা পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন দেখতে পায়। পরে চাঁদপুর সদর মডেল থানা পুলিশকে বিষয়টি জানায়। ওই সড়কের বাসিন্দা শিক্ষার্থী মোরশেদ আলম ও ফরহাদ হোসেন জানান, রুজিনা রাস্তার পাশে কান্না করতে থাকে। তাকে কথায় কথায় নির্যাতন করা হয়, মামার বাসা থেকে সে পালিয়ে এসেছে বলে জানায়। পরে তার অবস্থা দেখে আমরা পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করলে ঘটনাস্থল থেকে থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) কাউসার রুবেল মোল্লা ও তার স্ত্রী রোকেয়াকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। নির্যাতনের শিকার রুজিনা চাঁদপুর সদর উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের বাখরপুর গ্রামের আলী আহম্মদ ভুঁইয়ার মেয়ে। তার দুই মেয়ে ও তিন ছেলে। আটক রুবেল মোল্লা একই গ্রামের মোল্লা বাড়ীর আবুল মোল্লার ছেলে। রুজিনা তার আপন ভাগ্নি। রুবেলের বড় ভাগ্নির বাসা থেকে তার শিশু সন্তানকে দেখাশুনা করার জন্য গত ৬ মাস পূর্বে এই বাসায় আনেন।

পাটের তৈরি ব্যাগ বিক্রি করছেন রাজশাহীর বাসিন্দা আসাদুল ইসলাম। আকারভেদে প্রতিটি ব্যাগ ১৫০ থেকে ৩৫০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। মহিলা কলেজ, পাবনা।

৬৪ দল নিয়ে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাব, বিবেচনা করছে ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়ে বদলে যাচ্ছে ফুটবলের ইতিহাস। ১৯৯৮ সালে থেকে শুরু হওয়ার পর ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে শেষ হয়েছে ৩২ দলের বিশ্বকাপ অধ্যায়। প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে তিনটি দেশে-কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে। যেখানে অংশ গ্রহণ করবে ৪৮টি দল। ১৯৩০ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথম আসরে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে উদ্বোধনী শিরোপা ঘরে তুলেছিল উরুগুয়ে। ২০৩০ সালে বিশ্বকাপের শতবর্ষ পূরণ হবে। আর এজন্য ২০৩০ বিশ্বকাপকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ৪৮ দলের বদলে ৬৪টি দল নিয়ে আয়োজনের কথা ভাবছে ফিফা।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'দ্য টাইমস' জানিয়েছে, উরুগুয়ের ফিফা কাউন্সিল সদস্য ইগানাসিও আলোনসো গত বুধবার ফিফার বৈঠকে এই প্রস্তাব দেন। সেখানে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট সিনিয়র ব্যক্তিত্বরা এ নিয়ে শঙ্কার কথাও জানান। তবে ফিফা প্রেসিডেন্ট গিয়ানন্নি ইনফান্তিনো নাকি এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার কথা বলেছেন। ২০৩০ বিশ্বকাপ হবে তিনটি ভিন্ন মহাদেশে। যেখানে মূল আয়োজক হিসেবে আছে স্পেন, পর্তুগাল ও মরোক্কা। আর বিশ্বকাপ আয়োজনের শতবছর পূর্তি উপলক্ষে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়েতে খেলা হবে একটি একটি করে ম্যাচ। বিভিন্ন দেশে আয়োজনের কারণে পরিবেশের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছে বিশ্লেষকরা। কারণ, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে দলগুলো এবং সমর্থকদের প্রচুর বিমান ভ্রমণ করতে হবে। এই অবস্থায় দলের সংখ্যা যদি আরও বাড়ানো হয়, তবে সেটি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে। তাই বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ৬৪ করার প্রস্তাবকে 'পাগলামি' বলেছেন ফুটবল-সংশ্লিষ্ট এক সিনিয়র কর্মকর্তা। তার ভাষ্য, যত দ্রুত সম্ভব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হবে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলছেন সুনীল ছেত্রী

স্পোর্টস ডেস্ক : অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরছেন সুনীল ছেত্রী। গত বছরের জুনে বিদায় বলে দিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের এই কিংবদন্তি। এবার বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে জাতীয় দলে ফিরছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) জানিয়েছে, 'সুনীল ছেত্রী ইজ ব্যাক। মার্চে ফিফার আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে ভারতীয় দলে ফিরতে চলেছেন অধিনায়ক, নেতা এবং কিংবদন্তি।' আগামী ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে ২০২৫ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ আছে ভারতের। তার আগে ১৯ মার্চ মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে তারা। ৪০ বছরের সুনীল শুধুমাত্র সেই দুটি ম্যাচের জন্য ভারতীয় দলে ফিরছেন কিনা, তা নির্দিষ্টভাবে জানানো হয়নি। পরবর্তীতেও খেলবেন কিনা, সেটাও স্পষ্ট করে জানায়নি ফেডারেশন। এর আগে গত বছরের ৬ জুন কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে বিদায় বলেছিলেন সুনীল। আট মাসের মাথায় আবারও জাতীয় দলে ফেরার সিদ্ধান্ত তার।

ব্রাজিল স্কোয়াডে জায়গা পেলেন নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : ইনজুরির কারণে প্রায় ১৭ মাস বাইরে থাকার পর অবশেষে ব্রাজিল জাতীয় দলে ফিরছেন নেইমার। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন। সেই সময় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার বাঁ হাঁটুর এসিএল (অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট) এবং মেনিসকাস ছিঁড়ে যায়। ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করা নেইমার দেশের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে (যা কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে) খেলার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। ৩৩ বছর বয়সী নেইমার চলতি শীতকালীন দলবদল মৌসুমে তার শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে এসেছেন,

ইনজুরির পর ফর্ম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে। এর আগে, সৌদি আরবের আল হিলাল ক্লাবে খেললেও ইনজুরির কারণে ১৮ মাসে মাত্র ৭টি ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন। গত রোববার ব্রাগান্টিনোর বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে গোল করার পর নেইমার বলেন, তিনি তার সেরা শারীরিক অবস্থানে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন। এটি ছিল সান্তোসের হয়ে তার শেষ চার ম্যাচে তৃতীয় গোল। নেইমার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তিনি টেলিভিশনে ব্রাজিলের কোচ ডরিভাল জুনিয়র-এর দল ঘোষণার মুহূর্ত দেখছেন এবং ক্যাপশনে লিখেছেন: ফিরে আসতে পেরে খুশি! ব্রাজিল কোচও নেইমারের সামর্থ্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। ডরিভাল জুনিয়র বলেন, 'নেইমার কী প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা নিয়ে বলার কিছু নেই। সে ধীরে ধীরে তার ফর্ম ফিরে পাচ্ছে, আমরা সেটি জানি। তবে আমরা বিশ্বাস করি, তার দক্ষতা ও গুণাবলী তাকে মাঠের যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রাও তার গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছে। আমরা অপেক্ষা করছিলাম তার ফেরার জন্য, এবার সুযোগ এসেছে। আশা করি, সে খুব খুশি থাকবে এবং আমরা তাকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দিতে পারব। তবে খুব বেশি প্রত্যাশা তৈরি করা ঠিক হবে না, তার ওপর সব দায়িত্ব চাপানো উচিত হবে না।' ব্রাজিলের ২৩ সদস্যের স্কোয়াড, গোলরক্ষক: অ্যালিসন বেকার, বেন্তো, এডারসন। ডিফেন্ডার: দানিলো, গুইলহার্মে আরানা, ওয়েসলি, ভেন্ডারসন, এদের মিলিতাও, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, মার্কিনিয়োস, লিও অর্টিজ, মুরিলো। মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, ব্রুনো গুইমারেস, গেরসন, ম্যাথেউস কুনহা, নেইমার, লুকাস পাকেতা, এস্তেভাও। ফরোয়ার্ড: জোয়াও পেদ্রো, রাফিনিয়া, রদ্রিগো, সাভিনহো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

এবার চোটের কারণে ফাইনাল অনিশ্চত ম্যাট হেনরির

স্পোর্টর্স ডেস্ক : চোট যেন জেঁকে বসেছে এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে একের পর এক তারকা ক্রিকেটার ছিটকে যাচ্ছিলেন চোটের কারণে। টুর্নামেন্ট শুরুর পরেও চলেছে চোটের মিছিল। এবার ফাইনালের আগে শঙ্কা নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরিকে নিয়ে। লাহোরের সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সেখানে হেইনরিখ ক্লাসের ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পান ম্যাট হেনরি। পরে যদিও বল করেছেন হেনরি। ফিল্ডিংয়ে ডাইভ দিতেও দেখা গেছে। ম্যাচ শেষে ফাইনালে হেনরিকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। তবে এবার প্রধান কোচ গ্যারি স্টিড জানালেন, এখনও অজানা রয়েছে হেনরির এভেইলএবিলিটির ব্যাপারটি। স্টিড জানিয়েছেন, 'আমার মনে হয় এখানে ইতিবাচক ব্যাপার হচ্ছে তার বোলিং করতে পারাটা। আমরা তার কিছু স্ক্যান করিয়েছি এবং তাকে আমরা সম্ভাব্য সব সুযোগ দিতে চাই ফাইনাল ম্যাচে খেলার ব্যাপারে।

আতলেতিকোকে হারিয়ে এগিয়ে গেল রিয়াল, আর্সেনালের বিশাল জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : শুরুর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু প্রথমার্ধেই আলভারেজের গোলে সমতায় ফেরে আতলেতিকো মাদ্রিদ। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহিম দিয়াজের গোলে জয় পেয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ারর্টার ফাইনালের পথে এগিয়ে যায় রিয়াল। রাতের আরেক ম্যাচে পিএসভি আইন্দহফেনের বিপক্ষে গোল উৎসব করেছে আর্সেনাল। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে শেষ ষোলোর

প্রথমে লেগে ২-১ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। খেলা শুরুর চতুর্থ মিনিটেই রদ্রিগোর চোখধাঁধানো গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। মাঝমাঠ থেকে ফেদে ভালভার্দের বাড়ানো বল ধরে ডি বক্সে ঢুকে যান ব্রাজিলিয়ান তারকা। এরপর দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের দারুণ শটে দূরের পোস্টে বল পাঠিয়ে দেন তিনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে রদ্রিগোর এটি ২৫তম গোল, ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে যা পঞ্চম সর্বোচ্চ। রিয়ালের এগিয়ে যাওয়ার স্বস্তি কেড়ে নিয়ে ৩২তম মিনিটে সমতা ফেরান আতলেতিকোর হুলিয়ান আলভারেজ। এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে বাঁ দিক থেকে দূরের পোস্টে শট নেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। রিয়ালের গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া ঝাঁপ দিয়েও বলের লাগাল পাননি। এই আসরে এখন পর্যন্ত এটি আলভারেজের সপ্তম ও সবমিলিয়ে ২২তম গোল। দ্বিতীয়ার্ধে রিয়ালের খেলার গতি কিছুটা কমে যায়। বিপরীতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে আতলেতিকো। কিন্তু উল্টো গোল খেয়ে বসে তারা। ৫৫তম মিনিটে দিয়াজের একক নৈপুণ্যে পাওয়া গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। মেন্দির ছোট পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে দুজনকে কাটিয়ে প্রতিপক্ষের পাঁচ জনের মাঝ দিয়ে ডান পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন দিয়াজ। শেষ পর্যন্ত ওই গোলেই জয় নিশ্চিত হয় রিয়ালের। শেষ ষোলোর অন্য ম্যাচে পিএসভিকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করেছে আর্সেনাল। পিএসভির মাঠ ফিলিপস স্টেডিয়নে মঙ্গলবার রাতে প্রথম লেগে ৭-১ গোলে জিতেছে মিকেল আরতেতার দল। চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে নকআউট পর্বে প্রতিপক্ষের মাঠে ৭ গোলের ঘটনা এটিই প্রথম। প্রথমার্ধেই তিন গোল করে এগিয়ে থাকে গানাররা।

রোহিতের সমালোচনা করলেন গাভাস্কার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ভক্ত-সমর্থকদের কেউ কেউ রোহিত শর্মাকে বলে থাকেন 'হিটম্যান'। মানে, উইকেটে আসলেই ভারতীয় দলের বর্তমান ওয়ানডে ও টেস্ট অধিনায়ক প্রতিপক্ষ দলের বোলারদের চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন, বড় শট হাঁকানোর প্রতিই মনোযোগ রাখেন। ভারতকে উড়ুন্ত সূচনা এনে দেওয়াই যেন তার একমাত্র লক্ষ্য। বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে খেলার কারণে উইকেটে টিকতে পারেন না রোহিত। বেশিরভাগ সময় পাওয়ার প্লের আগেই আউট হয়ে যান। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ব্যাটার রোহিতের এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছে ক্রিকেটবিশ্ব। রোহিতের এমন খেলার ধরন পছন্দ হচ্ছে না ভারতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কারের। বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরের মতের বিপক্ষে গিয়ে রোহিতের মৃদু সমালোচনা করেছেন তিনি। গাভাস্কার চান, রোহিত আরও ধরে খেলুক। পাওয়ার প্লে নয়, বরং ইনিংসের ২৫-৩০ ওভার পর্যন্ত তার উইকেটে টিকে থাকা উচিত। সেটি হলে দলকে সঠিক পথে নিয়ে ম্যাচ বের করতে আনতে পারবেন তিনি। স্কোরও বেশ বড় করা সম্ভব হবে। গাভাস্কার 'ইন্ডিয়া টুডে'কে বলেন, 'এটি একটি পদ্ধতি, যা সে গত দুই বছর ধরে অনুসরণ করছে। ভারত বিশ্বকাপের সময় থেকে শুরু হয়েছিল এবং এখনো একই কৌশলে অটল রয়েছে। কিছুটা সফলও হয়েছে, যদিও তার প্রতিভার তুলনায় সাফল্য ততটা আসেনি। সে অবিশ্বাস্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়। খুব কম খেলোয়াড়ই আছেন, যাদের (রোহিতের মতো) শটের বৈচিত্র্য রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, দলীয় কৌশলের কথা বলছি না। যদি সে (রোহিত) ২৫ ওভারও ব্যাট করে, তাহলে ভারতের স্কোর (ওই মুহূর্তে) ১৮০-২০০ রানের মধ্যে থাকবে। কল্পনা করুন, তখন পর্যন্ত যদি দুই-একটি উইকেট হারায়, তাহলে ভাবুন তারা কী করতে পারবে–তারা ৩৫০ বা তার বেশি রান তুলতে পারে।' সর্বশেষ ৫ ওয়ানডেতে ফিফটি নেই রোহিতের। সর্বোচ্চ ৪১। তাই গাভাস্কার বলছেন, রোহিত যেন ২৫-৩০ রান নিয়েই খুশি না থাকেন। উইকেটে সেট হওয়ার পর যেন স্কোর বড় করেন। দলের জন্য এটি অনেক বেশি উপকারী হবে। গাভাস্কার বলেন, 'তাকে (রোহিত) এটি নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে। আগ্রাসীভাবে খেলতে নামা এক বিষয়, কিন্তু কোথাও একটু বিচক্ষণতা থাকা দরকার। যাতে সে নিজেকে ২৫-৩০ ওভার ব্যাট করার সুযোগ দিতে পারে। যদি সে তা করতে পারে, তাহলে প্রতিপক্ষের হাত থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিতে পারবে।'

আইটি

ভুয়া নেটফ্লিক্স ই-মেইল থেকে সেফ থাকবেন যেভাবে

আইটি ডেস্ক : অনলাইন প্রতারণা দিনে দিনে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতারকরা সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার জন্য একের পর এক নতুন কৌশল তৈরি করছে। সম্প্রতি জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের নামে ভুয়া ই-মেইল পাঠিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ই-মেইলে বলা হচ্ছে, পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা হওয়ায় গ্রাহকের নেটফ্লিক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সমস্যার সমাধান করতে বিলিং তথ্য আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে। আর এখানেই রয়েছে বড় ফাঁদ! অনেকেই মেইলটিকে বিশ্বাস করে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে নিজেদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য প্রতারকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এ ধরনের প্রতারণার ফাঁদে পা দিলেই আপনার নেটফ্লিক্স লগইন তথ্য, ক্রেডিট কার্ড ডিটেইলস, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, এমনকি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ্যাকারদের হাতে চলে যেতে পারে। একবার প্রতারকরা এসব তথ্য পেয়ে গেলে, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। এ ধরণের প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রতারকরা সাধারণত কিছু ধাপ অনুসরণ করে থাকে– **প্রথম ধাপ:** প্রতারকরা নেটফ্লিক্সের নামে হুবহু দেখতে আসল ই-মেইলের মতো একটি ভুয়া ই-মেইল পাঠায়। ই-মেইল জানানো হয়, আপনার পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা হয়েছে এবং সাবস্ক্রিপশন বন্ধ হয়ে যাবে যদি আপনি তা আপডেট না করেন। **দ্বিতীয় ধাপ:** ই-মেইলের মধ্যে একটি লিংক সংযুক্ত করা হয়। যা ক্লিক করলে নেটফ্লিক্সের লগইন পেজের মতো দেখতে একটি ফেক ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। **তৃতীয় ধাপ:** আপনি যদি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে লগইন তথ্য কিংবা ব্যাংকিং তথ্য দিয়ে দেন, তাহলে তা সরাসরি প্রতারকদের সার্ভারে সংরক্ষিত হয়ে যায়। এরপর তারা আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে পারে কিংবা আর্থিক

লেনদেন করে ফেলতে পারে। **চতুর্থ ধাপ:** একবার প্রতারকরা আপনার অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলে, তারা সেটির পাসওয়ার্ড বদলে দিতে পারে এবং আপনার সংরক্ষিত কার্ড থেকে অর্থ লেনদেন করতে পারে। **কীভাবে বুঝবেন ই-মেইলটি ভুয়া?** বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, প্রতারকরা সাধারণ ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করতে নেটফ্লিক্সের মতো দেখতে ভুয়া ই-মেইল পাঠায়। তবে কিছু লক্ষণ দেখে সহজেই বোঝা যায় ই-মেইলটি আসল নয়- অস্বাভাবিক ই-মেইল ঠিকানা: নেটফ্লিক্স সবসময় @netflix.com ডোমেইন ব্যবহার করে ই-মেইল পাঠায়। কিন্তু ভুয়া ই-মেইলগুলোতে সাধারণত কিছু অদ্ভুত ডোমেইন যেমন @netflix-payment.com, @netflix-support.net ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। **ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া:** নেটফ্লিক্স কখনোই ই-মেইলের মাধ্যমে পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নম্বর বা ব্যাংক ডিটেইলস চায় না। যদি এ ধরনের কোনো অনুরোধ আসে, তাহলে সেটি নিশ্চিতভাবেই স্ক্যাম। **লিংকে ক্লিক করার অনুরোধ:** ভুয়া ই-মেইলগুলোতে সাধারণত "Click Here to Update Payment" জাতীয় লিংক দেওয়া থাকে।

নতুন মনিটাইজেশন প্রোগ্রাম নিয়ে আসছে ফেসবুক

আইটি ডেস্ক : কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সুবিধার্থে এবার নতুন কনটেন্ট মনিটাইজেশন প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছে মেটা মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক। নতুন এ সংস্করণে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা একক প্ল্যাটফর্ম থেকেই বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট থেকে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি ফেসবুক তার নিউজ সেকশনে এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে জানিয়েছে, নতুন এই সংস্করণে ইন-স্ট্রিম অ্যাডস, রিল অ্যাডস এবং পারফরম্যান্স বোনাসকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা রিল, লং-ফরম্যাট ভিডিও এবং অন্যান্য পোস্ট থেকে উপার্জন করতে পারবেন। এটি কেবল রিল বা ছোট ভিডিওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ফটো এবং টেক্সট পোস্টও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন এই প্রোগ্রামে 'পারফরম্যান্স বোনাস' সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি ক্রিয়েটরদের কাজের গুণগত মান ও দর্শকদের ওপর নির্ভর করে বোনাস দেবে। এর মাধ্যমে ক্রিয়েটররা তাদের কাজের মান উন্নত করতে পারবে এবং যোগ্যতার মাধ্যমে আয় বাড়াতে পারবে। ফেসবুক এই নতুন মনিটাইজেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্রিয়েটরদের জন্য আয় করা আরও সহজ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং টুলস জড়ো করছে। নতুন ইন-স্ট্রিম অ্যাডস ক্রিয়েটরদের দীর্ঘ ফরম্যাটের ভিডিও থেকে উপার্জন করতে সহায়তা করবে।

আবিষ্কৃত হলো আয়ুকাল বৃদ্ধির ওষুধ!

আইটি ডেস্ক : মানবজীবনের আয়ুকাল বৃদ্ধি করা সবসময় বিজ্ঞানীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিলো এবং এটি বিজ্ঞানীদের অন্যতম আকর্ষণীয় গবেষণার বিষয়ও। সম্প্রতি কিছু বিজ্ঞানী বিভিন্ন ওষুধের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন, যাতে বার্ধক্যজনিত সমস্যা কমানো যায় এবং সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। মাইফেপ্রিস্টোন নামক একটি ওষুধ সাধারণত গর্ভপাত ঘটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, এটি কোষের অভ্যন্তরে মাইটোকন্ড্রিয়ার স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারে, যা দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার (USC) ডরনসাইফ কলেজের বিজ্ঞানীরা এই ওষুধের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান যে, এটি মাইটোফাজি (Mitophag) প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে। মানবদেহের প্রতিটি কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, যা কোষের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে। তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক মাইটোকন্ড্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং কোষের অভ্যন্তরে বিষাক্ত আবর্জনা জমতে থাকে। মাইটোফাজি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে নষ্ট মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো ধ্বংস হয় এবং নতুন মাইটোকন্ড্রিয়ার বিকাশ ঘটে। বিজ্ঞানীরা পূর্বে দেখেছেন যে, বার্ধক্যের সঙ্গে মাইটোফাজির কার্যকারিতা কমে যায়, ফলে কোষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় থাকলে কোষ সুস্থ থাকে এবং বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, রাপামাইসিন নামক আরেকটি ওষুধ মাইটোফাজি বাড়িয়ে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করতে পারে।

এবার গবেষকরা মাইফেপ্রিস্টোনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। গবেষকরা ফলপ্রসূভাবে পরীক্ষাগারে ফল মাছি (fruit fly) ব্যবহার করে এই গবেষণা চালান। ফল মাছির উপর গবেষণা করার কারণ হলো, এদের জিনগত বৈশিষ্ট্য মানুষের সঙ্গে অনেকাংশে মিল রয়েছে এবং এদের জীবনচক্র ছোট হওয়ায় দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, মাইফেপ্রিস্টোন প্রয়োগের ফলে এই মাছিগুলোর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাইফেপ্রিস্টোন এবং রাপামাইসিন একসঙ্গে প্রয়োগ করলে কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় না, বরং আয়ুষ্কাল কিছুটা কমে যায়। এর অর্থ হলো, এই দুটি ওষুধ একই প্রক্রিয়ায় কাজ করে এবং একসঙ্গে ব্যবহার করলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া নাও যেতে পারে।

গুগলের কিছু অদ্ভুত শব্দ

আইটি ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগল। দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে আমরা গুগল সার্চ ব্যবহার করে থাকি। এটি ব্যবহার করে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তবে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেটা লিখে গুগলে সার্চ করলে স্ক্রিনজুড়ে এমন কাণ্ড ঘটবে যা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন নিশ্চিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক এই শব্দগুলো কী কী। **ড্রপ বিয়ার,** এই তালিকার প্রথম শব্দটি হল 'ড্রপ বিয়ার'। গুগলে এই শব্দটি টাইপ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার স্ক্রিনে একটি ভালুকের আইকন দেখা যাবে। এই আইকনে ট্যাপ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পেজ খুলবে যেখানে ভালুকটি দ্রুত গতিতে নিচের দিকের পড়তে থাকবে। ভালুকটি পড়ে যাওয়ার পর কেঁপে উঠবে গোটা স্ক্রিন। **চিক্সুলুব (Chicxulub),** গুগলে চিক্সুলুব (Chicxulub) শব্দটি সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গেই উলকার মতো জ্বলন্ত পাথর ধেয়ে আসবে স্ক্রিনের দিকে।

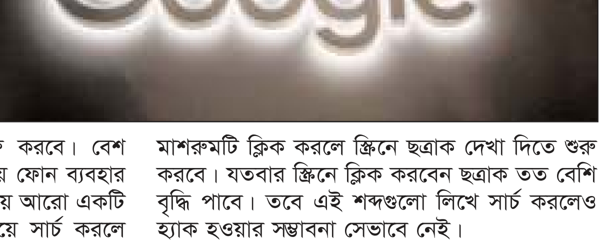

পাথর পড়ার পরে স্ক্রিন কাঁপতে শুরু করবে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্ক্রিন কাঁপবে। সেই সময়ে ফোন ব্যবহার করা যাবে না। **ডার্ট মিশন,** এই তালিকায় আরো একটি সংযোজন ডার্ট মিশন। এই শব্দ দিয়ে সার্চ করলে উপর দিকে থেকে ভেসে আসবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। সঙ্গে সঙ্গেই মোবাইলের স্ক্রিনটি বাদিকে হেলে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই উইন্ডো বন্ধ করা হয়, ততক্ষণ ওইভাবে বেঁকে থাকবে। উল্লেখ্য, এই ডার্ট মিশন হল নাসার একটি বিখ্যাত মহাকাশ অভিযান। **লাস্ট অফ আস,** লাস্ট অফ আস লিখে সার্চ করলেই একটি নতুন পেজ খুলবে। এই পেজের নিচে আপনি একটি মাশরুম দেখতে পাবেন। এই মাশরুমটি ক্লিক করলে স্ক্রিনে ছত্রাক দেখা দিতে শুরু করবে। যতবার স্ক্রিনে ক্লিক করবেন ছত্রাক তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। তবে এই শব্দগুলো লিখে সার্চ করলেও হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা সেভাবে নেই।

আপনার অবর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ কেউ ব্যবহার করছে কিনা যেভাবে বুঝবেন

আইটি ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটস অ্যাপ। প্রতিনিয়ত মেসেজ, ছবি, ভিডিও, ফাইল আদান-প্রদান চলছে এই অ্যাপে। ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে অনেক ফিচার যুক্ত করেছে প্ল্যাটফর্মটি। ব্যবহার কারীদের অভিজ্ঞতা ভালো রাখতে একের পর এক ফিচার নিয়ে আসছে। বিশেষ করে সুরক্ষার দিক দিয়ে। যদিও হ্যাকাররা নানাভাবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতে পারে। আপনার অ্যাকাউন্ট লুকিয়ে অন্য কেউ ব্যবহার করছে কি না তার খোঁজ রাখেন কি? কীভাবে বুঝবেন আপনার হোয়াটসঅ্যাপটি হ্যাক হয়েছে বা অন্য কোনো ডিভাইসে খোলা রয়েছে কি না। **জেনে নিন পদ্ধতি,** ১.প্রথমে নিজের ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ চালু করুন।

সেকেন্ডে ২০জিবিপিএস গতিতে ইন্টারনেট সরবরাহ করবে Taara চিপ

আইটি ডেস্ক : গুগল নতুন প্রজন্মের Taara চিপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। এই নতুন চিপ তারবিহীন ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করতে পারে এবং এটি আলো ব্যবহার করে ডেটা প্রেরণ করতে সক্ষম। Taara চিপ প্রতি সেকেন্ডে ২০Gbps গতিতে ইন্টারনেট সরবরাহ করতে পারে, যা প্রচলিত ইন্টারনেট সংযোগের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত। আলফাবেট-এর অধীনস্থ X ল্যাব দীর্ঘদিন ধরে এই Taara চিপের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। অবশেষে তাদের গবেষণা সফল হয়েছে, এবং এই চিপটি সাধারণ ফাইবার অপটিক কেবল ছাড়াই আলোর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এটি মূলত সিলিকন ফটোনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার

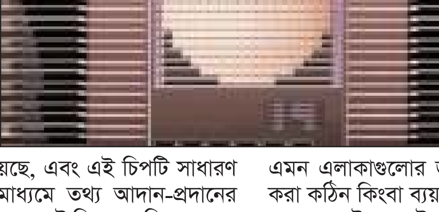

করে কাজ করে, যা আলোর মাধ্যমে ডেটা পাঠাতে সক্ষম। এই চিপটি ফাইবার অপটিক প্রযুক্তির মতোই কাজ করে, তবে এখানে কোনো কেবল ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। এটি বাতাসের মাধ্যমে তথ্য পাঠাতে পারে, যা ইন্টারনেট সংযোগের একটি নতুন যাত্রা। সাধারণত, ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করতে প্রচুর পরিমাণে খরচ এবং সময় ব্যয় হয়। তবে Taara প্রযুক্তির মাধ্যমে কম খরচে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বিশেষত, এটি এমন এলাকাগুলোর জন্য কার্যকর হবে, যেখানে ফাইবার সংযোগ স্থাপন করা কঠিন কিংবা ব্যয়বহুল। Taara চিপের নতুন সংস্করণ আগের তুলনায় অনেক ছোট এবং উন্নত।